ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 16 March, 2021 ■ আগরতলা, ১৬ মার্চ ২০২১ ইং ■ ২ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ পৃষ্ঠা তিন

ব্যাংক বেসরকারীকরণ, প্রতিবাদে সারা দেশের সাথে ত্রিপুরায়ও ধর্মঘট, গ্রাহকদের ভোগান্তি

আগরতলা, ১৫ মার্চ (হি.স.)।। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিকে বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে আজ দেশব্যাপী ব্যাংক ধর্মঘট পালন করা হচ্ছে। আগামীকালও ওই ধর্মঘট পালন করা হবে। ফলে, সারা দেশের সাথে ত্রিপুরায়ও এই ধর্মঘটের সরাসরি প্রভাব পড়েছে। ইউনাইটেড ফোরাম অব ব্যাংকস ইউনিয়ন দুদিন ব্যাপী এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।

সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সঞ্জয় দত্ত এ-বিষয়ে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাংক গুলিকে বেসরকারিকরণ-র মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আরও বিপন্ন করার চেষ্টা চালাচ্ছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নীর্মলা সীতারমণ বাজেট প্রস্তাবে এ-বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথায়, কেন্দ্রীয় সরকারের ওই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে ইউনাইটেড ফোরাম অব ব্যাংক ইউনিয়ন দেশব্যাপী দুদিনের ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।

আগরতলায় ব্যাঙ্ক কর্মীদের প্রতিবাদ ধর্ণা। ছবি নিজস্ব।

এদিন তিনি মেনে নিয়েছেন, ধর্মঘটের ফলে সাধারণ গ্রাহকরা সমস্যার সম্মুখীন হবেন। কিন্তু ধর্মঘট ছাড়া অন্য কোনও পথ খোলা নেই বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর দাবি, ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণ হলে শুধুমাত্র কর্মচারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এমনটা নয়, সাধারণ মানুষও এর ফলে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন।

আজ সকাল থেকেই আগরতলা সহ বিভিন্ন স্থানে ব্যাংক কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। ব্যাংকগুলিতে কাজকর্ম বন্ধ। এটিএম সহ অনলাইন লেনদেনেও গ্রাহকদের ভোগান্তি হচ্ছে। বিশেষ করে, শনি ও রবিবার টানা দুদিন ব্যাংক বন্ধ থাকায় সমস্যা আরও বেড়েছে।

ডি এম পাড়া জে বি স্কুলের পঠন-পাঠন লাটে উঠেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহাকুমার তেলিয়ামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনে ডি এম পাড়া জেবি স্কুল। এলাকার কচিকাঁচা শিশুদের পঠন-পাঠনের একমাত্র স্থান। শ্রমজীবী অংশের জনগণের বাস ওই এলাকা। এ বিদ্যালয়ের ১৫ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা বরাদ্দ রয়েছে দুই(২)জন। সোমবার এলাকাবাসীদের থেকে অভিযোগ পেয়ে সংবাদ প্রতিনিধি বিদ্যালয় গিয়ে দেখতে পায়, শিক্ষিকা প্রতিমা সরকার দাস বিদ্যালয় আসেননি। ঘড়িতে তখন ৯ টা বেজে ১০ মিনিট। তারপরও উনার দেখা নেই।

আরেক শিক্ষক একাই সব ক্লাস সামলাচ্ছেন। এলাকাবাসীদের অভিযোগ ওই শিক্ষিকা নাকি প্রায়শঃই বিদ্যালয় কামাই করেন। এ বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সদস্য ক্যামেরার সামনে অকপটে এই ঘটনা স্বীকার করেন। বিদ্যালয়ের কর্মরত আরেক শিক্ষক মশাই ও এই ঘটনা স্বীকার করেন। কোনরূপ ছুটি না নিয়ে দিব্যি আছেন উনি। যখন ইচ্ছে হয় আসেন, শোন ইচ্ছে হয় বাড়ি চলে যান। মাস শেষে মোটা মাইনে পকেট এ পুড়েন। বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায় একজন শিক্ষক সব ক্লাসের ছাত্র ছাত্রীদের একত্রে পড়াচ্ছেন। এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনগণ আজকে ক্যামেরার সামনে এ বিষয়ে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। তারা জানান চূড়ান্ত অব্যবস্থাপনা ও গাফিলতির মধ্য দিয়ে চলছে বিদ্যালয়।

এ বিষয়ে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। জানা যায় তেলিয়ামুড়া ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় থেকে মাস দেড়েক পূর্বে গুণধর শিক্ষিকাকে বিদ্যালয় বদলি করা হয়। কিন্তু হাল ফেরেনি। এই ঘটনা সম্পর্কে তেলিয়ামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শক জানানো হলে তিনি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রী ও নয়মাসের সন্তানকে পুড়িয়ে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিক একাধিক ধারায় ২৩ বছরের কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। স্ত্রী ও নয় মাসের শিশু সন্তানকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত রতন দাসকে তিনটি ধারায় মোট তেইশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে ফাস্ট ট্র্যাক আদালত। ৩০ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

২০১৫ সালের ১২জুন রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন বাধারঘাট মাতৃ পল্লী এলাকায় হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল গৃহবধূ সুপ্রিয়া বিশ্বাস এবং তার ৯ বছরের শিশু পুত্রকে। এ ব্যাপারে আগরতলা পশ্চিম থানায় মামলা গৃহীত হয়। মামলার তদন্তকারী পুলিশ অফিসার তদন্তক্রমে আদালতে চার্জশিট জমা দেন। আদালত এই মামলায় অভিশপ্ত স্বামী রতন দাসকে দোষী সাব্যস্ত করে। সোমবার এই মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করেন ফাস্ট ট্রাক আদালতের মাননীয় বিচারক ধীমান দেববর্মা।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ নং ধারায় দোষী সাব্যস্ত রতন দাসকে তিন বছরের কারাদণ্ড এবং ৫ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেন। তিন মাসের মধ্যে জরিমানার টাকা মিটিয়ে দিতে বলা হয়েছে। ৩০৪(বি) ধারায় ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩০৬ আইপিসিতে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২৫ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জরিমানার টাকা ছয় মাসের মধ্যে মিটিয়ে দিতে বলা হয়েছে। দুটি ধারায় ৩০ হাজার জরিমানার টাকা মৃত সুপ্রিয়া বিশ্বাস এর বাবা সুনীল বিশ্বাস এর হাতে তুলে দিতে বলেছে আদালত।

শাস্তি ঘোষণার সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন মৃত সুপ্রিয়া বিশ্বাস এর বাবা সুনীল বিশ্বাস সহ অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনরা। মৃতার বাবা আদালতের রায়ে সন্তুষ্ট ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন মানুষ রুপি জানোয়ার তার জামাতা রতন দাস এর যে শাস্ত্র করা হয়েছে তাতে নিশ্চয়ই খুশি।তবে এই মামলায় রতন বিশ্বাসের মা এবং যে মহিলার সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক ছিল তাদের শাস্তি হলে তিনি আরো খুশি হতেন বলে জানান। হৃদয়বিদারক হত্যা মামলার রায় ঘোষণা করেন আদালতের বিচারক ধীমান দেববর্মা। সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর অরবিন্দ দেব।

ব্যাঙ্ক মেনেজার আক্রমণের ঘটনায় বিলোনীয়ায় ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমার গ্রামীণ ব্যাংকের মতাই শাখা প্রবন্ধক মুকেশ দেববর্মার ওপর হামলায় জড়িত জ্যোতিষ ত্রিপুরা ও মনোরঞ্জন সূত্রধরকে ২১ দিন পর গ্রেফতার করল পুলিশ।

গত ২২ শে ফেব্রুয়ারি মতাই গ্রামীণ ব্যাংকের শাখায় ঢুকে লোন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মতভেদকে কেন্দ্র করে শাখা প্রবন্ধক মুকেশ দেববর্মাকে গালাগাল এবং মারধর করে দুই যুবক। অভিযুক্তরা হল জ্যোতিষ ত্রিপুরা এবং মনোরঞ্জন সূত্রধর। এ ব্যাপারে গ্রামীণ ব্যাংকের পক্ষ থেকে অভিযুক্তদের নাম খাম ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কড়ইলঙয়ে গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ মার্চ।। তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার করইলঙ এলাকায় সোমবার বিকেল চারটে নাগাদ নিজ থেকে এক গৃহবধুর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ২ নম্বর ওয়ার্ডের করইলং এলাকায় সোমবার বিকেল চারটে নাগাদ গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃত গৃহবধূর নাম শিল্পী মোদক। স্বামীর নাম কৃষ্ণ দাস। স্বামী পেশায় মৎস্য ব্যবসায়ী। তাদের দু''বছরের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে।

ঘটনার সময় স্বামী বাড়িতে ছিল না। বাড়িতে ফিরে এসে বিকেল চারটে নাগাদ বাড়িতে ফিরে এসে স্বামী কৃষ্ণ দাস স্ত্রীর ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পায়।ঘরের ভিতরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে গৃহবধুটি। ঘরের ভিতরে ছিল দু''বছরের শিশুকন্যাটি। স্ত্রীর ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখে স্বামী কৃষ্ণদাস চিৎকার শুরু করেন। ছুটে আসেন স্থানীয় লোকজনরা। খবর পাঠানো হয় তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশকে।পুলিশ এসে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি তার স্বামী জানান দীর্ঘদিন ধরে স্ত্রী মানসিকভাবে অসুস্থ ছিল। বহুবার তাকে ডাক্তার দেখিয়েছেন। কিছুদিনের মধ্যেই আবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এর মধ্যেই নির্জনতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।

তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ এ ব্যাপারে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।এক তরুণী গৃহবধূর নিজ ঘরে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন করইলং এলাকায়।ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ২ নং ওয়ার্ড তথা করইলং এলাকার বাসিন্দা পেশায় মাছ বিক্রেতা কৃষ্ণ দাসের ২২ বছর বয়সি গৃহবধূ তথা শিল্পী মোদক (দাস) নিজ ঘরে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দশ লক্ষ টাকার নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত, গ্রেপ্তার আটজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে।১০ লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী সহ ৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

একদার সংস্কৃতির পীঠস্থান রাজধানী আগরতলা শহর এখন ঐতিহ্য হারিয়ে সাগরে ভাসছে।রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর আনাচে-কানাচে তাদের রমরমা আসর জমাচ্ছে। শুধুমাত্র দেশী ও বিলিতি মদের উপরেই এখন নেশাখোররা নির্ভর করছে না, ব্রাউন সুগার , ফেনসিডিলসহ মারাত্মক নেশাজাতীয় ট্যাবলেট ও ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশাগ্রস্ত হচ্ছে যুব সমাজ।

তাতে ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। সবকিছু জেনেশুনে পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে নানা মহল থেকে অভিযোগ উঠেছে। তবে আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ ও পশ্চিম থানার পুলিশ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রমেশ যাদব ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে পূর্ত দপ্তরের বাস্তুকারকে দাবী সনদ পেশ করল জেলা কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। দশ দফা দাবীতে ঊনকোটি জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পূর্ত দপ্তরের নির্বাহী বাস্তকার এর নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয় এবং ঘেরাও করা হয়। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবির ভিত্তিতে ডেপুটেশনের পূর্বে কংগ্রেস কর্মীরা কৈলাসহরের জেলা কংগ্রেস অফিস থেকে এক মিছিল বের করে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পূর্ত দপ্তরের অফিসে এসে ডেপুটেশনে মিলিত হয়।

পূর্ত দপ্তরের নির্বাহী বাস্তকারকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন কংগ্রেস কর্মীরা। মিছিল এবং ডেপুটেশনের নেতৃত্বে ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক বিরজিত সিনহা, জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান, কংগ্রেস নেতা রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য, রুনু মিঞা, চন্দ্রশেখর সিনহা সহ আরও অনেকে। ডেপুটেশন শেষে জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান বলেন, হীরাছড়া এনবিসিসি রাস্তা থেকে ইরানি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র অব্দি রাস্তায় মেটেলিং কার্পেটিং এর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে, কৈলাসহরের ডাক বাংলো থেকে রাংগাউটি অব্দি রাস্তা প্রশস্ত করার কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে, টিলাবাজার এলাকায় জল নিস্কাশনের জন্য ড্রেইনের কাজ শুরু করতে হবে, টিলাবাজার থেকে সফরিকান্দি অব্দি ড্রেইনের কাজ শুরু করতে হবে, শ্রীরামপুর থেকে মূর্তিছড়া অব্দি বেহাল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন দাবীতে আশা কর্মীদের মিছিল আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। আশা কর্মী ও আশা সহযোগীদের সরকারি কর্মচারি ঘোষণা করে প্রতিমাসে নূন্যতম ১৮ হাজার টাকা এবং আশা সহযোগীদের ২৪ হাজার টাকা নূ্যনতম বেতন প্রদান করা, আশা কর্মী ও আশার সহযোগীদের কুড়ি দিনের পরিবর্তে ৩০ দিনের কাজ প্রদান, প্রত্যেক মাসের ইনটেনসিভ যাতে প্রতিমাসে প্রদান করা হয় সহ ১২ দফা দাবিতে সোমবার ডেপুটেশন প্রদান করে ত্রিপুরা আশা কর্মী সংঘ।

এদিন রবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে একদিবসীয় ধর্না ও রেলি সংঘটিত করে আশা কর্মী ও সহযোগীরা। রেলিটি শহর পরিক্রমা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধৃত এনএলএফটি-র শীর্ষ নেতা পরিমল দেববর্মার পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজত

কাঞ্চনপুর , ১৫ মার্চ (হি. স.)।। এনএলএফটি শীর্ষ নেতৃত্ব ধৃত পরিমল দেববর্মাকে আজ ত্রিপুরা পুলিশ মিজোরাম থেকে ফিরিয়ে এনেছে। আজ তাকে কাঞ্চনপুর এসডিজেএম আদালতে সোপর্দ করে ৭ দিনের রিমান্ড চেয়েছিল পুলিশ। আদালত ৫ দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেছে। তাকে, মিজোরামের রাজধানী আইজলের গোপন ডেরা থেকে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল।

ইতিপূর্বে ত্রিপুরার ডিজিপি বলেছিলেন, স্পেশাল ব্রাঞ্চের খবর অনুযায়ী পরিমল দেববর্মা আইজলে রয়েছে এমনটা আমরা জানতে পেরেছিলাম। তাই, মিজোরাম পুলিশের ডিজি-র সঙ্গে কথা বলে তাকে গ্রেফতার করার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। তিনি বলেন, মিজোরাম পুলিশ তাকে আইজল থেকে গ্রেফতার করেছে।

আজ সোমবার উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, পরিমল দেববর্মাকে ভোর রাত ২-টা নাগাদ আইজল থেকে নিয়ে কাঞ্চনপুর পৌঁছেছে ত্রিপুরা পুলিশের বিশেষ দল। তাকে আজই কাঞ্চনপুর এসডিজেএম আদালতে সাত দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে সোপর্দ করা হয়েছে এবং আদালত পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে।

প্রসঙ্গত, এনএলএফটি সহযোগী কান্তি মারাককে ঠিকেদারকে চাঁদার নোটিশ দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তাকে, জিজ্ঞাসাবাদ করেই পরিমল দেববর্মার সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তার গ্রেফতারের ঘটনায় উগ্রপন্থী গতিবিধি অনেকটাই কমে যাবে বলে দাবি করেছেন ত্রিপুরা পুলিশের মহা নির্দেশক ভি এস যাদব।

প্রণয়ের সূত্রে বাল্য বিবাহ রুখে দিল চাইল্ড লাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করে একাংশ শাসক দলের নেতা মাতব্বররা নাবালক নাবালিকা বিয়ের দিন সালিশি সভার মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত করে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করেবিশালগড় এর পূর্ব লক্ষ্মীবিল এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

বিশালগড় মহকুমার পূর্ব লক্ষীবিল এলাকার ১৭ বছর বয়সী এক নাবালক ১৫ বছর বয়সী এক নাবালিকার সঙ্গে গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। বিষয়টি নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। দ্বাদশ পড়ুয়া নাবালক তার নাবালিকা প্রেমিকাকে নিয়ে চম্পট দেয়। অবশ্য তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় শাসক দলের নেতা মাতব্বররা সালিশি সভায় মিলিত হন। আশ্চর্যজনকভাবে শাসক দলের নেতারা আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করে নাবালক নাবালিকার বিয়ের দিনক্ষণ চূড়ান্ত করে দেন। আঠাশে ফেব্রুয়ারি বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। এ সংক্রান্ত খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ও চাইল্ড লাইনের কর্মীরা নাবালিকাকে নাবালকের বাড়ি থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। নাবালিকাকে তার পরিবারের হাতে তুলে দেয়া হয়। চাইল্ড লাইন ও পুলিশ ও পরিবারের কাছ থেকে সম্মতি আদায় করে ১৮বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন ভাবে তাদের বিয়ে দেওয়া যাবে না। তাতে উভয় পক্ষ সম্মত হয়। কিন্তু নাবালক উন্মাদ প্রেমিক কোনভাবেই এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে নারাজ। নাবালিকার বাড়িতে প্রতিনিয়ত হানা দিচ্ছিল ওই নাবালক। শেষ পর্যন্ত নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে নাবালিকার নিরাপত্তাজনিত কারণে নাবালিকাকে তার পিসির বাড়িতে পাঠিয়েছিল। সেখানে গিয়েও নাবালককে উৎপাত শুরু করে।এমনকি সোমবার ফিল্মি কায়দায় পিসির বাড়ি থেকে নাবালিকাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ।শুধু তাই নয় ,নাবালকের পরিবারের লোক জন নাবালিকার পরিবারের লোকজনদের ওপর হামলা চালিয়েছে বলেও অভিযোগ।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশাল ঘরের পূর্ব লক্ষীবিল এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, সরকার যেখানে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্প গ্রহণ করে নাবালিকাদের শিক্ষিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য বাজেট অধিবেশন শুরু ১৯শে চলবে ৫ দিন, বিল পেশ হবে ৯টি

আগরতলা, ১৫ মার্চ (হি. স.)।। ত্রিপুরা বিধানসভা-র বাজেট অধিবেশন আগামী ১৯ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে। ৫ দিনের ওই অধিবেশন সমাপ্ত হবে ২৫ মার্চ। প্রথা অনুযায়ী প্রতি ইংরেজি বছরের প্রথম অধিবেশন রাজ্যপালের ভাষণ দিয়ে শুরু হয়। সে মোতাবেক ১৯ মার্চ বাজেট অধিবেশনের প্রথমার্ধে রাজ্যপাল রমেশ বৈশ ভাষণ দেবেন।

ওইদিন দ্বিতীয়ার্ধে উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাব পেশ করবেন। শুধু তাই নয়, অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব-ও পেশ করবেন তিনি। এছাড়া, ওই অধিবেশনে ত্রিপুরা সরকার ৯টি বিল পেশ করবে। আজ বিজনেস এডভাইসরি কমিটির (বিএসি) বৈঠক-এ এই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।

আজ ত্রিপুরার বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস-র পৌরোহিত্যে বিজনেস এডভাইসরি কমিটি-র বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে, অধিবেশন ৫ দিনের জন্য বসবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ১৯ মার্চ শুক্রবার ত্রিপুরা বিধানসভা-র বাজেট অধিবেশন শুরু হবে। ওইদিন রাজ্যপাল রমেশ বৈশ-র ভাষণ দিয়ে অধিবেশন-র সূচনা হবে। প্রথমার্ধে রাজ্যপাল-র ভাষণ এবং দ্বিতীয়ার্ধে উপমুখ্যমন্ত্রী বাজেট পেশ করবেন। তিনি বলেন, ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট পেশ করার সাথে উপমুখ্যমন্ত্রী ২০২০-২১ অর্থি বছরের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব-ও পেশ করবেন।

তাঁর কথায়, বাজেট-র উপর আলোচনায় ২ দিন এবং রাজ্যপালের ভাষণ-র উপর আলোচনায় ১ দিন চূড়ান্ত হয়েছে। এছাড়া, ওই অধিবেশনে ত্রিপুরা সরকার ৯টি বিল আনবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আজকের বিএসি বৈঠকে অধ্যক্ষ বাজেট অধিবেশন ৪ দিন হউক চেয়েছিলেন। কিন্তু, বিরোধী দলের তরফে আরো এক দিন বাড়িয়ে দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছিল। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেসরকারীকরণ নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল সিটুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। দেশের রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে এবং সরকারি দপ্তরগুলিতে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ নীতি চালু করার সরকারি সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে সোমবার সিআইটিইউ এক বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করে শ্রমদপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।এদিন মিছিলটি সিআইটিইউ রাজ্য কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শ্রম দপ্তরের অফিসের সামনে গিয়ে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। পথসভায় সি আই টি ইউ রাজ্য কমিটির সভাপতি মানিক দে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। তিনি সরকারের বিরুদ্ধে এদিন ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বলেন, বিজেপি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ১৫৫ ◘১৬ মার্চ ২০২১ ইং ◘২ চৈত্র◘ মঙ্গলবার ◘১৪২৭ বঙ্গাব্দ

মানবপ্রেমিক রামকৃষ্ণ

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ছিলেন প্রকৃত মানবপ্রেমিক।এক আশ্চর্য পুরুষ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ! তাঁহার প্রতিষ্ঠা সত্যে, স্থিতি অনন্ত করুণায়। তিনি বিত্তবান ছিলেন না, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী বা দার্শনিকও ছিলেন না; সামাজিক প্রতিষ্ঠার বিচারে তাঁহার কোনও পরিচয় ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দময় পুরুষ, আনন্দই তাঁহার স্বরূপ। তাঁহার উপস্থিতিতে বসে 'আনন্দের হাট'। সে হাটে বিনামূল্যে মেলে অমূল্য প্রেম ও করুণা; যাহার স্বাদ নিতে অগণিত মানুষের সমাগম হয় তাঁহার কাছে।তাঁহার দীর্ঘ অধ্যাত্মসাধনার উপলব্ধির আলোকে এ জীব-জগৎ চৈতন্যময়। এক পরম সত্য অনুস্যূত হইয়া আছে বিশ্বব্যাপী, যাহার স্বরূপ সৎ-চিৎ-আনন্দ। প্রতি মানুষের অন্তরে রহিয়াছে সেই পরম সত্যের অমৃতকুম্ভ, যাহা যাবতীয় আনন্দের উৎস। এই পরম সত্যের উপলব্ধিতেই মানুষের জীবন আনন্দময় হয়। মানুষের অসীম সম্ভাবনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল শ্রীরামকৃষ্ণের আশা-জাগানিয়া উক্তি: 'মানুষ কি কম গা? ঈশ্বর চিন্তা করিতে পারে, অনন্তকে চিন্তা করিতে পারে, অন্য জীবজন্তু পারে না।' মানুষের সুপ্ত চৈতন্যের জাগরণ ঘটাইয়া তাহাকে 'মানহুঁস' করাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই চেতনার বিকাশ যখন হয়, তখন মানুষ শুধু বাইরের সম্পদ নয়, অন্তরসম্পদে দীপ্তিমান হয়। অনন্ত সম্ভাবনাময় এই মানুষদের শান্তি ও আনন্দের সন্ধান দেওয়াই কল্যাণাকাঙ্ক্ষী তাঁহার জীবনসাধনা। বলিয়াছিলেন, 'মাটির প্রতিমায় তাঁহার পূজা হয় আর মানুষে হয় না?' মানবপ্রতিমাকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার জীবনপূজা।

বিশ্বভুবনকে চৈতন্যময় দেখা শুধু নয়, সাধারণ মানুষের সঙ্গে ছিল তাঁহার এক গভীর একাত্মতা বোধ। কালীবাড়ির গঙ্গাঘাটে দাঁড়াইয়া এক দিন ভাবাবিষ্ট হইয়ে গঙ্গাদর্শন করিয়াছেন। ঘাটে মাঝিরা ঝগড়া করছিল, সহসা এক দুর্বলের পিঠে ভীষণ চপেটাঘাত করিয়া বসিল সবল এক মাঝি। শ্রীরামকৃষ্ণ চিৎকার করিয়া কাদিয়া উঠিলেন। পিঠ আরক্তিম হইয়াা ফুলিয়া উঠিল। তাঁহার পিঠে আঘাতজনিত বেদনাচিহ্ন দেখা দিয়াছে! এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্যতা। ব্যথিতের সঙ্গে একাত্মতাবোধ থেকে এহেন অনুভূতির ঘটনা ইতিহাসে বিরল।

বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে যখন শান্তি আর আনন্দ আমাদের বড় প্রয়োজন, তখন সে প্রয়োজন মিটাইতে শ্রীরামকৃষ্ণের মতো মহামানবের তাৎপর্য আরও বেশি করিয়া অনুভূত হইতেছে। তাঁহার জীবন মানবতার এক অনন্য ভাষ্য অহিংসা, প্রেম, সমমর্মিতার জয়গান সেখানে। অকপট, সহজ-সরল সাদাসিধে জীবনচর্যায় অগণিত পথশ্রান্তের জীবনে তিনি হইয়া উঠিয়াছেন চির-আশ্রয়। আনন্দঘন, করুণাময় তাঁহার এই রূপ চির-আকর্ষণের।

'স্টার ক্যাম্পেনার'! অনুব্রত মণ্ডল

বোলপুর, ১৫ মার্চ (হি.স.) : 'স্টার ক্যাম্পেনার'! তবে তিনি কোন সেলিব্রিটি। বা রূপালী পর্দার নায়ক নন। ২১ এর হাইভোলটেজ ভোটের ট্যাগ লাইন তারই হাতে। ফলে তাকে তো আর জেলায় আবদ্ধ করে রাখা যায় না। তাই "খেলা হবে" শ্লোগানের উদগাতা অনুব্রত মণ্ডল অবশ্যই এবারের ভোটে স্টার ক্যাম্পেনার।ভোট প্রচারে রাজ্য চষতে ইতিমধ্যেই দলের রাজ্য নেতৃত্ব তাকে প্রস্তুত থাকতে বলে দিয়েছে। তাতে বিন্দু মাত্র দিধা করেন নি দিদি কেষ্ট। তার সাফ কথা, 'দিদির ডাক যেখানে বলবে সেখানে গিয়ে দলের জন্য প্রচারে নামব।খেলা হবে। খেলা দেখিয়ে আসব। '

ভোট আসলেই তিনি ছড়া তৈরি করেন। কেন করেন? তার কথায়, 'একটিলে অনেক পাখি মারা যায়। '

ব্যাখা চাইতেই অনুব্রত মুচকি হেসে উত্তর,' কর্মীরা উজ্জীবিত হয়ে দলের ডাকে ঝাপিয়ে পরে। আবার অনেক মানুষ আনন্দ পায়। সব মিলিয়ে ভোট বৈতরনী পার হয়ে যায় অনায়াসে। '

ভোট এলেই নিত্য নতুন দাওয়ায় ঘোষনা করেন অনুব্রত মন্ডল। গুড় বাতাসা ও চরাম চরম, মার গুড় জল চিরিক চিরিক। আরও কত কি! আর এসবের মধ্যেই আছে আসল রহস্য।

নিদান তার রাজনৈতিক ময়দানে 'সুপার হিট'। পঞ্চায়েত ভোটের আগে কখনও মশারি টাঙানোর তো কখনও আবার "উন্নয়ন দাঁড়িয়ে থাকবে রাস্তায়" এই বার্তা দিয়ে ভোটের প্রস্তুতিতে দলের কর্মীদের মনোবল তুঙ্গে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তবে গত লোকসভা ভোটের আগে তিনি অবশ্য দাওয়াই বদল করেন। ময়ূরেশ্বর ২ ব্লকে সভা থেকে লাঙল ও পাচন দেখিয়ে কিভাবে উর্বর জমিতে ফসল ফলাতে হয় তা দলের কর্মীদের বুঝিয়ে দেন অনুব্রত। এদিন তিনি পাচন ও লাঙল দেখিয়ে বলেন, "উর্বর জমিতে চাষ দিতে হবে লাঙল দিয়ে। আর এই পাচন। এই পাচনের বাড়িতে সোজা করে দিতে হবে"।

২১ হাইভোলটেজ বিধানসভা নির্বাচনের আগেই তাই অনুব্রত নতুন দাওয়াই 'খেলা হবে। ভয়ঙ্কর খেলা হবে।' যা নিয়ে আজ রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়।বিরোধী থেকে শাসক সবার মুখেই খেলা হবে শ্লোগান। মুখ্যমন্ত্রী থেকে খোদ প্রধানমন্ত্রী অনুব্রত শ্লোগান কে ব্যবহার করে ভোট বাজারে মেতেছে। তার শ্লোগান প্রধানমন্ত্রী ব্যবহার করায় খোদ অনুব্রত তাকে চোর বলেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি।

তাই একুশের ভোট প্রচারে এবার 'স্টার ক্যাম্পেনার' এর মুখ হতে চলেছেন বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল।তৃনমূল সূত্রের খবর ইতিমধ্যেই রাজ্য নেতৃত্বের তরফ থেকে তাকে রাজ্য জুড়ে ভোট প্রচারে যাবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে রাজ্যের একাধিক জেলায় ভোট প্রচারে যাবেন তিনি। দলীয় সূত্রে খবর বাঁকুড়া জেলা থেকে প্রচার শুরু করবেন তিনি।

নেতাজির গলায় মালায় দিয়ে নিজের বিধানসভায় জনসংযোগ শুরু করলেন বিজেপির তারকা প্রার্থী অঞ্জনা বসু

সোনারপুর, ১৫ মার্চ (হি.স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর দক্ষিণ কেন্দ্রে এবার দুই তারকার লড়াই হতে চলেছে। তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে এখানে লড়াই করছেন অভিনেত্রী অরুন্ধুতী মৈত্র ওরফে লাভলি আর বিজেপি এই কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে অভিনেত্রী অঞ্জনা বসুকে। লাভলি অবশ্য বিগত প্রায় এক সপ্তাহ আগে থেকেই এলাকায় এলাকায় ঘুরে ঘুরে কর্মী বৈঠক শুরু করেছেন, সাধারণ মানুষ, তৃণমূল কর্মীদের সাথে জনসংযোগ শুরু করেছেন। আর এবার প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম প্রকাশিত হওয়ার পর প্রচারে নেমে পড়লেন বিজেপি প্রার্থী অঞ্জনা। সোমবার বিকেলে এই কেন্দ্রের অন্যতম ঐতিহাসিক স্থান তথা পুণ্যভূমি কোদালিয়ায় নেতাজির পৈতৃক ভিটে থেকে তাঁর জনসংযোগের কাজ শুরু করলেন অঞ্জনা। নেতাজীর মূর্তিতে মালা দিয়ে তাঁর পিতৃভূমির বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে দেখলেন। আর সেখান থেকেই শুরু করলেন জনসংযোগ।

এটাকে ঠিক ভোটের প্রচার বলতে নারাজ এই তারকা প্রার্থী। বরং এদিন থেকে এলাকার মানুষের সাথে পরিচিত হওয়ার কাজটাই শুরু করলেন বলে জানিয়েছেন তিনি। এই কেন্দ্র থেকে জয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট আশাবাদী অঞ্জনা। তাঁর প্রতিদন্ধী লাভলি মৈত্র রাজনীতি কিম্বা অভিনয় দুটি জগতেই তাঁর থেকে অনেকটা জুনিয়র বলে দাবি করেছেন অঞ্জনা। প্রচণ্ড রোদের মধ্যে তাঁকে সাবধানে চলাফেরা করার পরামর্শও দিয়েছেন তিনি, পাশাপাশি প্রতিপক্ষ হলেও যদি সে বিপদে পড়ে তাহলে তাঁর পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছেন বিজেপির এই তারকা প্রার্থী। এলাকার মানুষের জন্য কাজ করতে চান, আর এই আসনে জিতে বিজেপির হাত মজবুত করতে চান বলে জানিয়েছেন অঞ্জনা।

বসবাসযোগ্য শহর সূচকেও আমরা নেই, এক নম্বরে বেঙ্গালুরু

ত্রিদিবরঞ্জন ভট্টাচার্য

তুলনামূলক আলোচনা, অবস্থান নির্ণয়ে হরেক বিষয়ে সূচক বা রিপোর্ট তৈরি করা হয়। কোন বিষয়ে সার্বিক অবস্থা বুঝতে এইসব সূচক কোন দেশের বিভিন্ন এলাকা, শহর, গ্রাম বা সারা দেশ/বিশ্বের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি হয়। এইসব খ্যাতিসম্পন্ন উপদেষ্টা সংস্থা, এমনকী রারসংঘের স্বাস্থ, শিশু, শ্রম সংস্থার মতো দফতরও এগিয়ে আসে সূচক তৈরিতে।

এই মাসের প্রথম সপ্তাহে "বসবাসযোগ্য" সূচক-২০২০ Ease of living Index ২০২০ আর "পৌরসভার কর্মদক্ষতা' সূচক-২০২০ (Municpal Performer Index ২০২০) প্রকাশিত হল। আমাদের দেশের বিভিন্ন শহরের প্রেক্ষাপটে এই সূচক তৈরি করেছে কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক দফতর। উল্লেখ্য, বসবাসযোগ্য" সূচক (২০২০) তৈরিতে জনসংখ্যার ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন শহরকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। দশ লক্ষেরও বেশি জনসংখ্যার শহর আর ১০ লক্ষের কম মানুষের বসবাসযোগ্য শহর। আলোচনার শুরুতেই "বসবাসযোগ্য সূচক' বলতে কি বোঝায় তা পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন। আরো জানা প্রয়োজন এই সূচক তৈরির মানদণ্ড কী?

"বসবাসযোগ্য" বলতে বোঝায় নাগরিক জীবনের সেইসব সুবিধা যা জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য, গুণমান বৃদ্ধি করতে পারে সেই সুবিধাবিশিষ্ট শহরের সাধারণ বাসিন্দারা কতটুকু পাচ্ছেন। আর শুধু তা নয়, শহরের নাগরিকদের জন্য জীবনের মান উন্নয়নে (যেমন জল, রাস্তা, বিদ্যুৎ, নিকাশি ইত্যাদি বিষয়ে) যেসব উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে তার সুবিধা সত্যিই কতটা তৃণমূলভরে পৌঁছাতে পারছে তা তুলে ধরা।

এবার প্রশ্ন, কীসের ভিত্তিতে বিভিন্ন শহরের মধ্যে এই তুলনামূলক সুচক তৈরি করা হয়। প্রথমেই বলা ভালো, মানদণ্ড নির্দিষ্ট নেই। যে সংস্থা এই সূচক তৈরি করছেন তারা অভিজ্ঞ মহলের সঙ্গে কথা বলে বিভিন্ন মানদণ্ড বেছে নেন এবং কোন মানদণ্ডের ওপর কতটা জোর দেওয়া হবে তাও ঠিক করেন। এবারের মানদণ্ড নেওয়া হয়েছিল সেগুলি হল:

(১) জীবনের মান (Quality of Life) : শহরের নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য কতটা ভালো- এটা হল প্রাথমিক মাণদণ্ড যা এই করেন। মান বলতে বোঝায় আবাসনের সুযোগসুবিধা, পরিজত পানীয় জলের জোগান, শিক্ষা, বিশেষ করে প্রাথমিক বা বেসিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সুযোগসুবিধা, নাগরিকদের নিরাপত্তা সুরক্ষা, বিনোদনের ব্যবস্থা ইত্যাদির সুযোগসুবিধা শহরের নাগরিকদের কাছে কতটা পৌছতে পারছে বা তারা এইসব সুযোগ কতটা ভোগ করতে পারছেন।

(২) আর্থিক সামর্থ্য (Economic Ability) : শহরের আর্থিক অবস্থা অন্য আর একটি মানদণ্ড। শহরের নাগরিকদের মধ্যে আর্থিক অবস্থার তারতম্য। আর্থিক কর্মকাণ্ড শহর ঘিরে কতটা চলছে তার ভিত্তিতে বিভিন্ন শহরের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করা হয়।

(৩) ধারণ ক্ষমতা (Sustainability) : এই মানদণ্ডে শহরের সবুজের পরিমাণ তের্ঘাৎ গাছপালা, খোলা জায়গা ইত্যাদি), বিদ্যুতের ব্যবহার, বাতাস, জল ইত্যাদি কতটা দূষণমুক্ত তা বিচার করা হয়। এমনকী প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় শহর কতটা তৈরি তাও হিসেবে আনা হয় এই সূচক তৈরিতে।

(৪) নাগরিক ধারণা (Citizen perception Surver) শহরের কী ভাবছেন এটাও যাচাই করা হয়। নাগরিক সুযোগসুবিধা প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তির বিচারে তারা শহরকে কী চোখে দেখেন তা ধরা পড়ে এই মানদণ্ডে।

বসবাসযোগ্য সূচক ২০২০- এই চার মাপকাঠিতে বিচার করে বিভিন্ন শহরের এক তালিকা তৈরি করা হয়েছে। তবে সুচক তৈরিতে এই চার মাপকাঠি শতাংশের হিসাবে সমান মানের নয়। শতাংশের হিসাবে এই মান হল- জীবনের মান ৩৫০৫, আর্থিক সামর্থ্য ১৫ শতাংশ ধারণক্ষমতা ২০ শতাংশ এবং নাগরিক ধারণা ৩০ শতাংশ।

এবার এই মানদণ্ডে দেশের ১১১টি শহরকে (দেশ লক্ষের বেশি/কম-ত্ত এই দুই বিভাগ মিলিয়ে) বিচার করে বাসযোগ্য শহরের ক্রমতালিকা তৈরি করা হয়েছে। দশ লক্ষেরও বেশি জনসংখ্যাবিশিষ্ট শহর বিভাগের ত্রমতালিকায় প্রথম নামটি হল বেঙ্গালুরু। আর এই তালিকায় প্রথম দশটি নামের মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে পুণে, পেয়েছে ৬৬.৭০। আর তার পরের স্থান পুণের স্কোর ৬৬.২৭। ৪৯টি শহরের যে ক্রমতালিকা এই সূচকে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ৪২টি শহরের প্রাপ্ত স্কোর ৫০- এর বেশি, আর বাকি ৭টি শহরের স্কোল ৩০ থেকে ৫০-এর মধ্যে। ১০ লক্ষের নীচে জনসংখ্যার শহরগুলির মধ্যে এই সূচকে প্রথম স্থান করে নিয়েছে সিমলা। আর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভুবনেশ্বর। একশোর মাপকাঠিতে সিমলার প্রাপ্ত স্কোর ৬০.৯০। ভুবনেশ্বর ৫৯.৮৫। এই তালিকায় যে ৬২টি শহর আছে তার মধ্যে ৪৮টি শহরের প্রাপ্ত নম্বর ৫০-এর বেশি, বাকি ১৪টি শহরের স্কোর ৪৫.৫৩ থেকে ৪৯.৮৭-এর মধ্যে। এই তালিকায় কলকাতা, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুরের মতো আমাদের রাজ্যের শহরগুলির নাম খুঁজলেও আপনি পাবেন না। ভাবতে পারেন, কেন পাবো না, তালিকা দেখতে ভুল হচ্ছে। তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও পাবেন না, কারণ আমরা বাসযোগ্য সুচক-২০২০- তে যোগ দিইনি। এ প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি।

কেন্দ্রীয় সরকারের বাসযোগ্য-২০২০ সূচক বিভিন্ন মহলে কয়েকটি প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। ২০১৮-তে বেঙ্গালুরু বাসযোগ্য সূচকে স্থান ছিল ৫৮-তে, আর ২০২০-র সূচকে একেবারে এক নম্বরে। নগর খুঁজে পেয়েছেন। আর শুধু অভিজ্ঞমহল বা থাকেন বা এই শহরে যাঁদের যাতায়াতের অভিজ্ঞতা রয়েছে তারাও কিন্তু এই শহরের এক নম্বর" তকমায় একটু হকচকিয়ে গেছেন। রাস্তা, যানবাহনের সমস্যা, শ্রথগতি, জলাভাব ইত্যাদির দৈনন্দিনের অভিজ্ঞতা "বসবাসযোগ্য" শহরের এক পারছেন না। এ প্রসঙ্গে অনেকে আবার এবারের বসবাসযোগ্য শহরের সূচকের সঙ্গে প্রকাশিত "পৌরসভার কর্মদক্ষতা' সূচক-২০২০ প্রসঙ্গ টেনে আনছেন। এই দুই সূচকই একই দফতর (কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক দফতর) একই, সময়েই তৈরি করেছে। কোন শহরের নাগরিকদের দৈনন্দিন স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির ব্যাপারে পৌরনিগম বা পৌরসভার বড় ভূমিকা থাকে। ১০ লক্ষের বেশি জনসংখ্যার শহরের পৌরসভার ভূমিকা সুচকে বেঙ্গালুরুর প্রথম দশ তো দূরের কথা, রয়েছে ৫১টি শহরের মধ্যে ৩১তম স্থানে। আর এজন্য বিভিন্ন মহল বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছেন। যে চারটি মানদণ্ডে "বসবাসযোগ্য" সূচক তৈরি হয়েছে তাতে একমাত্র আর্থিক সামর্থ্য মাপকাঠিতেই বেঙ্গালুরু এক নম্বরে, অন্য তিনটিতে স্থান- - জীবনযাত্রার মান-১২, ধারণ ক্ষমতা-১৩, নাগরিদের ধারণা-১৮। অর্থাৎ বিভিন্ন শহরের মধ্যে সুচকের মানদণ্ডে একমাত্র স্থান নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। অনেকে আবার বলছেন, যে সব মানদণ্ডে এবারের সুচক তৈরি হয়েছে এবং বিভিন্ন মানদণ্ডের ওপর হয়েছে ১৪টি ক্যাটাগরিতে ৪৯টি বিষয়ের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

এবার আমরা আসব আমাদের রাজ্যের প্রসঙ্গে। সূচক তৈরির মানদণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তুলেও বলা যায় যে আমাদের দেশের সব রাজ্যই এই সূচক তৈরিতে অংশ নিয়েছে। শুধুমাত্র বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিই নয়, মহারাষ্ট্র, কেরল, রাজস্থানের মতো বিরোধী দল শাসিত রাজগুলি এই "বসবাসযোগ্য" সূচকেও সামিল হয়েছে। ব্যতিক্রম শুধু আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ এ রাজ্য থেকে কোন তথ্য পাঠানো হয়নি, যার ভিত্তিতে কলকাতা বা অন্য শহরের নাম এই সূচকে উঠতে পারত। কেন পাঠানো হয়নি- এ সম্পর্কে সঠিক কোনো কারণ জানানো হয়নি। আর শুধুমাত্র ২০২০-সৃচকে নয়, আগের দু'বছরের (২০১৮ ও ২০১৯) সুচকে আমরা যোগ দিইনি। কেন্দ্রের বিরোধিতা? রাজনীতি?

অন্য বিরোধী শাসিত রাজ্য সূচকে অংশ নিতে পারলে আমরা আপত্তি কেন তা কিন্তু পরিষ্কার নয়। একথা অনস্বীকার্য যে বর্তমান দিনে এই ধরনের সূচক বা রিপোর্টের গুরুত্ব কিন্তু অনেক। নগরায়ণের পথে এ ধরনের সূচক গুরুত্ব কোনোভাবেই খাটো করা সম্ভব নয়। মে মাসে রাজ্যে নির্বাচন শেষে সরকার ভাববার অবকাশ আছে। "পৌরসভার কর্মদক্ষতা সুচক-২০২০"এর কথা উল্লেখ করে। তবে সংক্ষিপ্তভাবে। পৌরসভার সূচক তৈরির ক্ষেত্রে জনসংখ্যার বিচারে শহরগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। দশ লক্ষের বেশি জনসংখ্যার শহর, অন্যটি দশ লক্ষের কম জনসংখ্যার শহর। (পৌরসভার কর্মদক্ষতা সূচক ২০২০-র ক্রমতালিকায় ১০ লক্ষের বেশি জনসংখ্যার শহর বিভাগে প্রথম স্থানে নাম রয়েছে ইন্দোর (মধ্যপ্রদেশ) পৌরসভা। এরপর রয়েছে সুরাট ও ভোপাল পৌরসভা। ১০ লক্ষ কম জনসংখ্যার শহর বিভাগে প্রথমে নাম রয়েছে নতুন দিল্লি পৌরপর্ষদের। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে তিরুপতি ও গান্ধিনগর। পৌরসভার কর্মদক্ষতার সূচক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পৌর এলাকার

প্রশাসনের অংশগ্রহণ, পরিষেবা প্রদান, আর্থিক ব্যবস্থাপনা নীতি, প্রযুক্তি প্রণয়ন ও সুশাসনের বিষয়গুলি বিচার করা হয়েছে। গত বছরের ১৬ জানুয়ারি থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চালানো হয়। ১১১টি শহরের ৩২.২০ লক্ষ নাগরিক অংশ নিয়েছেন। এই সুচকেও আমাদের রাজ্যের কোনো পৌরনিগমের নাম নেই। কারণ সেই একই, আমরা অংশ নিইনি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে

মনীশ নন্দী

এটা একটা আশ্চর্য সময়। যাঁদের জীবনকাল আমার থেকে দীর্ঘতর, তাঁদের কাছেও শুনছি, এমন দুঃসময় তাঁরা কখনও দেখেননি। মহামারী আগেও হয়েছে—চতুর্দশ শতকে ইউরোপের ষাট ভাগ লোক, প্রায় পাঁচ কোটি, মারা যায়—কিন্তু এখন ব্যাপক আন্তর্জাতিক মহামারী, যা আসলে অতিমারী, পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম।

এ অতিমারী লোকের চোখে আরও বেশি ভয়কর এই জন্য যে, সাধারণভাবে আমরা ধরে নিতে শুরু করেছি প্রায় সব রোগেরই নিদান আছে। যেখানে নেই, সেখানে ও উপশম আছে জ্বালা যন্ত্রণা কমানো যায়, রোগীকে বহুদিন বাঁচিয়ে রাখা যায়, স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে দেওয়া যায়। হঠাৎ আমরা আবিষ্কার করছি যে, এমন একটা রোগ আমাদের আক্রমণ করছে, যার কোনও প্রতিরোধক ওষুধ নেই, কোনও চিকিৎসা ডাক্তারদের জানা নেই। দু' চারটে জিনিস চেষ্ট করা যায় তাতে রোগীর সাহায্য হলেও হতে পারে। কিন্তু নিশ্চয়তা একবিন্দুও নেই। দুর্যোগের সময় আমরা উপদেশ শুনতে চাই তাহলে খরবটা কী?

স্বাস্থ্যবিধির দু'চারটে নিয়ম আমরা হাজারবার শুনেছি ও জানি। ছোঁয়াছুঁয়ি এড়াও, দূরত্ব বজায় রাখো, নাক-মুখ ঢেকে রাখো, বারবার হাত ধুতে থাকো। কিন্তু আমরা এ -ও জানি যে, এসব নিয়ম মেনেও অনেকে রোগের প্রকোপ এড়াতে পারে না। বিপদের সন্তাবনা সমূহ,বাই, সর্বত্র। তাই আমাদের আতঙ্কও মনে হয় গিদন্তবিস্তৃত প্রায় শাশ্বত। অবাক হওয়ার কিছু নেই যে হাজার হাজার লোক এখন বিশ্বময় উদ্বিগ্ন ও ভয়কাতর। অনেকে ঘুমতে পারছেন না। নিশ্চিন্তভাবে কোনও কাজ করতে পারছেন না।

এই উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা একেবারেই অস্বাভাবিক' নয়। দৈনন্দিন কাজে যতই আমরা ব্যস্ত থাকি, দিনের শেষে আমরা অনুভব করি এক ধরনের অস্বস্তিকর, অশরীরী ভীতি। যখন সন্ধ্যা আসে মন্দ মন্থরে আমরা টের পাই মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে। তার কারণ এই সময়চাই অস্বাভাবিক যে জীবনধারাতে আমরা এখন অভ্যস্ত হতে শুরু করেছি---সেটাই অস্বাভাবিক।

স্বাভাবিক জীবনের একটা বড় অংশ যৌথ জীবন। স্ত্রীর পাশে স্বামী, পুত্র ও কন্যা— এই নিয়ে সংসার। তাকে ঘিরে পাড়া বা সমাজ। তাদের সমষ্টিতে শহর। এখানেই আমরা খুঁজে পেতাম আমাদের বন্ধুবর্গ। গাড়ির কৃপায় আমাদের বন্ধু-বলয় পাড়া বা শহর ছাড়িয়ে শহরতলি পর্যন্ত পৌঁছেছিল। বিজ্ঞানের কৃপায় আমরা আজকাল দেশের অন্য শহরে, এমনকী বিদেশে, বন্ধু অর্জন করি। কম্পিউটারে চিঠি লিখি, ফোনে গল্প করি, অবলীলায় প্লেন ধরে তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করি। আমাদের পরিচিতদের বৃত্ত বৃহৎ থেকে বৃহত্তর। পরিচিতি থেকে সৌহার্দ থেকে প্রণয় তাই আজ বারবার ভূগোলের সীমারেখা অতিক্রম করে, সেটাই স্বাভাবিক, সেটাই আমাদের জীবনকে অকল্পিত গিদন্ত দেখায়, অপ্রত্যাশিতবাবে বর্ণময় করে।

অকস্মাৎ অতিমারীর দরুন সমস্ত সম্পর্কে ছেদ করে আমরা এখন একটা অভাবনীয় একক জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছি। যাদের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত দেখা হত, তাদের অনেকের সঙ্গেই আমাদের যোগাযোগ বন্ধ করতে হয়েছে। যে অল্প কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষত রয়েছে, তাদের সঙ্গে ও আমরা মিতবাক অল্প সময়ের জন্য শুধু প্রয়োজনটুকু মেটানোর জন্য, তাদের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা। শুধু দরকার শুধু সৌজন্য, তার অতিরিক্ত গল্পগুজব যেন বিপন্নতার আমন্ত্রণ। দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক কাজ করা ফলে বিভিন্ন দেশে আমার একাধিক বন্ধু। তাঁরা প্রত্যেকেই অল্প বিস্তর গৃহবন্দি, কাজেই গল্প করার অডেল

পরিসর। কেউ অধ্যাপক, কেউ আধিকারিক, কেউ মন্ত্রণাদাতা, কেউ মন্ত্রী পরামর্শদাতা। এঁদের মধ্যে নানা ফারাক, কিন্তু এই অস্বাভাবিক সময়ে তাঁদের মধ্যে দেখছি এক আশ্চর্য মিল। এঁরা প্রত্যেকেই এখন অসহিষ্ণু, অস্থিরমতি। সেই অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছে প্রধানত দু'ভাবে। একদল সাবধানতার সব নিয়ম মেনে চলছেন, কিন্তু চরম অশান্তির সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছেন যে তাঁদের স্বাভাবিক জীবন ধূলিসাৎ হয়ে চলেছে। তাঁরা বঙ্গদের বলছেন এসব অসহ্য পাগল হয়ে যাব। অন্যদল নিয়ম মেনে চলার দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃত বা অক্ষম, মনে করছেন— অন্তর মনে করতে চাইছেন---এভাবে মেনে চলা আসল জীবনের বিপরীত। তাঁরা নিয়ম ভাঙছেন, কম বেশি ঝুঁকি নিচ্ছেন, এবং বন্ধুদের বলছেন, একব নিয়ম অনর্থক ও অযৌক্তিক, আমি আমার মতো বাঁচব।

এটা ঠিকই যে সবসময়ে আতঙ্কিত জীবন যাপন কারওই আঙাঙ্ক্ষিত নয়। অন্যদিকে এটাও ঠিক যে, ইতিমধ্যেই সারা পৃথিবীতে চোদ্দো লক্ষ লোক অতিমারীতে প্রাণ হারিয়েছেন এবং যেসব দেশে স্বাস্থ্যব্যবস্থা যথেষ্ট ব্যাপক ও শক্তিশালী নয়, সেখানে বিপদের সম্ভাবনা ততোধিক। যতদিন নিরাময়ের অন্ত প্রতিষেধের কোনও নিশ্চিত পদ্ধতি গবেষকরা আবিষ্কার করছেন, ততদিন সাবদানতার ন্যূনতম নিয়মগুলি মেনে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। তার মধ্যে প্রথমটাই হল নিজের পরিবার বাদে এবং বিশেষ প্রয়োজন বাদে অন্যান্য লোকের সংসর্গ এড়িয়ে চলা। অপরিহার্য হলে অন্ততপক্ষে দূরত্ব বজায় রাখা।

এতে আমাদের শারীরিক নিরাপত্তা বজায় থাকে, বটে, কিন্তু মানসিক ভারসাম্য অনেকের পক্ষেই রাখা কঠিন। বন্ধুদের, আত্মীয়দের, প্রতিবেশীদের ও সহকর্মীদের প্রত্যেককেই যদি দূরে সরিয়ে রাখতে হয়, মনের শান্তি বা স্থিরতা তখন অবিচল রাখা অনেকের পক্ষেই সহজসাধ্য নয়। আমার নিজের অভিজ্ঞাতার কথা বলি।

অনেকের তুলনায় আমার কাজের দায়িত্ব একটু অন্যরকমের। বারবার তাই কাজের প্রয়োজনে আমাকে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যেতে হয়েছে। নতুন দেশে নিজেকে আবিষ্কার করেছি নির্বান্ধব, স্বজনহীন। এর পলে দুটো জিনিস আমাকে প্রায় বাধ্য হয়ে করতে হয়েছে।

প্রথমটা হচ্ছে অপরিচিতদেরই আমাকে বন্ধুসুলভ মনে করতে হয়েছে। আবু ধাবিতে লিফটে ওঠার সময় অন্যদের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করেছি, আশ্চর্য যে, পাশের ব্যক্তি সহৃদয়ভাবে জবাব দিয়েছে। আমস্টারডামে নৌকায় যাওয়ার সময় এক মোহময় সূর্যাস্ত দেখে অপরিচিত পার্শ্ববতিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, ফলে আমাদের গল্পগুজব শুরু হয়ে গিয়েছে। একাধিক বাড়ি ও দেশ বদলের পর আমি লক্ষ করলাম যে, আমরা কন্যাও বুঝে গিয়েছে যে, নতুন বন্ধু অর্জন করার জন্য সে তিন বা ছ'মাস পাবে না। ট্রেনে বা প্লেনে যাত্রাকালেই সে খুঁজে বের করে নিত তার সমবয়সি বন্ধু ও গল্প জুড়ে দিত।

সাধারণ সময়ে, আর সকলের মতোই, অফিসে আমার সহকর্মীদের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হত, অন্য সময়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে নানা আলোচনা হত, বাড়িতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা বসত। সেই সুযোগ এখন আর নেই, তার বিলাপে আমি আমার বাকি সময় কাটাতে চাই না। আমি এখন সচেষ্ট ফোনে, ট্যাবলেটে, কম্পিউটারে সহকর্মী, প্রতিবেশী ও বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব চালিয়ে যেতে। চিঠির চেয়ে ছোট কিন্তু দ্রুতগামী মেসেজে আজ সম্ভব অনেকের সঙ্গে প্রীতিকর সম্পর্করক্ষা। ফেসবুক ও টুইটারে আজ সহজেই সম্ভব চেনাজানা লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলা।

দ্বিতীয় প্রকারণটা অন্য প্রকৃতির, কিন্তু কঠিন নয়। আমি আবিষ্কার করেছি যে অন্যদের সংসর্গ খোঁজা ছাড়াও আমাদের আর একটা উপায় আছে। নিজের সংসর্গকে সুযোগ দেওয়া। নিজেদের আমরা সময় দিই না। হাতে পাঁচ মিনিট সময় থাকলেও সেটা আমার ব্যবহার করি খবেরর কাগজ পড়তে বা ফোনে চোখ বুলোতে। কোনও নিরপেক্ষ ব্যক্তি যদি আমাদের কয়েক দিন পর্যবেক্ষণ করে তার ধারণা হবে যে, আমাদের নিজের সংসর্গ আমাদের কাছে বিষবৎ পরিত্যাজ্য। আমরা পৃথিবীর সবকিছু নিয়ে এত ব্যস্ত যে, নিজের দিকে তাকানোর সময় পাই না। যাঁরা উৎসাহী তাঁরা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, হয়তো নিজেদের শরীর ও মনের দিকে অল্প নজর দিলে তাঁরা সম্পূর্ণ নতুন ও বিস্ময়কর এক জগৎ আবিষ্কার করতে পারেন। আমরা নিজেরাই ঠিক জানি না, কী আমাদের সত্যিকারের তৃপ্তি দেয়, কী আমাদের মনের গবীর গোপন অভিলাষ। কাজের সংসারের হাজার ব্যস্ততার মধ্যে টঃ যা আমরা সহজেই হারিয়ে যেতে দিয়েছি তার পুনরুদ্ধার হতে পারে, এই দুর্দিনের সবচেয়ে বড় উপহার। আছে বই, আছে গান, আছে অসবর, আছে মনন, আছে সবকিছু ছেড়ে, এমনকী, সবাইকে ছেড়ে নিজের মুখোমুখি হওয়ার , নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করার অলৌকিক, অবিস্মরণীয় অনুভূতি।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার আগরতলায় আশা কর্মীদের ধর্ণা ও রেলি কর্মসূচি। ছবি নিজস্ব।

আমায় আঘাত করলে মা-বোনেরা হাতা-খুন্তি নিয়ে জবাব দেবে , দাবি মমতার

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি. স.) : "আমি যদি ভাঙা পায়ে লড়তে পারি, তা হলে তোমরা কেন লড়তে পারবে না? আমাকে আঘাত করলে আমার বাংলার মা-বোনেরা হাতা-খুন্তি নিয়ে পাল্টা জবাব দেবে"।

নন্দীগ্রামে আহত হওয়ার ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার পুরুলিয়ার ঝালদায় তৃণমূল কর্মীদের এই বার্তা দেন। তিনি বলেন, "১০ তারিখ একটি ঘটনায় সারা শরীরে চোট লাগে, কিন্তু মানুষের যন্ত্রণা আমার থেকে আরও বেশি। তাই প্রচারে আসছি। কংগ্রেস-সিপিএম এখানে বিজেপি-র দালালি করে, আপনাদের ভোট লুঠ করতে দেবেন না।"

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নন্দীগ্রামে দুর্ঘটনার পর সোমবার তাঁর প্রথম জেলা সফরে দলীয় প্রার্থীর প্রচারে গিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন। এরই সঙ্গে পুরুলিয়ারতে গিয়ে রাজ্য সরকারের গত দশ বছরের উন্নয়নের কথাই জানান। তিনি জানান "বাংলায় সব ধর্মের মানুষ একসঙ্গে থাকেন, অধিবাসীদের জমির অধিকারে আমরা আইন করেছি পুরুলিয়ায়, ঘরে ঘরে জল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি, জয় জওহর, জয় বাংলা করেছি, কর্মতীর্থ করেছি, মাটি সৃষ্টি করেছি, পুরুলিয়ায় শিল্প হচ্ছে, কোনও ছেলে-মেয়েকে আর বাইরে যেতে হবে না। বিজেপি কেন্দ্রীয় সংস্থা বিক্রি করে টাকা কামাচ্ছে, সেই টাকা ওরা নির্বাচনে খরচ করছে, টাকা দিয়ে ভোট কিনতে চাইছে বিজেপি, এত টাকা কোথায় পেল বিজেপি? নোটবন্দি করে টাকা কামিয়েছে বিজেপি। বিনামূল্যে গ্যাস দিচ্ছে আর গ্যাসের দাম বাড়াচ্ছে।"

এদিন হুইল চিয়ারে বসেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা জানান, ""অভিমান করে ঘরে বসে থাকবেন না, বিজেপি-র বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়াই করুন, বাংলা থেকে আমরা বিজেপি হঠাও-এর ডাক দিয়েছি, বিজেপি সারা দেশে স্বেচ্ছাচারিতা চালাচ্ছে, মানুষের কণ্ঠরোধ করছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরাতে ভাড়া দেয়নি কেন্দ্র। আমরা পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে থেকেছি, ৩০০ ট্রেনের ভাড়া দিয়েছে রাজ্য। বিজেপি-র কান্নায় ভুলবেন না, এখানকার সাংসদ কিছু করেছেন এলাকার জন্য? সব কাজ যদি মমতা দিদি করে, তা হলে খাল কেটে কুমির এনে কী লাভ ? পুরুলিয়ায় ৬৪ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ, এখানে বিপুল টাকা বিনিয়োগ হবে, কারও বাইরে কাজে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি সকলকে ফিরিয়ে আনব।"

তৃণমূল ছাড়লেন দু'বারের বিধায়ক দেবশ্রী রায়

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি. স.) : ভোটের মুখে দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন অভিনেত্রী তথা বিধায়ক দেবশ্রী রায়। সোমবারই সেই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন তিনি। দলের পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে সুব্রত বক্সিকে চিঠি দিয়েছেন তিনি। এর আগেই তাঁর বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জল্পনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যোগ দেননি তিনি। তবে তিনি এবার পদ্ম শিবিরে যাওয়ার কথা ভাবছেন কিনা, তা এখনও জানা যায়নি। চিঠিতে অবশ্য কোনও ক্ষোভের কথা জানাননি তিনি। তিনি লিখেছেন, দলে তাঁর কোনও পদ না থাকায় আলাদাভাবে পদত্যাগের কোনও প্রয়োজন নেই। তবে দলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা জানিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে ১০ বছর মানুষের জন্য কাজ করা সুযোগ দেওয়ায় দলকে ধন্যবাদ দিয়েছেন তিনি।

আইকোর মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের হাজিরা নিয়ে ধন্দ

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি. স.) : আইকোর মামলায় সিবিআইয়ের হাজিরা এড়ানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। যদিও এই অভিযোগ উড়িয়ে দাবি করেছেন, তিনি এখনও কোনও নোটিসই পাননি।

গত শুক্রবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি পাঠানো হয় সিবিআইয়ের তরফে। সূত্রের খবর, সোমবারই কলকাতায় সিবিআইয়ের সদর দফতরে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। আইকোর মামলার তদন্তে নেমে অনুকূল মাইতিকে জেরা করে একাধিক তথ্য পেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই পার্থবাবুকে জেরা করার কথা ছিল। কিন্তু তিনি আজ যান নি বলেই জানা গিয়েছে।

এবিষয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তিনি এখনও কোনও নোটিস হাতে পাননি। পেলে অবশ্যই উত্তর দেবেন। তবে তৃণমূলের মহিসচিবের হাজিরার তারিখ নিয়েও জটিলতা রয়েছে। এদিকে সিবিআইয়ের তরফে জানানো হয়েছে, পার্থ চট্টোপাধ্যায় নোটিসের কোনও উত্তর দেননি। সেই কারণে ফের তাঁকে নোটিস পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

অন্যদিকে, সোমবারই সারদা মামলায় ইডির দপ্তরে হাজিরা দিলেন শিল্পী শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য। সূত্রের খবর, তাঁর কাছে আধার কার্ড ও আইটি রিটার্ন ফাইল চেয়েছেন তদন্তকারীরা।

প্যান্টোগ্রাফ ছিঁড়ে হাওড়ার দক্ষিণ-পূর্ব শাখায় ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল

হাওড়া, ১৫ মার্চ (হি. স.) : প্যান্টোগ্রাফ ছিঁড়ে যাওয়ায় হাওড়ার দক্ষিণ-পূর্ব শাখায় ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল। বাতিল করা হয়েছে বেশ কিছু লোকাল ও দূরপাল্লার ট্রেন। সপ্তাহের শুরুতে এই ঘটনায় চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার নিত্যযাত্রীরা। জানা গিয়েছে, সোমবার বেলা ১০ টা নাগাদ প্যান্টোগ্রাফ ছিঁড়ে যাওয়ায় হাওড়ার স্টেশনে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে পড়ে ফলকনামা এক্সপ্রেস। ওই ট্রেনটি সরানো হলেও এই ঘটনার জেরে ২১, ২২ ও ২৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে বন্ধ হয়ে যায় ট্রেন চলাচল। অন্য প্ল্যাটফর্মে ট্রেন চলাচল করলেও তা স্বাভাবিকের থেকে বেশ অনেকটা দেরিতে চলছে। রেল সূত্রে খবর, দুটি পাঁশকুড়া লোকাল-সহ আরও বেশ কয়েকটি ট্রেন ইতিমধ্যেই বাতিল করা হয়েছে। বেশ কিছু ট্রেনকে সাঁতরাগাছি থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই প্যান্টোগ্রাফ সারাইয়ের কাজ শুরু করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে রয়েছেন রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। মনে করা হচ্ছে, অতি শীঘ্রই স্বাভাবিক হয়ে যাবে রেল পরিষেবা।

মহারাষ্ট্রে ঊর্ধমুখী সংক্রমণ বাড়ছে মৃত্যুর হারও

মুম্বই, ১৫ মার্চ (হি. স.) : মহারাষ্ট্রে ঊর্ধমুখী করোনা সংক্রমণ। একাধিক জেলায় লকডাউন জারি করলেও কিছুতেই বাগে আসছে না করোনা সংক্রমণ। গত ২৪ ঘন্টায় ঠাকরের রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৬ হাজার ৬২০ জন। চলতি বছরে এটিই সর্বোচ্চ আক্রান্তের সংখ্যা।

গত ২৪ ঘন্টায় মহারাষ্ট্রেই করোনা সংক্রমণের কারণে মৃত্যু হয়েছে ৫০ জনের। এই নিয়ে রাজ্যে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫২ হাজার ৮৬১-তে পৌঁছল। বর্তমানে রাজ্যে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ২৬ হাজার ২৩১। সংক্রমণের সন্দেহে আপাতত হোম কোয়ারান্টিনে রয়েছেন ৫ লাখ ৮৩ হাজার ৭১৩ জন, প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারান্টিনে রয়েছেন ৫ হাজার ৪৯৩ জন। জেলা ভিত্তিক সংক্রমণের খতিয়ানে গত ২৪ ঘণ্টায় বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৩৬৭৬ জন। নাসিকে আক্রান্ত হয়েছেন ২৭৭৬ জন ও পুণেতে ৩৬০৯ জন। আজ থেকে আগামী এক সপ্তাহের জন্য সম্পূর্ণ লকডাউন জারি করা হয়েছে নাগপুরে। সেখানে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১৮৬০ জন। ইতিমধ্যেই মাস্ক না পরার জন্য জরিমানাও ধার্য করা হয়েছে।

ভোটে পুরুলিয়ায় বিজেপি-র শক্ত জমিকে গুরুত্ব দিতে চায় না তৃণমূল

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি. স.) : বিধানসভা ভোটে পুরুলিয়া থেকে ভালো ফল করতে চায় রাজ্যের শাসক দল। তাই পরপর দু'দিন তৃণমূল কংগ্রেস মেগা শো করতে চায় জঙ্গলমহলের এই জেলা থেকে।

সোমবার বাঘমুন্ডি ও বলরামপুর দুই জায়গায় সভা করছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর মঙ্গলবার এখানে সভা করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরুলিয়া জেলার ৯ আসনের মধ্যে ৪ বিধানসভা আসনে নতুন মুখ নিয়ে এসেছে তৃণমূল কংগ্রেস। জঙ্গলমহলের পাশাপাশি দুই জেলার জেলা পরিষদের দুই সভাধিপতি সহ চার পদাধিকারীকেও বিধানসভা ভোটে প্রার্থী করেছে দল। পুরুলিয়া কেন্দ্রে সভাধিপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়কেই প্রার্থী করা হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, লোকসভা ভোটে পুরুলিয়ায় ভরাডুবির পর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে দলের কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করে ফের দলের কাজে নামানোর চেষ্টা চালিয়েছিলেন সুজয়বাবু। সম্প্রতি পুরুলিয়া শহরে দলের কিছু কর্মসূচিতে তাঁর সক্রিয়তা দেখেই তাঁর নাম এই কেন্দ্রের জন্য বিবেচিত হয়েছে। যদিও পুরুলিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের নেতৃত্বের একাংশ সুজয়বাবুকে প্রার্থী করা যাবে না বলে প্রকাশ্যে দাবিও জানিয়েছিল। এই বিষয়ে সুজয়বাবু জানিয়েছেন, 'পুরুলিয়া উদ্ধারের জন্য দলের প্রতিটি কর্মীকে নিয়ে নির্বাচনে ঝাঁপাব।' পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডিতেও প্রার্থী করা হয়েছে দলের জেলা যুব সভাপতি সুশান্ত মাহাতোকে। জেলা কংগ্রেস সভাপতি নেপাল মাহাতোর গড় বলে পরিচিত এই কেন্দ্র এবার ছিনিয়ে আনবেন বলে দাবি করছে তৃণমূলের সুশান্ত।

এদিকে জয়পুরে প্রার্থী করা হয়েছে আড়শা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি উজ্জ্বল কুমারকে। বিদায়ী বিধায়কের হয়ে এলাকায় সাংগঠনিক কাজ করেছেন। তিনিও নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি। যদিও সম্প্রতি হাইকোর্ট জানিয়েছে মনোনয়ন পত্রে কিছু ভুল থাকায় এই নির্বাচনে তিনি লড়তে পারবেন না। অন্যদিকে রঘুনাথপুরের প্রার্থী হয়েছেন ছাত্রাবস্থায় টিএমসিপির সক্রিয় নেতা হাজারি বাউরি। এখন দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক, প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক। দলের একটি সূত্রের দাবি, বিভিন্ন কেন্দ্রে দরকার হয়ে পড়েছিল নতুন মুখ। যাদের ওপর ভরসা করে পুরুলিয়াকে পুনরুদ্ধার করতে পারবে ঘাস তৃণমূল শিবির। আজ সেই নতুন প্রজন্মকে সামনে রেখেই বার্তা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কয়লাকাণ্ডে সিবিআই দফতরে তলব অভিষেকের দুই আত্মীয়কে

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি. স.) : সোমবার ১৫ মার্চই নিজাম প্যালেসে সিবিআইয় হাজিরা দিতে বলেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্যালিকার স্বামী ও শ্যালিকার শ্বশুরকে। অন্যদিকে সারদাকাণ্ডে ইডি তলব করেছে তৃণমূল ঘনিষ্ঠ শিল্পী শুভাপ্রসন্নকে। কয়লা পাচারকাণ্ডের কিছুদিন আগেই তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায় নারুলা ও শ্যালিকা মেনকা গম্ভীরকে নোটিস পাঠায় সিবিআই। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়। মূলত তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের লেনদেন নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা ছিল তদন্তকারীদের। এরপরই গত ১২ মার্চ মেনকার স্বামী অঙ্কুশ আরোরা ও তাঁর শ্বশুর পবন আরোরাকে নোটিস পাঠায় সিবিআই। ১৫ মার্চ তাঁদের সিবিআই দফতরে হাজির হতে বলা হয়। সূত্রের খবর, মেনকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুরোপুরি সন্তুষ্ট নয় তদন্তকারীরা। বিস্তারিত আরও কিছু তথ্য জানতে চায় তারা। সে সূত্র ধরেই মেনকার স্বামী ও শ্বশুরকে এদিন তলব করেছে সিবিআই।

আমাদের বাঁচার জন্যই জেতাতে হবে বিজেপি-কে : দেবতনু ভট্টাচার্য

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি স)। নথিপত্র সব আসানসোলের বাড়িতে। মনোনয়নপত্র পেশের জন্য এসব তো লাগবে! সোমবারই 'হিন্দু সংহতি'-র সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য তাই কলকাতা থেকে গেলেন আসানসোলে। পরিকল্পনা ঠিক থাকলে মঙ্গলবার মনোনয়ন পেশ করে পুরোদস্তুর নেমে যাবেন প্রচারে।

জীবনে এই প্রথম ভোটে লড়া। বিজেপি ওঁকে প্রার্থী করেছে আমতা বিধানসভা কেন্দ্রে। বিজেপি-র পক্ষে শক্ত আসন। ২০১৬-তে জিতেছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী। '১৯-এর লোকসভা ভোটে বিজেপি-র চেয়ে এগিয়েছিল তৃণমূল। কিন্তু দেবতনুবাবুর আশা, এবার এই আসনে জিতবে বিজেপি।

বিশ্বাসের ভিত্তিটা কোথায়? দেবতনুবাবুর বক্তব্য, "দেখুন, 'হিন্দু সংহতি'-র ভিত্তিটা ভাল। এতে প্রচারে সুবিধা হবে। আর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল জিতেছিল মুস্লিমদের ভোটে। এবার ওদের ভোটের একটা বড় অংশ যাবে জোটপ্রার্থীর পক্ষে। তৃণমূল হবে তৃতীয়।

জন্ম, স্কুল-কলেজ সবই আসানসোলে। বিজ্ঞানে স্নাতক হওয়ার পর আরএসএস-এর প্রচারক হিসাবে যোগ দেন। প্রায় দেড় দশক সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের পর ২০১৩-তে যোগ দেন 'হিন্দু সংহতি'-তে। '১৭ থেকে এর সভাপতি। "আব্বাসদের উদ্ভব ও বিবর্তনের কাহিনী শুনিয়ে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বললেন, "এদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত হাত মেলাল বাম-কংগ্রেস। সর্বনাশ হয়ে যাবে। হিন্দুরা বুঝতে পারছে না, কোন দিকে যাচ্ছে এই রাজ্য। সর্বনাশ হয়ে যাবে! আমাদের বাঁচার জন্যই জেতাতে হবে বিজেপি-কে।"

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি হলেন যশবন্ত সিনহা

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি. স.) : যশবন্ত সিনহাকে দলের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি ও দলের জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য হিসাবে নিয়োগ করলো তৃণমূল। যুক্ত করে নেওয়া হয়েছে দলের জাতীয় ওয়ার্কিং কমিটিতেও। সোমবার দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বক্সি প্রেস বিবৃতি দিয়ে বিবৃতি দিয়ে এই ঘোষণা করেছে।

সূত্রের খবর যশবন্ত সিনহা মোদীর অর্থনীতির ভুলত্রুটি তুলে ধরার পাশাপাশি মমতার নিজস্ব অর্থনীতিও তুলে ধরবেন জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে। কীভাবে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সবুজসাথী, খাদ্যসাথী, সবুজশ্রী, ঐক্যশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, জয় জোহর, বাংলার আর্থসামাজিক স্তরে উন্নয়ন ঘটিয়ে দিয়েছে, কীভাবে মমতার সরকার বাংলার অর্থনীতি করোনার মধ্যেও মজবুত করে রাখতে পেরেছে, কীভাবে বাংলায় মানুষের আয় বাড়ানো হয়েছে, কীভাবে মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে উঠে এসেছে বাংলা এসবই তুলে ধরবেন যশবন্ত সিনহা। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান আর বিজেপি নেতাদের দাবির মধ্যে কেমন ভাবে আকাশপাতাল তফাত আছে তাও তুলে ধরবেন যশবন্ত সিনহা। প্রসঙ্গত, শনিবার তৃণমূল ভবনে এসে দলীয় পতাকা হাতে তুলে আনুষ্ঠানিকভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে যোগ দিয়েছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী যশবন্ত সিনহা।

পাখির চোখ একটাই, লক্ষ্য সোনার বাংলা : ইন্দ্রনীল খাঁ

।। অশোক সেনগুপ্ত।। কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি. স.) : সম্পন্ন পরিবারের ছেলে। সাউথ পয়েন্ট আর ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তনী। স্বচ্ছ ভাবমূর্তি। প্রার্থী হওয়ার বিচারে এ সবের চেয়েও বোধ হয় বেশি প্রাধান্য পেয়েছে আদর্শ আর নিষ্ঠা। বিজেপি এবার তাঁকে, মানে ইন্দ্রনীল খাঁ-কে প্রার্থী করেছে কসবার মত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে।

ছাত্রাবস্থায় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদে ছিলেন ৮ বছর। ওই সংগঠনের রাজ্য সহ সভাপতি এবং জাতীয় কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন। তবে, বড় নির্বাচনে এই প্রথম প্রার্থী হলেন। পেশায় চিকিৎসক, ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ। 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বললেন, "৩৪ বছরের বাম শাসনে এ রাজ্যের দ্রুত অধোগতি হয়েছে। এর পর প্রায় এক দশক কেবল ভাঁওতাবাজি। শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্র বেহাল। আমাদের পাখির চোখ একটাই, লক্ষ্য সোনার বাংলা"।

২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের মন্ত্রী তথা বরিষ্ঠ তৃণমূল নেতা কসবায় জেতেন। দ্বিতীয় হন সিপিএমের নবীন সম্ভাবনাময় শতরূপ ঘোষ। ওঁদের তুলনায় বিজেপি-র ভোট ছিল অনেকটাই কম। এবারেও ওই কেন্দ্রে ওঁরা দু'জন ওই দু'দলের প্রার্থী। এই সব হিসেবে অবশ্য মাথা দিতে চাননা ইন্দ্রনীল। এই প্রতিবেদককে সাফ জানালেন, "ওই সব অঙ্ক কষে লাভ নেই। এবার পরিস্থিতি অন্যরকম। বিজেপি জিতবে।"

সোমবার থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে ইন্দ্রনীলের প্রাথমিক কাজ। কসবার ভোট ১০ এপ্রিল। আগামীকাল সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবে। বুধবার ওঁর মনোনয়ন পেশের পরিকল্পনা।

প্রবল বিজেপি-বিরোধী বিধায়ক আজিজ খানের জার্সি বদল হয়েছেন মিত্রজোটের প্রার্থী, দ্বিধাবিভক্ত বিজেপি-প্রেমীরা

করিমগঞ্জ (অসম), ১৫ মার্চ (হি.স.) : দক্ষিণ করিমগঞ্জের প্রায় ৭০ হাজার হিন্দু ভোটারদের আবেগ নিয়ে দস্তুরমতো ছেলেখেলা করেছে বিজেপি। দলীয় অনুশাসন ভঙ্গের দায়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক কর্মকর্তা এভাবেই নিজেদের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। দক্ষিণ করিমগঞ্জে মৃতপ্রায় দলীয় সংগঠনকে চাঙ্গা করতে মণ্ডল স্তর থেকে বুথ স্তরের কর্মকর্তারা দিনরাত একাকার করে কাজ করেছেন। দলীয় কর্মী সমর্থকরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে সংগঠনকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। কিন্তু দক্ষিণ করিমগঞ্জের দলীয় কার্যকর্তা, মণ্ডল, বুথ সহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের এতদিনের কঠোর পরিশ্রমের কোনও মূল্যই দেয়নি দল।

আলগাপুরে যদি বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াইয়ের জন্য বিজেপি এবং অগপ উভয় দলের প্রার্থী দাঁড় করানো যায়, তা-হলে দক্ষিণে এই ফর্মুলা প্রয়োগ কেন করা হয়নি? এ-ধরনের প্রশ্নও অনেকে তুলছেন। আকারে ইঙ্গিতে দক্ষিণের সিংহভাগ দলীয় কার্যকর্তা এভাবেই নিজেদের ক্ষোভ ঝাড়ছেন। দলীয় টিকিট না দিয়ে দক্ষিণের বিজেপি সমর্থিত জনতাকে এক চরম বিভ্রাটে ফেলে দিয়েছে দল। জেলা স্তর থেকে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত একটি সংগঠনহীন দলকে মিত্রজোটের টিকিট প্রদান করে বিজেপি দক্ষিণ করিমগঞ্জে সংগঠনকে রীতিমতো ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। স্থানীয় কোনও কার্যকর্তা বা কর্মী সমর্থকদের মতামত না নিয়ে দক্ষিণ করিমগঞ্জ আসনে গণভিত্তিশূন্য অগপ-র মতো একটি দলের প্রার্থীকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রদেশ বিজেপির এহেন কাণ্ডে দক্ষিণের হিন্দু ভোটারদের মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হচ্ছে।

ভোটের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে ইভিএমে নোটা প্রয়োগের মাধ্যমে এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটার সম্ভাবনা ততই প্রবল উঠছে বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এআইইউডিএফের টিকিট-বঞ্চিত বিধায়ক জার্সি বদল করে হাতির পিঠে চড়েছেন। দলের এমন সিদ্ধান্তে বিজেপির চিরাচরিত হিন্দু ভোটাররা যে বেজায় ক্ষেপে রয়েছেন, তা তাঁদের কথাবার্তাতেই পরিষ্কার। তাঁরা বলছেন, যে জনপ্রতিনিধি গত পাঁচ বছরে তাঁর বিধায়ক তহবিলের ৫ কোটি টাকার মধ্যে এলাকার উন্নয়নে একটি টাকাও খরচ করতে পারেননি তাঁকে শরিক অগপর টিকিটে ভোটের ময়দানে নামিয়েছে বিজেপি। সমগ্র দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় দূরবীন লাগিয়ে খুঁজলেও বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের একটি কাজের নিদর্শন তো দূর, কোনও তথ্য ফলকও চোখে পড়বে না। এই বলেও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিজেপির পকেট ভোটাররা।

মিত্রজোটের প্রার্থী হিসাবে বিজেপির মণ্ডল সহ বুথ পর্যায়ের কর্মকর্তারা আজিজ আহমদের সঙ্গে মনোনয়ন দাখিল সহ প্রচার অভিযানে শামিল হলেও, মন থেকে তাঁরা মোটেই খুশি নন। অনেককে তো এমন কানাঘুঁষা করতেও শোনা যাচ্ছে, দলীয় প্রার্থী না থাকায় এবার দায়িত্ব অনেক কম। যেহেতু দল মিত্রজোটের প্রার্থী হিসাবে আজিজ আহমদ খানকে উপর থেকে চাপিয়ে দিয়েছে, তাই দলীয় অনুশাসন মেনে সঙ্গে থাকতে হচ্ছে। এর বেশি কিছু নয়। এবার হার-জিতে কোনও জবাবদিহি করতে হবে না।দক্ষিণ করিমগঞ্জের অনেক বিজেপি নেতা দলীয় সিদ্ধান্তে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। দলীয় অনুশাসন ভঙ্গের ভয়ে কেউ প্রকাশ্যে মুখ না খুললেও কিন্তু ভিতরে ভিতরে ক্ষোভের পারদ যে তরতর করে বেড়ে চলছে তা অবশ্য স্থানীয় নেতাদের কথাবার্তাতেই পরিষ্কার ধরা পড়ছে।

জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ধর্মঘট ডাকল কলকাতার অ্যাপ ক্যাব পরিষেবা

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি. স.) : জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ধর্মঘট ডাকল কলকাতার অ্যাপ ক্যাব পরিষেবা দেওয়ার সংগঠনগুলি। সোমবার পথে নামবে না কোনও অ্যাপ ক্যাব। যার ফলে সপ্তাহ শুরুতে অসুবিধায় সাধারণ মানুষ। মূলত জ্বালানি তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং তার সঙ্গে কমিশন বাড়ানোর দাবিতে এই প্রতিবাদ। এদিন সকাল ৫ টা থেকে সন্ধ্যা ৫ টা পর্যন্ত ধর্মঘট পালন করবে কলকাতার তিনটি বেসরকারি অ্যাপ ক্যাব অ্যাসোসিয়েশন। এই ধর্মঘটের ফলে পথে নামবে না কোনও ক্যাব। কলকাতায় চলবে না প্রায় ২৫ হাজার অ্যাপ ক্যাব। তবে মহিলা নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বিকেল ৫টা থেকে ভোর ৫ টা পর্যন্ত চলবে কিছু সখ্যক গাড়ি। এদিন নিজেদের মধ্যে এক বৈঠকে সংগঠনগুলি আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।

'দুঃসময়ে' স্বামী ঘরে ফিরুক চান রত্না চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি. স.) : রাজনৈতিক ভাবে আজ তাঁর স্বামী কার্যত দেউলিয়া হয়ে গিয়েছেন। অন্তত তাই মনে করেন রত্না চট্টোপাধ্যায়। তবু তিনি আজও চান, শোভন ফিরুন তাঁর নিজের সংসারে।

আর তাই শোভনকে নিয়ে যখনই মিডিয়া উঠেপড়ে লাগে তখন কোথাও একটা তৃপ্তির পাশাপাশি খারাপও লাগছে রত্নার। যতই হোক মানুষটা তো নিজের। তাঁকে জড়িয়ে ধরেই তো বাঁচা। তবে রত্না শোভনকে ঘরে ফেরাতে চাইলেও তৃণমূলের দরজা খুলছে না শোভনের জন্য।

শাখা-সিঁদুর, সাত পাকে বাঁধা এসব সনাতনী মনোভাবের অনেক উদাহরণ আছে। তাই আদালতে ডিভোর্সের মামলা চললেও আজও স্বামীর নামেই সিঁথিতে সিঁদুর দেন রত্না চট্টোপাধ্যায়। শোভন তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। তা তাঁকে ভেতর থেকে খুবই কষ্ট দিয়েছে। বেশ কিছু কটুকথাও কানে এসেছে। স্বামী তাঁকে মানসিক ভারসাম্যহীন বানাতেও কসুর করেননি। তবুও কোথাও গিয়ে থমকেছেন রত্নাও। আজও বিশ্বাস তাঁর রয়ে গিয়েছে সেই শাঁখা, সিঁদুর আর সাতপাকে বাঁধার সম্পর্কে।

গতকাল সন্ধ্যায় বিজেপি ছেড়েছেন শোভন। সঙ্গে তাঁর ছায়াসঙ্গী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ও। আর এই বৈশাখীকেই শোভনের জীবনের সব থেকে বড় বিপর্যয় বলে গোড়া থেকেই মনে করেন রত্না। আর শুধু রত্নাই নন, অনেকেই এখন মনে করছেন বৈশাখি কার্যত শোভনের জীবনে কালবৈশাখী ঝড় হয়েই এসেছেন তাঁর সব কিছু তছনছ করে দিতে। ঘরসংসার, কেরিয়ার, রাজনীতি সব কিছু তছনছ হচ্ছে এই এক মহিলার জন্য। শোভন কিন্তু এইসব মানতে নারাজ। তাঁর কাছে বৈশাখী "দুঃ সময়ের বন্ধু"। নিন্দুকেরা তো এ কথাও বলছেন, বৈশাখী কার্যত শোভনকে ব্যবহার করছেন তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত করতে। যদিও তা পূরণ হওয়ার কোনও লক্ষ্মণ দেখা যাচ্ছে না তবুও সমালোচকেরা মনে করছেন সেই অভিলাষ যেদিন পূর্ণ হবেন সেদিন ধাক্কা দিয়ে শোভনকে নিজের জীবন থেকে সরিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র কসুর করবেন না বৈশাখী। গতকাল সন্ধ্যার পর থেকে একটা প্রশ্ন উঠেছিল রাজ্য রাজনীতিতে। বিজেপি ছেড়ে শোভন-বৈশাখী কী এবার তৃণমূলে ফিরছেন? সেই প্রশ্নের উত্তরে

সৌগত রায় জানিয়ে দিয়েছেন, "ও যা করেছে তাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওকে আর নেবেন বলে মনে হয় না। "রত্না এই বিষয়ে জানিয়েছেন, "চাইলেই তো আর দলে ফেরা যাবে না। এই বিষয়ে মমতাদিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। চাইলেই যে দল টিকিট দেবে, তার কোনও মানে নেই। আমাদের তৃণমূলেও এবার অনেকে টিকিট পাননি। শোভনবাবু তো রাজনীতি নিয়ে ছেলেখেলা করছেন।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

মোটা হওয়ার ভয় ভুলুন নিশ্চিন্তে নিয়ন্ত্রণে খান ভাত

আজকাল আমরা অনেকেই দেখা যায় খাদ্যের তালিকায় বাদ দিয়ে দিই ভাত। তবে এটা একেবারেই খারাপ। হ্যাঁ, যে কোনো খাবার বেশি পরিমাণে খেলে তার প্রভাব শরীরে পড়বেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ভাতই দায়ী আপনার ওজন বাড়ার জন্যে। নতুন গবেষণা আমাদের এই ধারণায় জল ঢেলে দিয়েছে। নতুন গবেষণা বলছে মন ভরে ও পেট ভরে ভাত খেতে পারেন সকলেই। কারণ ভাতের যে গুণগুলি রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই আমাদের কাছে। এছাড়া আমাদের দেশের অর্ধেকের বেশি জনসংখ্যার পেট চলে এই কৃষিকাজে যেখানে ধান, গম চাষই মুখ্য। তাই সেই দেশে মূল খাবারে ভাত বাদ রাখাটাও একপ্রকার বিলাসিতাই বলা যায়।

১. কাজ করতে করতে খুব ক্লান্ত হয়ে গেলে ভাত আপনাকে যোগাবে শক্তি। এক বাটি ভাত খেতেই পারেন যারা ডায়েট করছেন তারাও। বিশেষ করে যাদের দিনের বেশিরভাগ সময় কাটে অফিসের কাজে বা বাড়ির কাজে, তাদের জন্যে এটা খুব পুষ্টিকর ও সুস্বাদু। এতে থাকা কার্বোহাইড্রেট শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মস্তিষ্কেরও একটানা কাজ করার ক্ষমতা চলে আসে। আরো পড়ুন-প্রাইমার-ফাউন্ডেশন-কনসিলার ছাড়ুন, বেস মেকআপ হবে একটাই প্রোডাক্টে

২.মাড়ির কার্যক্ষমতা বাড়াতে পারে ভাত। যেহেতু চিবিয়ে খেতে হয় তাই দাঁতের জোর বাড়ে। আবার দ্রুত হজম হয় বলে হজম ক্ষমতার উপর কোনো চাপ পড়ে না। সেই সঙ্গে টক্সিন বেরিয়ে যায় শরীর থেকে। কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দিতে পারে একবাটি ভাত ও শরীরকে আদ্রও রাখে।

৩. ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে ভাত। একবাটি ভাত খেলে শরীরের বাড়তি মেদ ঝরে যায়। এতে কোলেস্টেরল ও সোডিয়ামের মাত্রা কম থাকায় ওজন বাড়তে দেয় না। ফাইবার বেশি থাকায় ওবেসিটি নিয়ন্ত্রণে থাকে।

৪. ভাত খেলে ভালো থাকে হার্ট। রাইস ব্র্যান অয়েলও খুব ভালো কোলেস্টেরল ও ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে। তাই ডাক্তারেরাও আজকাল এই তেলেই রান্না করতে বলছেন। ডায়াবেটিস ও হাইপার টেনশনের যম এই ভাত। ব্লাড সুগার লেবেলও থাকে নিয়ন্ত্রণে। কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্য খুব ভালো থালে একবাটি ভাত প্রতিদিন খেলে।

স্বাস্থ্যকর ত্বকের জন্য ১০ টিপস

সুন্দর ত্বক পেতে হলে প্রথমেই আপনার ত্বকের ধরন নির্ধারণ করতে হবে। এটি ত্বকের যত্নের জন্য পণ্য নির্বাচন এবং ত্বকের অন্যান্য যত্নে সহায়তা করবে। মনে রাখবেন, আপনার ত্বক যদি শুষ্ক হয় তবে তৈলাক্ত কিংবা উভয় উপকরণের মিশ্রণ প্রয়োগ করতে হবে। অ্যালকালাইন পিএইচ ৭.৩ থাকার কারণে ত্বকের যে কোনো অবস্থার জন্য সবচেয়ে কার্যকর ও প্রাকৃতিক প্রতিষেধক হচ্ছে পানি। এটি ত্বকের পানিশূন্যতা ও শুষ্কতা রোধ করে। প্রতিদিন অন্তত ছয় থেকে আট গ্লাস পানি পান করা উচিত। আপনার সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ত্বককে উজ্জ্বল এবং দীপ্তিময় করতেও সাহায্য করবে। সঠিক বিশ্রামের জন্য প্রতিদিন ছয় থেকে আট ঘণ্টা বিশুদ্ধ ঘুম প্রয়োজন। এটি ত্বকে তারুণ্য ভাব আনার সেরা উপায়। এটি ঘুমের অভাবের কারণে হওয়া কালো দাগ দূর করতেও সাহায্য করবে। ত্বকের যত্নে প্রস্তুত বিভিন্ন পণ্য বা সুগন্ধীতে এমন কিছু উপাদান থাকে যা অ্যালার্জির কারণ হতে পারে। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে ত্বকে ব্রণ, ফুসকুড়ি ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। সুতরাং, এসব পণ্য সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। অতিরিক্ত মুখ ধোয়া এবং শক্ত করে স্ক্রাব ব্যবহার

মতো ত্বকের স্বাস্থ্যেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পুষ্টি। এ জন্য আপনাকে তাজা ফল, সবুজ পাতাযুক্ত সবজি এবং ফাইবার সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। তৈলাক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন এবং বাড়িতে রান্না খাবারের ওপর নির্ভর করুন। ত্বকের যত্নের ক্ষেত্রে যেসব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে সূর্যালোক এড়িয়ে যাওয়া তার মধ্যে অন্যতম। বাড়ির বাইরে যাওয়ার আগে উপযোগী কাপড় এবং শরীরের খোলা অংশে সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। নিয়মিত ব্যায়াম করলে তা কেবল শরীরের অক্সিজেন নিয়ন্ত্রণ করে শরীরকে ফিট রাখবে তা নয়, এটি আপনার করা যাবে না। এতে ত্বক এর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার জন্য প্রয়োজনীয় তেল থেকে বঞ্চিত হয়। হালকা ও বৃত্তাকারভাবে মুখ ধুতে হবে। এটি ত্বকে রক্ত প্রবাহ ঠিক রাখতে সহায়তা করে এবং প্রয়োজনীয় তেল মুঁছে যেতে দেয় না। উষ্ণ পানি দিয়ে বা ঝরনার গরম পানিতে মুখ ধোয়ার পর ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে যাতে ত্বকের জন্য প্রয়োজনীয় তৈলাক্ত ভাব বজায় থাকে। এটি ত্বকের আর্দতা রক্ষায় সাহায্য করে। স্বাস্থ্যকরা খাবার গ্রহণ, নিয়মিত ব্যায়াম এবং পর্যাপ্ত ঘুমসহ একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনধারা আপনাকে এনে দেবে সুস্থ ও উজ্জ্বল ত্বক।

শিশুকে কতক্ষণ মোবাইল ব্যবহার করতে দেয়া উচিত ?

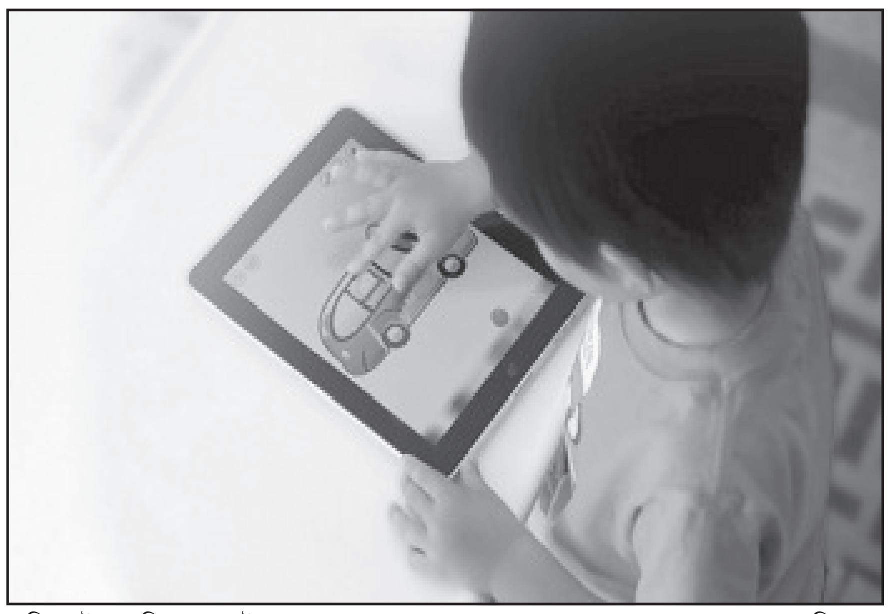

প্রযুক্তির এই যুগে শিশুরা মোবাইল ফোন হাতে দিয়ে কান্না থামান অনেকে বাবা-মা। তবে শিশুদের হাতে মোবাইল ফোন দিয়ে তা একসময় তার অভ্যাসে পরিণত নয়। মোবাইল না দিলে সে কান্না করে। অনেক শিশু মোবাইলে কার্টুন দেখা, গেমস খেলা ও গান শুনে থাকে। এছাড়া শিশু সন্তানের খাওয়ানোর কাজটা আমরা অনেকে মোবাইল হাতে দিয়ে করে থাকি। তবে শিশুদের সামলানোর জন্যে তার হাতে শুধু মোবাইল না স্মার্ট ফোন, ট্যাব বা ল্যাপটপ দেই আমরা। তবে কখনো ভেবে দেখেছেন কী? এই মোবাইল ফোন কী শিশুর জন্য ক্ষতিকর। বা শিশু কতক্ষণ পর্যন্ত মোবাইল ফোন ব্যবহার করবে বা এই মোবাইল ব্যবহারের পরিণতি শিশুর জন্য কী হতে পারে। জেনে রাখা ভালো শিশুদের এই মোবাইল ব্যবহার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। দুই বছর বয়সী প্রায় আড়াই হাজার শিশুর ওপর নজর রেখে শিশুদের স্মার্ট ফোন, ট্যাব বা ল্যাপটপ ব্যবহারের বিষয়ে কানাডায় বড় একটি গবেষণা চালানো হয়। গবেষণায় দেখা যায়, স্ক্রিন ব্যবহারের ফলে শিশুদের দক্ষতার বিকাশ, কথা বলতে শেখা এবং অন্যান্যদের সঙ্গে মেলামেশায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিশুর বয়স দেড় বছর না হলে তাকে স্ক্রিন ব্যবহার করতে দেয়া যাবে না। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, টেলিভিশন, কম্পিউটার, ফোন এবং ট্যাবলেটের মতো ডিভাইসে ভিডিও দেখা ও গেম খেলা। শুধু শিশু নয়, পাঁচ বছর ধরে মায়েদের ওপরেও জরিপ চালানো হয়েছে। এত দেখা যায়, শিশুদের স্ক্রিন ব্যবহারের কথা জানতে চাইলে মায়েরা জানায়, মায়েদের কাছে জনতে চাওয়া হয় কোন বয়সে শিশুদের আচরণ ও দক্ষতা কেমন ছিল। দেখা গেছে, দুই বছর বয়সী শিশুরা প্রতি সপ্তাহে গড়ে ১৭ ঘণ্টা, দিন বছর বয়সে সময় বেড়ে দাঁড়ায় সপ্তাহে ২৫ ঘণ্টা। বয়স যখন ৫ বছর তখন কমে হয় ১১ ঘণ্টা। কারণ এই সময় শিশুরা স্কুলে যেতে শুরু করে। গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায়, স্ক্রিন ব্যবহারে সময় বেড়ে যাওয়ায় শিশুদের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। গবেষকরা বলছেন, শিশুরা যে সময় স্কিনে তাকিয়ে থাকে ওই সময় যদি তারা কথা বলা ও শোনার দক্ষতা, দৌড়ানো, কোনো কিছু বেয়ে উপরে ওঠার মতো শারীরিক দক্ষতাও সে অর্জন করতে পারত। গবেষক ড় শেরি মেডিগ্যান বলছেন, শিশুরা যেন বেশি সময় স্কিনে ব্যয় না করে সেদিকে নজর দিতে হবে। বিশেষ করে এক বছরের শিশুরা বেশি সময় ধরে স্ক্রিন ব্যবহার করতে শুরু করে। শিশুদের স্ক্রিন ব্যবহারের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের শিশু বিশেষজ্ঞদের কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। নিচে পরামর্শগুলো তুলে ধরা হলো। ১. দেড় বছরের কম বয়সী শিশুদের স্ক্রিন ব্যবহার করতে দেবেন না। এছাড়া তাদের সঙ্গে ভিডিও চ্যাট করবেন না। ২. শিশুদের টিভি বা অন্য কোনো স্ক্রিনে মানসম্মত অনুষ্ঠান দেখতে দিন। ৩. স্ক্রিন যাতে ঘুমানোর কিম্বা খেলার সময় কেড়ে না নেয়। দুই থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের দিনে এক ঘণ্টার বেশি স্ক্রিন দেখতে দেবেন না।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে কী করবেন

যে কোনো ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া শরীরকে তখনই কাবু করতে পারে যখন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। জেনে নেওয়া যাক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়াতে কী করা যেতে পারে। রঙিন ফলমূল ও শাক-সবজি : শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে প্রয়োজন নানা উপাদান। শাক-সবজি, রঙিন ফলমূলে তার অনেকটাই পাওয়া যায়। প্রতিদিনের খাবারে তাই এসব রাখার চেষ্টা করুন। প্রয়োজনীয় টিকা দিন : আপনার সব প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া থাকতে হবে। প্রাপ্তবয়স্করা ভ্যাকসিন রিফ্রেশ করতে ভুলবেন না! বিশেষ করে ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, পোলিও, হেপাটাইটিস, মেনিনজাইটিস, হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং এমন অন্যান্য রোগের টিকা নিন। ভাইরাস পালিয়ে যাবে : বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, শরীরের পেশিগুলো নিয়মিত, অর্থাৎ সপ্তাহে তিন দিন জগিং, নর্ডিক ওয়াকিং বা হাঁটাহাঁটি ও ব্যায়াম করে ঠিক রাখলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। প্রয়োজন যথেষ্ট ঘুম : ঘুম শরীরকে শুধু বিশ্রামই দেয় না, গভীর ঘুমের মধ্যে শরীরে নিউরোট্রান্সমিটার ছড়িয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও সচল রাখে। চাই জীবনে 'আনন্দ' : সমীক্ষায় জানা যায়, শক্তিশালী প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য ভালো মন-মেজাজ এবং জীবনে আনন্দের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমরা নিজেরাও দেখে থাকি যে, তুলনামূলকভাবে হাসি-খুশি মানুষের অসুখ-বিসুখ কম হয়ে থাকে। মানসিক চাপ এড়িয়ে চলুন : বর্তমান বিশ্বে 'স্ট্রেস' বা মানসিক চাপ বহুল উচ্চারিত একটি শব্দ। তবে নেতিবাচক চাপ শরীরে কর্টিসোলের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তাই এ চাপ কমাতে শরীরের ব্যাটারিকে রিচার্জ করুন, অর্থাৎ নিয়মিত যোগব্যায়াম, মেডিটেশন বা এমন কিছু করুন। হাঁটুন : তাজা বাতাস এবং হাঁটা দুটোই শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। মুক্ত বাতাসে হাঁটার সময় শরীরে রক্ত সঞ্চালনও ঠিকভাবে হয়।

বিবস্ত্র হয়ে ঘুমালে হতে পারে যেসব সমস্যা

অনেকের অভ্যাস বিবস্ত্র হয়ে রাতে বিছানায় ঘুমাতে যাওয়া। জেনে রাখা ভালো রাতে বিবস্ত্র হয়ে ঘুমালে হতে পারে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা। সম্প্রতি এক রিপোর্ট অনুযায়ী গবেষকরা বলছেন, সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে না ঘুমানোই ভালো। আসুন জেনে নেই সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে ঘুমালে যেসব সমস্যা হতে পরেই কেবল রুম থেকে বের হতে পারবেন। ত্বকের ক্ষতি আপনার ত্বকের সঙ্গে মোটা কাপড়ের বিছানার চাদরের ঘঁষা লাগলে ত্বকের ক্ষতি হতে পারে। তার চেয়ে নরম নাইট-স্যুট পরে ঘুমানোই ভালো। শরীরের ঘাম আমরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও ঘামতে থাকি। তাই হালকা কাপড়ের নাইট-ড্রেস

পারে আপনার। পিপাসা বা ক্ষুধা পেলে রাতে আপনার পানি পিপাসা বা কোনো কারণে ক্ষুধা পেল, তখন আবার জামা-কাপড় পরলে সেই ঘাম শরীরে বসে না। কাপড়ই শুষে নিতে পারে। ঘুমের ঘোরে মৃত্যু আমাদের অনেকেরই ঘুমের ঘোরে মৃত্যু হতে পারে। বিবস্ত্র অবস্থায় কারো মৃত্যু হলে পরিবারের লোকজন বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে পারে বা ভুল ধারণা পোষণ করতে পারে। আকর্ষণ দাম্পত্য জীবনে বিবস্ত্র হয়ে ঘুমালে স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের প্রতি আকর্ষণ কমে যেতে পারে। গোপনীয় বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ রেখে দেওয়াই ভালো। ভূমিকম্প বা অগ্নিকাণ্ড ঘরের মধ্যে হঠাৎ ভূমিকম্প বা অগ্নিকাণ্ডের মতো বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলে কাপড় পরার সময় না-ও থাকতে পারে। ফলে এমন অবস্থায় জনসমক্ষে এলে লজ্জা পেতে হবে। ঘরে চোর প্রবেশ করলে আপনি বিবস্ত্র হয়ে ঘুমাচ্ছেন, এমন সময় যদি বাড়িতে চোর প্রবেশ করে। তখন নগ্ন অবস্থায় তো আর তাকে তাড়াতে যেতে পারবেন না। প্রতিবেশি রাতে কোনো জরুরি প্রয়োজনে আপনার প্রতিবেশি দরজা নক করছে। প্রতিবেশি আসার পরে যদি ঘুমের ঘোরে বিবস্ত্র অবস্থায় দরজা খুলবেন কী করে? তাতে তো অঘটনের সম্ভাবনা রয়েছে।

সুপার ব্লু ব্লাড মুন দেখা যাবে আজ

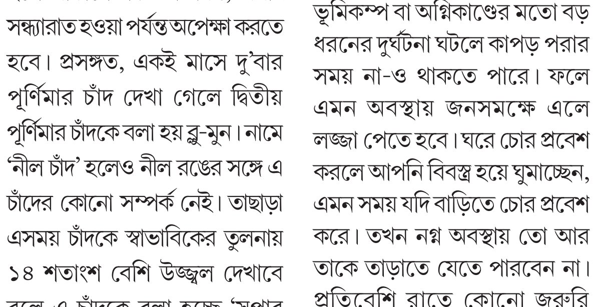

আজ রাতটা হবে অন্যরকম। মানুষ প্রতীক্ষা করছে এক বিরল মহাজাগতিক দৃশ্য উপভোগের জন্য। এক অপার্থিব অভিজ্ঞতার সাক্ষী হবে গোটা বিশ্ব। রাতের আকাশে একই সঙ্গে আজ দেখা যাবে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ, সুপার মুন ও ব্লু-মুন। অবলোকন করা যাবে রক্তিম চাঁদ। শেষবার এমনটা ঘটেছিল ১৫২ বছর আগে। জ্যোতির্বিদরা এ বিরল ঘটনার নাম দিয়েছেন 'সুপার ব্লু ব্লাড মুন এক্লিপস'। উত্তর আমেরিকা, এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, রাশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া অঞ্চল থেকে দেখা যাবে এ অত্যাশ্চর্য দৃশ্য। চন্দ্রগ্রহণ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বিকাল ৪টা ৫১ মিনিটে, চলবে রাত ১০টা ৮ মিনিট পর্যন্ত। তবে বাংলাদেশ থেকে এ চন্দ্রগ্রহণ দেখতে হলে আকাশে চাঁদ ওঠা পর্যন্ত, অর্থাৎ সন্ধ্যারাত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। প্রসঙ্গত, একই মাসে দু'বার পূর্ণিমার চাঁদ দেখা গেলে দ্বিতীয় পূর্ণিমার চাঁদকে বলা হয় ব্লু-মুন। নামে 'নীল চাঁদ' হলেও নীল রঙের সঙ্গে এ চাঁদের কোনো সম্পর্ক নেই। তাছাড়া এসময় চাঁদকে স্বাভাবিকের তুলনায় ১৪ শতাংশ বেশি উজ্জ্বল দেখাবে বলে এ চাঁদকে বলা হচ্ছে 'সুপার মুন'। চন্দ্রগ্রহণের সময় একই সঙ্গে দেখা যাবে 'ব্লাড মুন'ও। পৃথিবীর ছায়ায় অবস্থানের কারণে চাঁদ রক্তিম বা রক্তরঙা হয়ে ওঠে।

যৌবন ধরে রাখার এক ডজন টিপস

আপনি হয়তো আপনার বয়স বেড়ে যাওয়া নিয়ে চিন্তিত, অথবা চাইছেন যৌবন আরো বেশ কিছুদিন ধরে রাখতে। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চেহারায় আসা পরিবর্তনগুলোকে আটকানো তো মুখের কথা নয়। তার জন্য প্রয়োজন নিয়ম মেনে কিছু রুটিন ফলো করা। তাহলে ৪০-এ আপনাকে হয়তো কুড়ির মতো লাগবে না, তবে অকালে বুড়িয়ে যাওয়াও আপনাকে গ্রাস করতে পারবে না। ১. যৌবন ধরে রাখার মূল মন্ত্রই হল সুস্থ, নির্মেদ শরীর। আর এজন্য হাঁটার কোনও বিকল্প নেই। প্রতিদিন অন্তত আধঘণ্টা করে হাঁটুন। মোবাইলে গান শুনতে শুনতে হাঁটা নয়, ঘড়ি ধরে একেবারে ব্রিস্ক ওয়াকিং। ফলে শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভালো হবে, হার্ট ভালো থাকবে। নিয়ন্ত্রণে থাকবে হার্টের রোগ, ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল, প্রেসারের মতো সমস্যা। ফলে আপনাকেও লাগবে ঝরঝরে। ২. প্রতিদিনের ডায়েটে অন্তত একটা করে মৌসুমী ফল রাখুন। তবে রোজ যদি আম, কলা, আনারস, কাঁঠাল খেতে থাকেন, তাহলে ওজন বেড়ে আপনাকে বয়সের থেকে আরও দশ বছর বেশি বয়স্ক লাগবে। তাছাড়া ফল পুষ্টিগুণেও ভরপুর। ফলে থাকা ফাইবার, ভিটামিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা শরীরে পুষ্টি যোগায় ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। আর আপনাকে রাখে তরতাজা। ৩) দৈনন্দিন ডায়েট থেকে সবুজ শাকসবজি বাদ দিলে কিন্তু চলবে না। সবজি খেলে মানসিক উন্নতিসহ শারীরিক উন্নতিও হয়। মানুষ আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মোটের উপর সার্বিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে। ৪. ওজন কমাতে গিয়ে বা স্রেফ ইচ্ছে করছে না বলে ব্রেকফাস্ট কখনো বাদ দেবেন না। তাহলে কিন্তু শরীরের মেটাবলিজম সিস্টেমের গোলমাল হয়ে বেশি করে খিদে পেতে থাকে। আর বারে বারে খেতে খেতে আখেড়ে আমরা নিজের ক্ষতিই ডেকে আনি। ৫. যৌবন ধরে রাখতে হলে মিষ্টি জাতীয় খাবার যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। চকোলেট, পেস্ট্রি, ব্রাউনি, আইসক্রিমের মত খাবারে প্রচুর কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট থাকে যা শরীরে ডায়াবেটিস এবং কোলেস্টেরল বাড়ায়। তাই এগুলো যতটা সম্ভব কম খান। তা বলে ডায়েট থেকে চিনি পুরোপুরি ছেঁটে ফেলবেন না। অল্প হলেও নিয়মিত খান। তাহলে শরীরের এনার্জি লেভেল ঠিক থাকবে। শরীর-মনজুড়ে স্বতঃস্ফূর্ততার অনুভূতি থাকবে। ৬. বয়স বাড়ার প্রথম লক্ষণটাই দেখা যায় আমাদের ত্বকে। চামড়া কুঁচকে যাওয়া, নির্জীব হওয়ার মতো ত্বকের সমস্যাগুলো শুরু হয় ৩৫-এর পর থেকেই। তাই বয়স ৩০ হলেই নিয়ম করে ত্বকের যত্ন নিন। ক্লিনজিং, টোনিং, ময়েশ্চারাইজিং রোজ করুন নিয়ম করে। আর ৩০ এর পর থেকে ব্যবহার করুন অ্যান্টি এজিং ক্রিম। মাসে অন্তত দুবার ফেস ম্যাসাজ করান। তবে খুব প্রয়োজন না হলে ফেসিয়াল করবেন না। দিনের বেলা সূর্যের আলো যেন সরাসরি ত্বকে না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখুন। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে ত্বক রক্ষা করার জন্য এসপিএফ ৩০ বা এর বেশি উপাদান সমৃদ্ধ সানস্ক্রিন ক্রিম ব্যবহার করা জরুরি। ৭. শরীরের অতিরিক্ত ওজন ঝরিয়ে ফেলুন। অতিরিক্ত ওজন খুব দ্রুত মানুষকে বুড়িয়ে দেয়। এমনকি কমিয়ে দেয় আত্মবিশ্বাসও। নিয়মিত ব্যায়াম ও খাবার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অতিরিক্ত ওজন কমিয়ে ফেললে যৌবন ধরে রাখা সম্ভব। তা বলে একেবারে খাওয়া বন্ধ করেল কিন্তু হিতে বিপরীত হবে। শরীরের যাবতীয় গ্ল্যামার শেষ হয়ে, আপনার চেহারায় নেমে আসবে অকাল বার্ধক্য। ৮. সুস্থ দীর্ঘজীবন পেতে এবং যৌবন ধরে রাখতে সকালে খানিকক্ষণ সূর্যালোকে থাকুন। সূর্যের আলোতে আছে ভিটামিন ডি যা হাড়কে মজবুত করে। এবং সঙ্গে মানসিক চাপ ও অবসন্নতাও কমিয়ে দেয়। ৯. চেষ্টা করুন প্রতিদিন সাত থেকে আট ঘণ্টা ঘুমোতে। সঙ্গে হাল্কা ব্যায়ামের অভ্যেস রাখতে পারলে উপকৃত হবেন আপনিই। ১০. অ্যালকোহল, সিগারেট বা কোনও নেশার দ্রব্য বর্জন করুন। ১১. এড়িয়ে চলুন স্ট্রেস। স্ট্রেসও খুব তাড়াতাড়ি চেহারায় বয়সের ছাপ ফেলে। ১২. প্রয়োজন আনুন মানসিকতায়। বয়স যে আদতে বাড়ছে, এই সত্যিটা মেনে নিন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে পাল্টান। যা আপনার সাধ্যের মধ্যে রয়েছে, তা নিয়েই খুশি থাকার চেষ্টা করুন। অতিরিক্ত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জীবন থেকে একেবারে ছেঁটে ফেলুন। আপনি ভালো থাকবেন, চারপাশের সবাইকে ভালো রাখতে পারবেন।

সোমবার বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণের জন্মদিন উপলক্ষে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

এনআরসি- সিএএ এবার ভোটে নকালিগঞ্জ বিধানসভায় মূল ইস্যু

নদিয়া, ১৫ মার্চ (হি. স.) : সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ও জাতীয় নাগরিকপঞ্জি এবার বিধানসভা নির্বাচনে নদিয়ার কালিগঞ্জ বিধানসভায় মূল চর্চার বিষয়। এনআরসি ও সিএএ বিরোধিতা ও উন্নয়নকে তুলে ধরে এই বিধানসভায় লোকসভা ভোটের চেয়ে মার্জিন বাড়াতে চায় শাসকদল।

ইতিমধ্যে তৃণমূল প্রার্থী নাসিরউদ্দিন আহমেদ ওরফে (লাল) বাড়ি বাড়ি প্রচার শুরু করেছেন। পঞ্চায়েত ও বুথ স্তরের কর্মীদের নিয়ে বৈঠকও করেছেন। যদিও এই দুই বিষয় নিয়ে এখন মুখ খুলতে নারাজ গেরুয়া শিবির। নদিয়ার উত্তরের চার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বিধানসভার মধ্যে কালিগঞ্জ অন্যতম। এখানে প্রায় ৬০ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটার রয়েছেন। ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের সময় তৃণমূল প্রার্থী নাসিরউদ্দীন সাহেব জয়ী হলেও গত বিধানসভায় মাত্র ১২০০ ভোটে কংগ্রেস প্রার্থী হাসানুজ্জামানের কাছে পরাজিত হন। যদিও পরবর্তী হাসানুজ্জামান তৃণমূলে যোগ দেন। স্বাভাবিকভাবেই গত লোকসভা নির্বাচনে প্রায় ৩৭ হাজার ভোটে এগিয়ে থাকে তৃণমূল।

শাসক দলের নেতাদের দাবি, এবার শাসকদলের জয় নিশ্চিত। এখন শুধু জয়ের মার্জিন বাড়ানোই লক্ষ্য। তাদের এই লক্ষ্য পূরণে এনআরসি ও সিএএ বিরোধিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। করোনার জেরে দেশে লকডাউন ঘোষণা হওয়ার আগে পর্যন্ত এই বিধানসভার অন্তর্গত পলাশী ফুলবাগান মোড়ে টানা ৬৬ দিন ধর্না কর্মসূচি চলেছিল। এখানকার নেতাজি সুভাষ ধর্না মঞ্চে

হিন্দু-মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। নাসিরউদ্দিন সাহেবও দু’’দিন ওই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এলাকার হাজার হাজার মানুষের আন্দোলনে প্রার্থীর উপস্থিতিও এবারের নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে বলেও ধর্না মঞ্চের সদস্য কামালউদ্দিন মনে করেন। মঞ্চের অন্যতম সদস্য পেশায় স্কুলশিক্ষক আশিস দাস বলেন, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ও নাগরিকপঞ্জি অপ্রোজনীয় সিদ্ধান্ত।

মূলত দেশবাসীর মধ্যেকার ধর্মীয় বিভাজনকে আরও বেশি প্রকট করে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করাই ওদের মূল লক্ষ্য। আমি এর তীব্র বিরোধিতা করছি। শিক্ষিত সচেতন মানুষও তার জবাব দেবে। এলাকার বাসিন্দা সায়ন মল্লিক বলেন, এনআরসি ও সিএএ বিরোধিতায় আন্দোলন চলাকালীন এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে বিভেদ তৈরি হয়েছিল। এনআরসি ও সিএএ প্রত্যাহার করা উচিত। গত বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী জয়ী হওয়ার সংযুক্ত মোর্চার তরফে কংগ্রেসই এই কেন্দ্রের প্রার্থী দেবে।

কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রার্থী ঘোষণা করেনি কংগ্রেস। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা হলেও দেবগ্রাম, মাটিয়ারী, গোবরা, জুরানপুর কিছুটা হলেও বিজেপির প্রভাব রয়েছে। তা শাসক-বিরোধী উভয়পক্ষই স্বীকার করছেন। তবে বিজেপি বিশেষ কিছু করতে পারবে বলে মনে করছেন না শাসকদল। তৃণমূল প্রার্থী নাসিরউদ্দিন সাহেব বলেন, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন এবং নাগরিকপঞ্জি নিয়ে তে হয়রানি হতে হবে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ জানেন। নতুন করে বিষয়টি মানুষের কাছে উপস্থাপন করার প্রয়োজন নেই। আমরা এখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের উন্নয়নকে সামনে রেখে প্রচারে এগিয়ে চলেছি।

পাল্টা কালিগঞ্জ বিধানসভার বিজেপির পর্যবেক্ষক নিলয় শাহা বলেন, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ও নাগরিকপঞ্জি নিয়ে তৃণমূল সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়েছে। মানুষ এখন তা বুঝতে পেরেছে। তাই তারা মনস্থির করে নিয়েছে যে, বিজেপিকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবেন। কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অসীম সাহা বলেন, দল বদলের কারণে তৃণমূলের প্রার্থীদের নিয়ে সব জায়গায় সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত। তাই মানুষ ঠিক করে নিয়েছে বিকল্প হিসেবে জোটের প্রার্থীকেই এবার ভোট দেবেন।

বরাকের কতিপয় প্রার্থীর নির্বাচনি প্রচারে নিজেদের আরএসএস-মনোনীত বলে দাবি, নিন্দা সংঘের

শিলচর (অসম), ১৫ মার্চ (হি.স.) : রাষ্ট্রের কল্যাণে সুদীর্ঘ ৯৬ বছর থেকে কাজ করে আসছে অরাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)। সংঘ কোনও রাজনৈতিক দল নয়। তাই, নির্বাচনে আরএসএস কোনও প্রার্থীকে মনোনয়নও দেয়নি বা কোনও প্রার্থীর স্বপক্ষে সমর্থন করেনি। এ সব আরএসএস-এর নীতিবিরুদ্ধ বিষয়। বলেছেন, আরএসএস-এর দক্ষিণ অসম প্রান্ত কার্যবাহ সুভাষচন্দ্র নাথ। বরাক উপত্যকার বিশেষ একটি দলের কতিপয় বিধায়ক পদপ্রার্থী নির্বাচনি প্রচারে মাইলেজ পাওয়ার লক্ষ্যে নিজেদের আরএসএস-মনোনীত বা আরএসএস সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে উপস্থাপন করার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। যা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে জানান সুভাষ চন্দ্র নাথ।

সুভাষ নাথ জানান, রাজনীতির ঊর্ধ্বে ওঠে দেশের কল্যাণে বিশেষ করে হিন্দু রাষ্ট্রের হিতে কাজ করছে সংঘ। সংঘের নাম ভাঙিয়ে নির্বাচনে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে এ ধরনের মিথ্যা দাবি উপস্থাপন করে মানুষের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করছেন ওইসব প্রার্থীরা। তিনি বলেন, আরএসএস কোনও প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রদান করে না বা নির্বাচনে লড়ে না। ভোটারদের বিপথে পরিচালিত করতে একাংশ প্রার্থী আরএসএস-এর দোহাই দিয়ে প্রচারাভিযান চালানোর খবর প্রচারের নিন্দা জানিয়েছেন তিনি। সুভাষবাবু এই বিষয় সম্পর্কে স্পষ্টীকরণ দিয়ে বলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সংবিধানে নির্বাচনে লড়া বা প্রার্থী মনোনয়নের বিধি নেই। আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষ্যে কোনও প্রার্থী যদি নিজেকে আরএসএস-এর স্বঘোষিত প্রার্থী হিসেবে ভোটার মহলে প্রচার করে থাকেন, তাহলে বিষয়টি অবশ্যই নিন্দনীয় এবং স্পর্শকাতরও। তবে এটা ঠিক, সঠিকভাবে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি রাষ্ট্রবাদী প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আবেদন তাঁরা জানান, বলেন আরএসএস-এর দক্ষিণ অসম প্রান্ত কার্যবাহ সুভাষচন্দ্র নাথ।

ভবানীপুরে পানীয় জল খেয়ে মৃত ব্যক্তি অসুস্থ শতাধিক

কলকাতা,১৫ মার্চ (হি. স.) : ভবানীপুর বিধানসভার ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডের পানীয় জল খেয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। অসুস্থ শতাধিক। ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত স্থানীয়রা।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, কলকাতা পুরসভার ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রমিক আবাসনে দুটি জলের ট্যাঙ্ক আছে। সেই দুটি ট্যাঙ্কের জলই পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করেন স্থানীয়রা। গত কয়েকদিনে সেই ট্যাঙ্কের জল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন প্রায় ৫০ জন বাসিন্দা। সূত্রের খবর, সজ্জন নামে আবাসনের এক বাসিন্দা ওই জল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে প্রথমে শম্ভুনাথ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু সেখান থেকে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় পার্কসার্কাসের হাসপাতালে। সেখানেই মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। আবাসনের বাসিন্দাদের অভিযোগ, ট্যাঙ্ক দুটি দীর্ঘদিন পরিষ্কার করা হয় না। নদর্মার জল কোনওভাবে ট্যাঙ্কের জলে মিশে গিয়ে বিষক্রিয়া ঘটেছে। বিষক্রিয়ার জেরেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন সকলে এমনটাই অনুমান স্থানীয়দের। মৃত্যুর খবর পেয়েই ট্যাঙ্ক পরিষ্কারে তৎপর হয় পুরসভা। ট্যাঙ্কের জল ব্যবহার করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে পুরসভা। পাশাপাশি, আবাসনের বাইরে দুটি পানীয় জলের ট্যাঙ্ক বানিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেয় পুরসভা কর্তৃপক্ষ।

বিজেপি মোটা টাকার বিনিময়ে বিধানসভার টিকিট দিচ্ছে, দাবি প্রাক্তন মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি. স.) : তৃণমূলে থেকে একদা সামলেছেন বস্ত্র দফতর। কিন্তু গত দু’’মাস আগেই শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে অমিত শাহের হাত ধরে বিজেপিতে নাম লেখান বিষ্ণুপুরের বিদায়ী বিধায়ক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। গোড়াতেই এলাকায় বিজেপি-তে অশান্তি শুরু হয়। বিজেপি কর্মীরা শ্যামাপ্রসাদবাবুকে দলে নেওয়ায় বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তাঁদের অভিযোগ, টিকিট পাওয়ার আশায় গেরুয়া শিবিরেই ভিড়ছেন প্রাক্তন মন্ত্রী

বিজেপির সদ্যপ্রকাশিত আসনে প্রার্থী তালিকায় নিজের নাম না দেখে বিস্ফোরক দাবি করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এদিন তৃণমূলে ফিরতে চেয়ে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেই সংবাদমাধ্যমের কাছে বিজেপি নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন, ’’সাড়ে তিন কোটি টাকায় টেন্ডার হয়েছে। টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে।’’ বিজেপি মোটা টাকার বিনিময়ে বিধানসভার টিকিট দিচ্ছে বলেই দাবি করেছেন শ্যামাপ্রসাদ।

তিনি এও দাবি করেছেন দু’’দিন আগেই বিজেপিতে যোগ দেওয়া তন্ময় ঘোষকে বিষ্ণুপুরে প্রার্থী করা হয়েছে। টিকিট মোটা টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। তবে এক্ষুনি তৃণমূলে আসবেন কিনা খোলসা করেননি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। বলেন, আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেছেন সৌজন্যতায়। তিনি অসুস্থ তাই দেখা করেছেন। তবে শ্যামাপ্রসাদ বাবু জানিয়েছেন বিজেপিতে নাম লেখালেও কোনও সদস্যপদ নেননি।

টিকিট না পেয়ে প্রবীর ঘোষালের কুশপুতুল দাহ করল বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য

হুগলী, ১৫ মার্চ (হি. স.) : কৃষ্ণা ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে উত্তরপাড়া বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী প্রবীর ঘোষালের কুশপুতুল দাহ করল কৃষ্ণা ভট্টাচার্যের অনুগামীরা। সোমবার তারা কোন্নগর পৌরসভার অন্তর্গত চাটনি পুকুর পাড়ে প্রবীর ঘোষালের কুশপুতুল দাহ করে।যেখানে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং কৃষ্ণা ভট্টাচার্য্য।

তিনি বলেন দলের কর্মী থেকে সাধারণ মানুষ সকলে প্রবির ঘোষালকে মেনে নিতে পারছে না তাই আমাকে নির্দল হয়ে নির্বাচনে লড়াই করার জন্যে বলছেন আর তাদের কথা মেনেই আমি নির্দল হয়ে উত্তরপাড়া বিধানসভার থেকে নির্বাচনে লড়াই করব। উত্তরপাড়া বিধানসভায় ইতিহাস তৈরি হবে। সব দলের মানুষ ভাববে তাকে তাকে দাঁড় করিয়ে ভোটে জেতা যায় না। আমি এখানে জন্মেছি আমি এখানকার মেয়ে। পাশাপাশি তিনি প্রাক্তন বিধায়ক অনুপ ঘোষাল ও আরেক বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল কে কটাক্ষ করেন এমনকি তিনি তৃণমূল প্রার্থী কাঞ্চন মল্লিকের নাম না করে বলেন কোথা থেকে জুড়ে দিয়েছেন তিনি আশাবাদী উত্তরপাড়া বিধানসভা থেকে নির্দল প্রার্থী হয়ে জিতে মানুষের জন্য কাজ করবো।

ওদের নেতা নেই, তাই নাম ঘোষণা করতে পারছে না বললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

মেদিনীপুর, ১৫ মার্চ (হি. স.) : “আমাদের প্রার্থী ঘোষণার পরে ১০ দিন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও বিজেপি প্রার্থী ঘোষণা করতে পারছে না।’ সোমবার শালবনীর সভায় এই মন্তব্য করলেন যুব তৃণমূল সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী শ্রীকান্ত মাহাতোর হয়ে প্রচারে এসেছিলেন তৃণমূল নেতা। এই সভামঞ্চ থেকেও বিজেপিকে আক্রমণ করেন অভিষেক। তিনি বলেন, ’ওদের নেতা নেই। দিল্লি থেকে ঠিক করে দিচ্ছে কে প্রার্থী হবে। ভেবেছিল তৃণমূল থেকে লোক ভাঙিয়ে নিয়ে যাবে। এখন প্রার্থী পাচ্ছে না। তাই নাম ঘোষণা করতে পারছে না।“ সোমবারই সভা করছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর সভার দিনই পর পর সভা তৃণমূলেরও। দাঁতনের পরে শালবনীতেও সভা করেন অভিষেক। বিজেপির দেরিতে প্রার্থীর নাম ঘোষণা প্রসঙ্গে তিনি তোপ দেগে বলেন, ’ওরা অপেক্ষা করছে, তৃণমূল থেকে কবে একটা নেতা যাবে, কবে একটা নেতা পাব। নেতা নেই তো। তাই সাংসদদের আবার প্রার্থী করেছে। ২৯৪টি প্রার্থী দিতে গেলে ২৯৪টি লোক চাই। কিন্তু নেই তো! অপেক্ষা করছিল এই মঞ্চ থেকে যদি কেউ বেরোয়। কিন্তু মেদিনীপুরের সবাই তো বিশ্বাসঘাতক নয়। একজন বেইমানি করলে পুরো জেলাটা কলুষিত হয়।’

নন্দীগ্রামে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোট পাওয়ার ঘটনা নিয়েও এদিন কথা বলেন অভিষেক। তিনি বলছেন, ’ভেবেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পা ভেঙে দিয়েছিল তাই তিনি বাড়িতে বসে থাকবেন। সিপিএম ২০৬টি হাড় ভেঙে দিয়ে কিছু করতে পারেনি। তোমরা পা ভেঙে কী করবে।

ফের ভক্তশূন্য বেলুড় মঠ

কলকাতা,১৫ মার্চ (হি স): গতবছর মার্চ মাস থেকে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। পুরনো বছর শেষ হয় নতুন বছর শুরু হয়ে গেলেও এখনও বিদায় নেওয়ার নাম নেই করোনার। এরই মাঝে করোনা কাঁটায় বেশ কয়েক দিন বন্ধ ছিল বেলুড় মঠ। অবশেষে দর্শনার্থীদের জন্য খোলে বেলুড় মঠের দ্বার। কিন্তু এরই মাঝে ফের করোনার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় ফের ভক্তশূন্য বেলুড় মঠ। সোমবার শ্রী রামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিতেও ভক্তদের জন্য বন্ধ ছিল বেলুড় মঠ।

করোনা আবহের শুরুর দিকে লকডাউনের জেরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে রাজ্যের সমস্ত ধর্মীয়স্থানগুলি। এরপর ধীরে ধীরে আনলক পর্যায়ে ধর্মীয়স্থানগুলি খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত যখন নেওয়া হয়েছিল তখন খুলে গিয়েছিল বেলুড় মঠও।

ভোট উৎসবকে ঘিরে নদিয়ায় ফ্লেক্স শিল্পের রমরমা ব্যবসা

নদিয়া, ১৫ মার্চ (হি. স.) : প্রার্থীদের নাম ঘোষণা হতেই নির্বাচনের দৌলতে ফ্লেক্সের হাত ধরে দু’’টো পয়সার মুখে দেখতে চলেছেন এই কাজে যুক্ত মালিক থেকে শ্রমিকরা। গত বছর কোভিড পরিস্থিতিতে লকডাউন ঘোষণা হয়। পুজোর মধ্যে কাজ শুরু হলেও একপ্রকার লোকসানের মধ্যে চলছিল ছাপাখানার কাজ। একই অবস্থা ছিল ফ্লেক্সের বাজারেও। ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই ফ্লেক্সের কারবারে কর্মরত প্রত্যেকেই কাজ পেয়েছেন।

বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের নাম একের পর এক ঘোষণা হচ্ছে, ফ্লেক্স শিল্পে কাজের গতি বাড়ছে। প্রসঙ্গত, বছর কুড়ি আগে ফ্লেক্সের চল শুরু হয়। আর তারপর থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে থাকে কাপড়ের ব্যানার, ফেস্টুন। প্রথমদিকে ফ্লেক্সের দাম তুলনামূলকভাবে বেশি থাকায় কাজের পরিসর কম ছিল। কিন্তু গত পনেরো বছরে ফ্লেক্সের দাপাদপির পাশে এত সস্তায় আর কিছুই নেই।

রঙিন লেখা, ছবির নিখুঁত ছাপা। একই সঙ্গে উজ্জ্বল হওয়ায় তার বিকল্প এখন নেই বললেই চলে। গতবছর কোভিডের আবহে হালখাতার কার্ড, ক্যালেন্ডার প্রেস গুলোতে আজও ডাই হয়ে পড়ে আছে, দেখতে পাওয়া যায়। অনেক কর্মচারী কাজ হারান। চরম ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় ছাপাখানার মালিকদের। আর মাত্র কয়েকদিন পরই হালখাতার কার্ড, ক্যালেন্ডার ছাপাছাপির কাজ ফের শুরু হবে। তার আগে প্রার্থীদের নাম ফ্লেক্স ছাপার কাজ পুরোদমে চলছে। এখন কর্মীদের নিঃশ্বাস ফেলারও সময় নেই। ফ্লেক্সের ছাপাখানা গুলোতে ফের স্পিরিট, ফ্লেক্স, রঙের গন্ধের সঙ্গে মিশছে মেশিনের শব্দ। নির্বাচনকে ঘিরে কাজের এই উৎসবে শ্রমিক থেকে মালিক, সকলের মুখেই হাসি ফুটছে।

জানা গিয়েছে, জেলাতে কমপক্ষে ৪০টি ফ্লেক্সের প্রতিষ্ঠান বা ছাপাখানা আছে। কমপক্ষে ছোট ইউনিট হলেও ডিজাইনার নিয়ে ছ’’জন কর্মচারী রয়েছেন। এঁরা প্রত্যেকেই খুশি। ফ্লেক্স তৈরি করা অমিত দাস বলেন, দিন ঘুরছে দেখে ভালো লাগছে। এই সময়টা আর পুজোর সময় কাজের চাপ বেশি থাকে। স্বাভাবিকভাবে ঘরে দু’’টো পয়সা আসে। এখনও পর্যন্ত পাঁচ বাই তিন ও ছয় বাই চার

সাইজের ফ্লেক্সের চাহিদা বেশি। বড় আট- দশ, দশ বাই পনেরো বা দশ বাই কুড়ির চাহিদা অনেক কম। স্কোয়ার ফুটে খরচ সাত টাকা। বেশি ফ্লেক্স হলে খরচাটা সাড়ে ছয় থেকে আর একটু কমতে পারে, বলছেন ফ্লেক্সের শ্রমিকরা। তাই এবারের বিধানসভা ভোটকে কেন্দ্র করে ফ্লেক্সের মালিক থেকে শ্রমিকদের মুখে হাসি ফুটছে।

ঝাড়গ্রামে সভায় স্বশরীরে উপস্থিত হতে পারলেন না অমিত শাহ, মোবাইলের মাধ্যমে দিলেন ভাষণ

ঝাড়্গাম, ১৫ মার্চ (হি. স.) : হেলিকপ্টার যান্ত্রিক ত্রুটির কারনে ঝাড়্গামের সভায় স্বশরীরে উপস্থিত হতে পারলেন না দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। তবে এদিন মোবাইলের মাধ্যমে ভাষণ দেন তিনি। সোমবার ঝাড়্গাম শহরের জামদা সার্কাস ময়দানে ঝাড়্গাম জেলার চার বিজেপি প্রার্থী ও কেশিয়াড়ির বিজেপির প্রার্থীর হয়ে ভোট প্রচারে আসার কথাছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর। যদিও তৃণমুলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় সভাস্থল ঘিরে দিয়ে ছোটো করা হয়েছিল।

এদিন ফোনের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন,রাজ্যের তৃণমূল সরকারের দূর্নীতি, স্বজনপোষন, কেন্দ্রের প্রকল্প কার্যকর হতে না দেওয়া সহ একধিক ইস্যুতে রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে এক হাত নিলেন স্বারাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত সাহ।তার পাশাপশি ঝাড়গ্রাম জেলা, রাজ্যের আদিবাসী মানুষজনদের জন্য এক গুচ্ছ কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন।এদিন ভাচুয়ালি বক্তব্য রাখার জন্য কোন স্ক্রিনের ব্যবস্থা ছিল না।ফলে খড়্গপুর থেকে মাইক্রোফোনে সামনে মোবাইলের মাধ্যমে ভাষন দিলেন। এদিন ঝাড়গ্রাম জেলার চারটি বিধানসভা আসন এবং কেশিয়াড়ির বিজেপির প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে আসার কথা ছিল স্বারাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত সাহের।এদিন ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে সভাস্থলে পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাগমের দাবি ছিল।কিন্তু এদিন সভায় দাবি অনুযায়ী ভীড় দেখা যায় নি।এদিন অমিত সাহা তার বক্তব্যে ঝাড়গ্রাম জেলা সহ রাজ্যে আদিবাসী মানুষদের উন্নয়নের জন্য এক গুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছেন।তিনি বলেন “ এই সরকার হঠিয়ে আমরা দম নেব।কিছু দিনের মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির ঘোষনা পত্র আসছে।বাংলায় বিজেপি সরকার হওয়ার পর পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু আদিবাসী বিশ্ব বিদ্যালয় ঝাড়গ্রামে তৈরি হবে। যা আদিবাসী বাচ্চাদের লেখাপড়া সুযোগ করে দেবে, জীবন সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে।স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া প্রকল্প যা মোদী জি আনছেন।একশো কোটি টাকায় লক্ষ আদিবাসী মানুষ আত্মনির্ভর হওয়ার সুযোগ পাবেন।পঞ্চাশ শতাংশ আর্থিক সহয়তা পাবে সেই সব আদিবাসী সমাজের ছাত্র যারা ৭০ শতাংশ নম্বর পাবে।এতে তাদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহ বাড়বে।স্কুল,ছাত্রবাস নির্মামের কাজে হাত দিয়েছেন মোদী।আরো একশো কোটি টাকা যোগ করে করা হবে।কেন্দ্রীয় সরকার স্কুল করতে চাইছে।বাংলার সরকার তা ঠিক ভাবে কার্যকর করতে দিচ্ছে না।প্রতিটি তহবিলে মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল হবে।আদিবাসীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়ানোর কাজ হবে।প্রতিটি কাজ যাতে কার্যকর হয় ,নির্বচিত প্রতিনিধিরা যাতে দূর্নীতি করতে না পারে,কোন আধিকারিক যাতে দূর্নীতি করতে না পারে।তার ব্যবস্থা আমরা করব।ওড়াও, মুন্ডা, ভূমিজ, কোড়া, মুড়া,শবর সব জন জাতির বিকাশের জন্য দশ কোটি করে ফান্ড করা হবে।একশো কোটি টাকা কেন্দ্র থেকে নিয়ে সব আদিবাসী জাতিকে এক সাথে জোড়ার কাজ হবে।”এই ভাবে বক্তব্যের প্রতিটি ছত্রে ছিল আদাবাসী উন্নয়ন।তবে সভায় উপস্থিতির সংখ্যা কম নিয়ে কথা উঠেছে।কিছুদিন আগে লালগড়ে বিজেপির কেন্দ্রীয় সভাপতি জেপি নাড্ডর সভায় লোক ছিল না।লোক না থাকায় ঝাড়গ্রামের সভা বাতিল হয়েছিল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা বলেন “যান্ত্রিক ত্রুটির কারনে শেষ মুহুর্তে তিনি আসতে পারেন নি।লোক অনেক বেশি এসেছে কিন্তু প্রশাসন বিভিন্ন জায়গায় লোকদের আটকে দিয়েছে।” বিহরাগত তত্ত্ব প্রসঙ্গে বলেন “এটা সঠিক কথা নয়।একবার কথা হয়েছিল রোডে আসবেন।কিন্তু মানুষ অনেকক্ষন অপেক্ষা করছিলেন।” অমিত সাহর বক্তব্য ফোনে চলাকালিন মানুষ উঠে গিয়েছিলেন এই প্রসঙ্গে ঝাড়গ্রামের সাংসদ কুনার হেমরম বলেন “যে হেতু তিনি স্বশরীরে আসতে পারেন নি আর জনগন ভাচুয়াল গুরুত্ব দেয় না তাই উঠে গিয়েছে।”লালগড়ের পর ঝাড়গ্রামে নির্বাচনের মুখে বিজেপির সভায় লোক কম হওয়ার ঘটনা বিজেপির জোর ধাক্কা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

প্রবীর ঘোষালকে নিয়ে ক্ষোভ উত্তরপাড়ায় নির্দল প্রার্থী হয়ে প্রচার শুরু বিজেপি নেত্রীর

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি. স.) : উত্তরপাড়ার বিজেপি প্রার্থী প্রবীর ঘোষালের বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রচার শুরু করলেন বিজেপি নেত্রী কৃষ্ণা ভট্টাচার্য। যিনি বিজেপি-র হুগলি জেলার প্রাক্তন সভাপতিও ছিলেন। বর্তমানে বিজেপি-র রাজ্য কমিটির সদস্যও রয়েছেন কৃষ্ণাদেবী।

রবিবার বিজেপি-র প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় দলীয় নেতা-কর্মীরাই বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। হুগলি জেলার একাধিক জায়গাতেও প্রার্থী নিয়ে অসন্তোষ দেখা গিয়েছে। সিঙ্গুর, হরিপালের পাশাপাশি উত্তরপাড়াতেও বিক্ষোভ দেখান দলীয় কর্মীরা।

এবার সেই ক্ষোভ থেকেই সোমবার উত্তরপাড়ার বিভিন্ন জায়গায় প্রবীর ঘোষালের বিরুদ্ধে পোস্টার দেখা যায়। সেখানে প্রবীর ঘোষালের বিরুদ্ধে আমফানের ত্রাণ নিয়ে দুর্নীতির পাশাপাশি একাধিক অভিযোগ তোলা হয়েছে। তৃণমূল থেকে আসা প্রবীর ঘোষাল প্রার্থী হিসেবে মানা হবে না বলেও পোস্টারে দাবি করা হয়।

অন্যদিকে এদিন সকাল থেকেই নির্দল প্রার্থী হিসেবে দেওয়াল লিখে প্রচার শুরু করেন কৃষ্ণা ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ, ’’বিজেপি দল যে ভুল করেছে, সেটা বুঝিয়ে দিতে চাই। বোঝাতে চাই যে ভাল মানুষ জিতবে নাকি একজন খারাপ মানুষ জিতবে। উত্তরপাড়া থেকে নির্দল হয়ে জিতে ইতিহাস গড়তে চাই। উত্তরপাড়ার মানুষকে সব দল মিলে বোকা বানাচ্ছে। আমি সেটা হতে দেব না।’’ প্রবীর ঘোষালের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ, ’’আমার তো মনে হয় লজ্জা থাকলে প্রবীর ঘোষালের ভোটে না লড়া উচিত। কারণ ওনার নামে যা দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, তাতে উনি মানুষের সামনে গিয়ে কীভাবে দাঁড়াবেন আমি জানি না।’’

যদিও এই সমস্ত অভিযোগ মানতে চাননি উত্তরপাড়ার বিজেপি প্রার্থী প্রবীর ঘোষাল। তাঁর বিরুদ্ধে পোস্টার পড়া নিয়ে তিনি বলেন, ’’এই সব অন্ধকারের কাজ। যাঁরা আলোতে আসবে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করব। এ নিয়ে আমাদের কর্মী, ভোটার কারও কোনও মাথাব্যথা নেই।’’

আজ জয়েন্ট (মেন) পরীক্ষা, এবার আঞ্চলিক ভাষায় ৪০,০০০ জনেরও বেশি পরীক্ষার্থী

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (হি.স.) : রাত পোহালেই অর্থাৎ মঙ্গলবার শুরু হচ্ছে জেইই (মেন)-এর মার্চ সেশনের পরীক্ষা। ১৮ মার্চ পর্যন্ত চলবে এই ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ট্রান্স পরীক্ষা।এক্ষেত্রে এই বছর চার বার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবেন পরীক্ষার্থীরা। যাঁরা মার্চ বা ফেব্রুয়ারির জেইই-র নম্বর নিয়ে সন্তুষ্ট নন, তাঁরা এপ্রিল ও মে মাসের পরীক্ষাতেও বসার সুযোগ পাবেন। আপাতত, পরীক্ষার প্রস্তুতি তুঙ্গে। দু'টি শিফে হবে পরীক্ষা। সকালের শিফট ৯টা থেকে দুপুর ১২টা। বিকেলের শিফ হল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা। পরীক্ষা শুরু হওয়ার দুই ঘণ্টা আগে কেন্দ্রে আসতে হবে পরীক্ষার্থীদের।এই বছর একদম অন্য ফরম্যাটে হবে পরীক্ষা। জাতীয় শিক্ষা নীতির সূত্র ধরে প্রথম বার অহমিয়া, বাংলা, কন্নড়, মলয়ালম, মরাঠি, ওড়িয়া, পঞ্জাবি, তামিল, তেলুগু ও উর্দু ভাষার পাশাপাশি হিন্দি, গুজরাতি ও ইংরেজি ভাষাতেও হবে জেইই মেন পরীক্ষা। সংশ্লিষ্ট বোর্ড সূত্রে খবর, এবার আঞ্চলিক ভাষায় ৪০,০০০ জনেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছেন।এই পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড, সেল্ফ ডিক্লারেশন ফর্ম, বৈধ পরিচয় পত্র, ছবি, একটি বল পেন, একটি হ্যান্ড স্যানিটাইজার (৫০ এমএল), জলের বোতল নিয়ে যেতে হবে। যদি কোনও ডায়াবেটিস রোগী থাকেন, তাহলে খাবার নিতে পারেন। তবে টিফিন বক্স যাচাই করে নেওয়া হবে।পরীক্ষা হলে নিষিদ্ধ জিনিসগুলির মধ্যে আছে জ্যামিতি বাক্স, পেনসিল বাক্স, হাত ব্যাগ, টাকার ব্যাগ, কোনও ফটোকপি, সাদা কাগজ, খাওয়ার জিনিস, মোবাইল ফোন, ইয়ার ফোন, মাইক্রোফোন, ক্যালকুলেটর, স্কেল, লগ টেবিল, ক্যামেরা, টেপ রেকর্ডার, ইলেকট্রনিক ঘড়ি, ইলেকট্রনিক গ্যাজেট বা এই জাতীয় জিনিস। অর্থাৎ, এ সব নিয়ে পরীক্ষা হলে ঢোকা যাবে না কয়েকটি বিষয় ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে নিতে হবে। এক্ষেত্রে নিজেদের কম্পিউটারে তাঁদের বিষয়ের প্রশ্নপত্র রয়েছে কি না, তা একবার দেখে নিতে হবে। যদি অন্য কোনও বিষয়ের প্রশ্নপত্র থাকে, তাহলে তড়িঘড়ি পরিদর্শককে জানাতে হবে। অ্যাডমিট কার্ডের বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে। যদি কোনও টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স, ফার্স্ট এইড বা অন্য কোনও সাহায্য লাগে, তা হলে সেন্টার সুপারিনটেনডেন্টকে জানাতে হবে।

স্বাধীন বাংলাদেশের ৫০ বছর পূর্তি বিএসএফ-বিজিবি প্রীতি ফুটবল প্রতিযোগিতার সূচি ঘোষণা

আগরতলা, ১৫ মার্চ (হি.স.) : বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিএসএফের অবদানকে তুলে ধরতে বিজিবি-র আবেদনে ত্রিপুরায় ধারাবাহিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রয়াসে বিএসএফ-এর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের আওতাধীন সীমান্তবর্তী রাস্তায় একটি মৈত্রী সাইকেল সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। তা সকল অংশের মানুষের কাছ থেকে দারুন সাড়া পেয়েছিল। এমনই আরও একটি উদ্যোগ হিসেবে আগামী মাসগুলিতে ইস্টার্ন কমান্ড বিএসএফের ছয়টি ফ্রন্টিয়ার্সে বিএসএফ-বিজিবি মৈত্রী ফুটবল ম্যাচ সিরিজ আয়োজিত হতে চলেছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার্স-এর আইজি সুশান্ত কুমার নাথ এই খবর দিয়েছেন।

তাঁর কথায়, ভারতের সমগ্র পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলে ফুটবলই সর্বাধিক জনপ্রিয় খেলা এবং সীমান্তে এই জাতীয় অনুষ্ঠান জনগণের মধ্যে খেলাধুলায় দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসের মনোভাব উভয় ক্ষেত্রকেই আরও বাড়িয়ে তুলবে। এই সিরিজের প্রথম 'ফুটবল মৈত্রী ম্যাচ' ১৮ মার্চ সকাল ৯-টায় দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়ায় ব্রিজেন্দ্র কিশোর ফুটবল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। তিনি জানান, দ্বিতীয় ম্যাচ বিএসএফ দক্ষিণ বঙ্গ সীমান্তের বহরমপুরে ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। তেমনি, তৃতীয় ফুটবল ম্যাচ বিএসএফ ফ্রন্টিয়ার মিজোরাম ও কাছাড় (এম অ্যান্ড সি) ৩ এপ্রিল ২০২১, করিমগঞ্জ শহরে খেলবে। এছাড়া, চতুর্থ ফুটবল ম্যাচ ১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে সোনামতিতে, পঞ্চম ম্যাচ বিএসএফ মেঘালয় ফ্রন্টিয়ার তুরায় ২৪ এপ্রিল, ষষ্ঠ ও সমাপ্তি ম্যাচ বিএসএফ গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ার ধুবড়িতে ১ মে খেলবে।

তাঁর কথায়, বন্ধুত্বপূর্ণ ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজনের একমাত্র উদ্দেশ্য বিএসএফ এবং বিজিবির মধ্যে সহযোগিতা এবং সদিচ্ছা বাড়ানো এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধি করা। তিনি বলেন, বিএসএফ-এর ডিজি রাকেশ আস্থানা, ত্রিপুরা সরকারের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক ভিএস যাদব, বিএসএফ কলকাতার এডিজি (ইসি) পঙ্কজ কুমার সিং এবং বিজিবি-র অঞ্চল কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ বি এম নওরোজ এহসান এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য এবং উভয় পক্ষের খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করা ও ম্যাচটি প্রত্যক্ষ করার জন্য আমন্ত্রিত করা হয়েছে।

তিনি জানান, এই সম্মানজনক অনুষ্ঠানটি সফল করতে বিজিবি তাদের ফুটবল দল এবং প্রত্যক্ষ করতে দর্শকদের প্রেরণে সম্পূর্ণ সহযোগিতা এবং সক্রিয়ভাবে সমর্থন ও অংশ নিচ্ছে। বিজিবির এই সুন্দর ব্যবহার স্পষ্টতই বন্ধুত্বপূর্ণ দুটি বাহিনীর মধ্যে চিরস্থায়ী বন্ধনকে আরও জোরদার করবে। ফুটবল ম্যাচগুলিকে আরও প্রাণবন্ত এবং আকর্ষণীয় করার জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কুকুর শো, বান্ডি প্রদর্শন এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হচ্ছে, বলেন তিনি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এডিসি ভোট ঃ চারজনের মনোনয়নপত্র বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। এডিসি নির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে মোট ১৮১ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ হয়েছে। চারজনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। যাদের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে সেই দলগুলি হল জেডিইউ, আইএনডি, আইএনসি এবং সিপিআইএম। প্রতিটি দলের একজন করে প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। দেখা গিয়েছে, যাদের মনোনয়নপত্র বৈধ হয়েছে তারা হল বিজেপির ১৪জন, সিপিআই এর একজন, সিপিআইএমের ২৬, আইএনসির ২৮, আইপিএফটির ১৭, আইএনপিটির ৫, অন্যান্য ৩১ এবং নির্দল ৫৯ জনের মনোনয়নপত্র বৈধ হয়েছে।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কৃষক কল্যাণ দপ্তরের কাজ শেষ করার নির্দেশ কৃষিমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ মার্চ।। চলতি অর্থ বছরের মধ্যেই কৃষি ও কৃষি কল্যাণে গৃহীত সমস্ত কর্মসূচির কাজ সম্পন্ন করতে নির্দেশ দিলেন কৃষি মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়।

কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার কৃষি কল্যাণ এর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে বলে দাবি করা হলেও রাজ্যে তা কাঙ্খিত ভাবে রূপায়িত হচ্ছে না।তাতে ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনা করে কৃষিমন্ত্রী প্রনজিত সিংহ রায় সোমবার মহাকরণে কৃষি দপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেন। বৈঠকে বিভিন্ন মহাকুমার কৃষি কর্মকর্তাদেরও শামিল করা হয়। বৈঠক চলাকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি কৃষিমন্ত্রী বলেন বছরের শেষ লগ্নে এসে এই পর্যালোচনা বৈঠক করার মূল উদ্দেশ্যই হল অর্থ বছরের মধ্যে যেসব পরিকল্পনার কাজ এখনো শেষ করা সম্ভব হয়নি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সেই কাজ শেষ করা নিয়ে পর্যালোচনা করা। কৃষিমন্ত্রী আরো জানান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১০০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করাই সরকারের লক্ষ্য।তিনি আরো দাবি করেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য গুলির মধ্যে ত্রিপুরা কৃষি ক্ষেত্রে প্রথম স্থানে রয়েছে। ফসল বীমা যোজনা ২ লক্ষ ৪০ হাজার কৃষকের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

পর্যালোচনা বৈঠক শেষে কৃষিমন্ত্রী বলেন রাজ্যের অধিকাংশ মানুষই কৃষি কাজের সঙ্গে জড়িত। কৃষির উন্নয়ন ব্যতীত রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। কৃষকের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কৃষি দপ্তর কাজ করে চলেছে বলে তিনি দাবি করেন।

রামকৃষ্ণ মিশনে বিশেষ পূজার্চনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৮৬ তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে সোমবার আগরতলায় ধলেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশনে বিশেষ পূজার্চনা ও আলোচনা চক্রে আয়োজন করা হয়।১৮৬ বছর পূর্বে আজকের দিনে ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। মানবকল্যাণে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অবদান অনস্বীকার্য। মানব সমাজের কাছে আজও তিনি ঈশ্বর তুল্য। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রামকৃষ্ণ মিশন গুলিতে বিশেষ পূজার্চনার আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে ধনেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশনের বিশেষ পূজার্চনা ও আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা চক্রে রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদকসহ অন্যান্যগুণীজনেরা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনাদর্শ নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

শুধু আগরতলাতেই নয় ,রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রামকৃষ্ণ মিশন গুলিতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৮৬ তম আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করেন ভক্তপ্রাণ মানুষজন।

মহাদেব মন্দিরে বিশেষ পূজার্চনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। জমাতিয়া উদ্যোগে অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও উদয়পুরের মহাদেব মন্দির ও মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের সোমবার বিশেষ পূজার্চনার আয়োজন করা হয়।ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে সোমবার সকাল থেকে উদয়পুর মহাদেব বাড়ি এবংমাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে জমাতিয়া হদার উদ্যোগে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণার্থে বিশেষ পুজার্চনা করা হয়। ১৮ টি ময়ালের ৩২৯ টি গ্রাম থেকে কয়েক হাজার পুর্ণার্থীরা উপস্থিত থেকে বাবা মহাদেব ও ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পূজা দেন। জমাতিয়া সম্প্রদায় ছাড়াও অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকজনও এই পূজায় সামিল হয়েছেন। জমাতিয়া হদা কর্মকর্তারাদের বক্তব্য লকডাউনের ফলে গত বছর লোকজন না আসতে পারার ফলে এবছর ব্যাপক লোকজন সমাগম হয়েছে।প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এ দিন।এই দিনে প্রতিবছরই জমাতিয়া কার উদ্যোগে উদয়পুর ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির এবং মহাদেব মন্দিরে বিশেষ আয়োজন করা হয়। এই বিশেষ পূজার্চনাকে কেন্দ্র করে উপজাতি ধর্মাবলম্বী জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

অল ত্রিপুরা গভঃ ডক্টরস এসোসিআশনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৫ মার্চ।। গত ১৪ই মার্চ,২০২১ এ অল ত্রিপুরা গভঃ ডক্টরস এসোসিআশন এ বার্ষিক সাধারণ সভা উত্তর গেট স্থিত মানিক্য কোর্ট এ সম্পন্ন হয়।ত্রিপুরার বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে প্রায় ৩৫০ জন ডাক্তার এর সভায় অংশ গ্রহন করেন।সাথে নুতন কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি(CWC) ও গঠিত হয়।ডাঃ সঞ্জীব দেববর্মা এবং ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তী যথাক্রমে প্রেসিডেন্ট এবং সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন।

এছাড়া ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে ডাঃ প্রদীপ দেববর্মা এবং ডাঃ কনক চৌধুরী নিযুক্ত হন।জয়েন্ট সেক্রেটারি পদে আসীন হন ডাঃ তন্ময় দেব, ডাঃ শ্রীমন্তী দেবনাথ সাহা এবং ডাঃ নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য্য।ডাঃ দেবদুলাল দাস এবং ডাঃ কল্লোল কুমার রায় যথাক্রমে ট্রেজারার এবং অডিটর হন।ডাক্তারি বিজ্ঞান সম্পর্কিত সায়েন্টিফিক সেশন ও সেখানে অনুষ্ঠিত হয়,যেখান ILS হাসপাতালের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ হেমন্ত গর্গ (acute coronary syndrome) এবং ডাঃ আকাশ জসওয়াল (upper GI bleeding) নিয়ে আলোচনা করেন।প্রখ্যাত মাইক্রোবায়োজিস্ট ডাঃ তপন মজুমদার করোনা ভাইরাস এবং তার সংক্রমণ এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

গ্রাম ও শহরে কোন পার্থক্য রাখতে চায় না বিজেপি জোট সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ মার্চ।। উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রামীণ এলাকা কিংবা শহর এলাকা কোন পার্থক্য রাখতে নারাজ রাজ্যের বর্তমান বিজেপি জোট সরকার। উন্নয়নের কাজ চলছে জোর গতিতে। যা বিগত দিনের ২৫ বছরের বাম জমানা সরকার ব্যর্থ হয়েছিল। এই উন্নয়নের অঙ্গ হিসাবে চাকমা ঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে চাকমা ঘাট হারাধন দাস পাড়ার রাস্তাঘাট এর কাজ সম্পন্ন হল। নতুন রাস্তা পেয়ে এই গ্রামের মানুষজনরা বেজায় খুশি। কেননা এই গ্রামের রাস্তা ঘাট গুলি বিগত ২৫ বছরের বাম জমানা সরকার করে দিতে পারেনি। যা বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার বিগত তিন বছরের শাসন ক্ষমতায় এই চাকমা ঘাটের হারাধন দাস পাড়া গ্রামের নতুন রাস্তাঘাট করে দেয়। বর্তমানে এলাকার কৃষকরা তাদের কৃষিজ ফসল বাজারে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে আর কোন সমস্যা রইলো না। যার কারণে এলাকার কৃষককুল বেজায় খুশি এবং সরকারের কাজ-কর্মের প্রশংসা করেন।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে বামেদের বিক্ষোভ তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ মার্চ।। সিটু্য সহ সিপিআইএম দলের বিভিন্ন গন সংগঠন গুলির উদ্যোগে সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির অফিস কার্যালয়ের সামনে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত করে সোমবার দুপুর ১২টা নাগাদ। এদিনে এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিটু্য তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক সুনীল রুদ্র পাল, সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক হেমন্ত কুমার জমাতিয়া সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এদিনে এই কর্মসূচিতে সিটু্য তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক সুনীল রুদ্র পাল জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন ব্যাংক গুলি বেসরকারি করণের প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি। পরে তিনি এও জানান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন ব্যাংক গুলি বেসরকারি করণ রুখতে আগামী দিন গুলিতে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে জানান।

প্রয়াত সাংবাদিকের জন্মদিনে সামাজিক কর্মসূচি পরিবারের উদ্যোগে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ মার্চ।। তেলিয়ামুড়া মহকুমার বরেণ্য প্রয়াত বরিষ্ঠ সাংবাদিক পবন পোদ্দারের ৬৬ তম জন্মদিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে পরিবারের পক্ষ থেকে নেওয়া হল কিছু সামাজিক কর্মসূচী। এদিন পরিবারের পক্ষ থেকে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে চিকিৎসারত রোগীদের মধ্যে ফল মিষ্টি তুলে দেওয়া হয় এবং তেলিয়ামুড়া শহরের ভবঘুরেদের মধ্যে একবেলা খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই মহতি কর্মকাণ্ডে প্রয়াত সাংবাদিকের স্ত্রী শিখা পোদ্দার, পুত্র সৌরভ পোদ্দার, পুত্র বধূ সংযুক্তা পোদ্দার ছাড়াও ছিলেন মহকুমা প্রেসক্লাবের সম্পাদক পার্থ সারথী রায়, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান রূপক সরকার, প্রাক্তন কাউন্সিলার বিমল রক্ষিত সহ অন্যান্যরা। এদিকে প্রয়াত সাংবাদিকের জন্মবার্ষিকীর দিনে এই মহতি সামাজিক কর্মকান্ডের প্রশংসা করছেন সব মহল।

তিপ্রা মথার সভা বানচালের পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ মার্চ।। আসন্ন ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনকে সামনে রেখে যখন চলছিল ত্রিপুরা রাজ্যের নতুন দল ত্রিপুরা মথার প্রচার ঠিক তখনই তিপ্রা মোথা দলের প্রচার সভাকে বানচাল করতে একটি অপপ্রচার চালায় অন্য আরেকটি দল। বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে ত্রিপুরা মতা দলের ১১ তেলিয়ামুড়া মহারানীর প্রার্থী কমল কলই সভা করতে সাহস দেখায়।

ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহকুমার উত্তর মহারানিপুর এলাকায়। জানা যায় ওই এলাকায় ত্রিপুরা মতা দলের প্রার্থী কমল কলই এর সমর্থনে একটি বাজার সভা হওয়ার কথা ছিল। এবং আজ ছিল ওই এলাকার হাটবার। এমন সময় একটি গুজব রটে সেই সভাকে কেন্দ্র করে বাধাবিঘ্ন করার চেষ্টা হবে এবং মারপিট ও হতে পারে ওই এলাকায়। তারপরই বাজারে আগত ব্যবসায়ীরাও নিজেদের পণ্য সামগ্রী গুটিয়ে যার যার বাড়িতে চলে আসে। কিন্তু থেমে থাকেনি তিপ্রা মোথা দলের প্রার্থী কমলকলই ও তার সমর্থকরা। অপপ্রচার চলা সত্বেও সাহস দেখিয়ে ওই এলাকায় সভা করলো। এ ব্যাপারে তিপ্রা মোথা দলের প্রার্থী কমল কলই জানান যতই বাধা বিঘ্ন আসুক না কেন আসন্ন সাহিত্য জেলা পরিষদের নির্বাচনে ১১ তেলিয়ামুড়া মহারানী পুর কেন্দ্র থেকে কমল কলই জয়ী হবেন।

No.F.7(117)/RNB/MC/DA Y-MULM/2016-17/9815 Date.09/03/21

NOTICE INVITING QUOTATION

The Chief Executive Officer Ranirbazar Municipal Council On behalf of Administrator invites sealed quotation are hereby invited from the bonafide dealers/ suppliers/manufacturer for printing, Binding and supplying of Books of records for SHGs . The quotation complete in all respect must be sent or submitted to the undersigned on or before .23/ 03/21 during office hours. Details of same can be seen in the Ranirbazar Municipal Council office, DA Y-NULM section.

Sd/- illegible
(Chief Executive Officer)
Ranirbazar Municipal Council

ICA-C-3423/21

বেসরকারীকরণ

● প্রথম পাতার পর

সরকার ব্যাংক বেসরকারিকরণ করার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। গ্রাহকদের জমানো টাকা কোন নিশ্চয়তা থাকবে না।

দেশে পুঁজিপতিরা প্রায় ১০ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে টাকা ফেরত দিচ্ছে না। এটা একটা অরাজকতা। ব্যাংক বেসরকারিকরণ করে দেওয়ার জন্য সরকার প্রচুর ব্যাংকের শাখা গুটিয়ে নিচ্ছে। জীবন বীমা সংস্থা বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আরো কয়েকটি সংস্থা বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সরকারের এ ধরনের জনবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এবং ব্যাংকের দুই দিনব্যাপী ধর্মঘটের সমর্থন জানায় সিআইটিইউ বলে জানান মানিক দে। তিনি বলেন আন্দোলন না চললে হবে না। কারণ মানুষের জীবন এ বিজেপি সরকারের আমলে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। কয়লা ক্ষেত্র এবং বিমানবন্দর বিক্রি করে দিতে চলেছে সরকার। দেশের সর্বনাশ ডেকে আনছে। ছাত্র শ্রমিক এবং নারীরা সবাই রাস্তায় নেমে সরকারের জন বিরোধী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হচ্ছে। তাই এই জনবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমস্ত অংশের মানুষকে আরো বেশি সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া দরকার বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি। শ্রী দে আর বলেন রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বছরে ৫০ হাজার চাকরি দেওয়া তো দূরের কথা, দিল্লির মতো ত্রিপুরার পেছনের ইঞ্জিন একইভাবে হাঁটছে।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

রাস্তার কাজ অবিলম্বে শুরু করতে হবে, কৈলাসহর পুর পরিষদের সতেরো নং ওয়ার্ড এলাকায় বেহাল রাস্তার কাজ এবং ড্রেইনের কাজ অবিলম্বে শুরু করতে হবে। এছাড়াও উনি বলেন, ইদানীং ভারত সরকার বিশেষ ভাবে উনকোটি জেলার উন্নয়নে বাজেটের বাইরে একশো কোটি টাকা দিলেও মাত্র সাত কোটি টাকার কাজের টেন্ডার ডেকে দপ্তর নীরব হয়ে রয়েছে। টাকা হাফিজ করার চেস্টা হচ্ছে বলেও বদরুজ্জামান অভিযোগ করেন। জেলা কংগ্রেসের দাবী মতো দপ্তরের পক্ষ থেকে যদি আগামী একমাসের মধ্যে কাজ শুরু না করা হয় তাহলে জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে বলে হুমকি দেন বদরুজ্জামান এলাকা ও এলাকাবাসির সার্বিক কল্যাণে তারা আন্দোলন চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর বলেও তারা জানান।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

ফাঁসির দড়িতে ঝুলে পড়ে। ঘটনার সময় তার স্বামী কৃষ্ণ বাড়ি ছিল না। কোন এক আত্মীয়ের বাড়িতে সে গিয়েছিল। আর সেই নির্জনতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শিল্পী নিজ ঘরে ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করে।শিল্পী ও কৃষ্ণের ২ বছরের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে।

ঘটনার সময় সেই ছোট মেয়েটি বাড়িতেই ছিলো।তবে শিল্পীর স্বামী কৃষ্ণর বক্তব্য হলো, শিল্পী বেশ কিছু বছর যাবৎ শিল্পীর মাথায় সমস্যা ছিল। অনেক ডাক্তার দেখাচ্ছিল তার স্বামী। এই কয়েকদিনের মধ্যে আবার ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথাও ছিল। কিন্তু সমস্ত কিছুর অবসান ঘটিয়ে সোমবার বিকেল চার (৪)টে নাগাদ নিজ বাড়িতে বাড়ির সকলের নজর এড়িয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে সে। ঘটনার প্রত্যক্ষ করে ঘটনার খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া থানায়। ছুটে আসে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আটজন

● প্রথম পাতার পর

এর নেতৃত্বে দফাওয়ারী অভিযান চালিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে। সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রমেশ যাদবের নেতৃত্বে পুলিশ চারটি স্থানে অভিযান চালায়। স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান সংলগ্ন এলাকা, কুমারী টিলা এবং হেরিটেজ পার্ক সংলগ্ন এলাকায় পৃথক পৃথক অভিযান চালিয়ে ৮ জন নেশা কারবারিকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। সদরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন তাদের কাছ থেকে ১০৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ অন্যান্য নেশা জাতীয় সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। তাদের কাছ থেকে চারটি বাইক এবং ১৩ টি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আটক ৮ জনকেই আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

বিভিন্ন

● প্রথম পাতার পর

করে পশ্চিম জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে এক প্রতিনিধি দল দাবি সনদ তুলে দেন। পেশাগত ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়গুলি নিয়ে দাবিগুলি পেশ করা হয় জেলা প্রশাসকের কাছে। সর্বভারতীয় নটি দাবির সঙ্গে স্থানীয় তিনটি দাবি পেশ করা হয়। সরকারকে দাবিগুলির প্রতি গুরুত্ব বিবেচনা করে পদক্ষেপ নেবে বলে আশা ব্যক্ত করেন বি এম এস র সহ-সভানেত্রী দেবশ্রী কলই।

ব্যাঙ্ক

● প্রথম পাতার পর

উল্লেখ করে বিলোনিয়া থানায় মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ অভিযুক্তদের খোঁজ ছিল। গ্রেপ্তার এড়াতে তারা পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। সোমবার বিলোনিয়া থানার পুলিশ খবর পায় তারা মতাই বাজারে ঘোরাফেরা করছে। সেই খবরের ভিত্তিতে ঘটনার ২১ দিন পর বিলোনিয়া থানার পুলিশ বাজার থেকে দু"জনকেই আটক করতে সক্ষম হয়। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি উঠেছে। পুলিশ জানিয়েছে তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

উঠেছে

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাটি দেখবেন বলে আশ্বস্ত করেন। এলাকার জনগণের সহ ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি বিদ্যালয় যেন সুষ্ঠ পরিচালন ব্যবস্থা থাকে এবং শিক্ষক শিক্ষিকারা যেন বিদ্যালয এ এসে পঠন-পাঠনে মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মানুষ করে তোলে। এখন দেখার সংবাদ প্রকাশের পর দিদিমণি টনক নড়ে কিনা নাকি এভাবেই চলতে থাকে শিক্ষা ব্যবস্থা।

প্রণয়ের

● প্রথম পাতার পর

এবং স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সেখানে কিভাবে শাসক দলের একাংশ নেতাকর্মী সরকারের গৃহীত পরিকল্পনার বিরোধিতা করে নাবালক নাবালিকার বিয়ের দিনক্ষণ চূড়ান্ত করে দিলেন ? এ ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে নেতাদের আস্কারা পেয়ে নাবালক নাবালিকাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

রাজ্য বাজেট

● প্রথম পাতার পর

বিরোধী-দের আবেদন-কে সম্মান দিয়ে অধিবেশন পাঁচ দিন হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাঁর কথায়, বিধানসভা অধিবেশনে সকলের কোভিড নির্দেশিকা মেনে চলা বাধ্যতামূলক করেছেন অধ্যক্ষ।

কোয়াইফাংয়ে বিজেপির আলোচনাসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৫ মার্চ।। ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির উদ্দ্যোগে কোয়াইফাং এডিসি ভিলেজের কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয় এক আলোচনাসভা। আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে কেন্দ্রকরে ২৬ বীরচন্দ্রনগর কলসী আসনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী সঞ্জীব রিয়াংকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার লক্ষ্যে আজ ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির উদ্দ্যোগে কোয়াইফাং কমিউনিটি হলে এক আলোচনা সভার আয়োজন করাহয়। বিজেপি কতৃক আয়োজিত আজকের এই আলোচনা সভায় বিজেপি সমর্থীত কর্মীদের পাশাপাশি আই পি এফ টি কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। আজকের এই আলোচনাসভায় নেতৃত্বদেন বিজেপির দক্ষিন জেলার সম্পাদক বিকাশ বৈদ্য, বিজেপির দক্ষিন জেলার সদস্য চাথই মগ, ৩৮ জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা। আজকের এই আলোচনা সভায় বিজেপি সমর্থীত কর্মীরা ব্যাপক উৎসাহের সহিত অংশগ্রহন করে।

াঙ্গন

সোমবার এনআরসিসিতে রাজ্যভিত্তিক জিমন্যাস্টিক্স প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

বিরক্ত মেসি বললেন প্রতিদিন ভিডিও কেন ?

ওয়াসিংটন, ১৫ মার্চ।। মিনি ভিডিও পেতে শিশু ভক্তরা বার্সেলোনা খেলোয়াড়দের গাড়ির পাশে দৌড়ে আসছেন, ভিডিও করছেন। বার্সেলোনার ট্রেনিং গ্রাউন্ডে শেষ কয়েক মাস ধরে দৃশ্যটা কমন। তবে ব্যাপারটা রুটিন হয়ে যাওয়ায় লিওনেল মেসি বিরক্তি লুকাতে পারলেন না।

রবিবার এক ভিডিও ধারণকারীর সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় মেসিকে। মেসি তখন গাড়ির ড্রাইভিং সিটে ছিলেন। ভিডিও পেতে তার দুই পাশে জটলা তৈরি হয়ে যায়। এ সময় মেসি এক জনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আপনি সব সময় একই ভিডিও কেন চান? '

৩৩ বছর বয়সী তারকা বিরক্তি নিয়ে বলতে থাকেন, 'তারা এরই মধ্যে অনেক ভিডিও নিয়েছে। আপনি প্রতিদিন এখনে সময় কাটাতে পারেন না।'যাকে উদ্দেশ্য করে আর্জেন্টাইন তারকা এ কথা বলছিলেন, তার পক্ষ থেকে সাথে সাথে ক্ষমা চাওয়া হয় ।লা লিগায় সোমবার রাতে হুয়েস্কার বিপক্ষে খেলবে বার্সেলোনা।

হ্যাটট্রিকে জবাব রোনাল্ডোর

ওয়াসিংটন, ১৫ মার্চ।। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলো থেকে জুভেন্তাসের বিদায়ে সমালোচনা ঘিরে ধরেছিল ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোকে। যেন সব দায় তার !আগের দিন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যার প্রেক্ষিতে রোনালদো বলেছিলেন, 'সত্যিকারের চ্যাম্পিয়নরা কখনো ভেঙে পড়ে না।' এরপর মাঠের পারফরম্যান্সেও বার্তা দিলেন সিআর সেভেন। সিরি আয় কালিয়ারির বিপক্ষে করলেন হ্যাটট্রিক।

পর্তুগিজ সুপারস্টারের নৈপুণ্যে রবিবার প্রতিপক্ষের মাঠে ৩-১ গোলে জয় তুলে নিয়েছে তুরিনের দল। অর্থাৎ তুরিনের দলটির তিনটি গোলই করেছেন রোনালদো। বিরতির আগেই যিনি তুলে নেন হ্যাটট্রিক ।কালিয়ারির পক্ষে একমাত্র গোলটি জিওভান্নি সিমেওনের। যেটি তিনি পেয়েছেন দ্বিতীয়ার্ধে।

রোনালদো তার প্রথম গোলটি করেন ম্যাচের ১০ মিনিটে। ডান দিক থেকে হুয়ান কুয়াদরাদোর দারুণ কর্নারে লাফিয়ে জোরালো হেডে দলকে এগিয়ে নেন। ২৫ মিনিটে স্পট কিকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন তিনি।৩২ মিনিটে পেয়ে যান হ্যাটট্রিক। পাল্টা আক্রমণে বাঁ থেকে ফেদেরিকো চিয়েসার পাস পেয়ে কোনাকুনি শটে ঠিকানা খুঁজে নেন পর্তুগিজ তারকা। জুভেন্তাসের জার্সিতে সিরি আ-তে এটি রোনালদোর দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক। আর ক্লাব ও জাতীয় দল মিলে এটি তার ৫৭তম হ্যাটট্রিক।

২৬ ম্যাচে ১৬ জয় ও সাত ড্রয়ে ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে তৃতীয় স্থানে আছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন জুভেন্তাস। ১ পয়েন্ট বেশি নিয়ে দুইয়ে এসি মিলান। ২৭ ম্যাচে ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ইন্টার মিলান ।অন্যদিকে ২৭ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে ১৭ নম্বরে কালিয়ারি।

আবার বাবা হচ্ছেন হরভজন

নয়াদিল্লী, ১৫ মার্চ।। অভিনেত্রী গীতা বাসরা ও তার ক্রিকেটার স্বামী হরভজন সিং ফের অভিভাবক হতে চলেছেন। খুব শিগগিরই দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দেবেন গীতা ।সামনের জুলাইতে দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হওয়ার কথা রবিবারই ঘোষণা দিয়েছেন গীতা। সোশ্যাল মিডিয়ায় মেয়ে ও স্বামীর সঙ্গে ছবি পোস্ট করে এদিন নিজেই খুশির খবর শেয়ার করেছেন তিনি।

২০১৫ সালে বিয়ে করেছিলেন হরভজন সিং ও গীতা বাসরা। তাদের এক কন্যাসন্তান রয়েছে। এদিন তাদের মেয়েকেই হাতে একটি বাচ্চাদের জামা নিয়ে নতুন অতিথি আসার কথা জানাতে দেখা গেছে।

গত বছরই আইপিএল-এ চেন্নাই সুপারকিংসের সঙ্গে নিজের চুক্তি শেষ করেন হরভজন। কলকাতা নাইট রাইডার্সের পক্ষ থেকে তাকে ২ কোটি টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে।

হরভজন তার ক্যারিয়ারে ১৬০টি আইপিএল ম্যাচ খেলেছেন এবং তার অধীনে রয়েছে ১৫০টি উইকেটের শিরোপা। ২০১৬ সালে টি২০ ওয়ার্লকাপের সময় শেষ খেলতে দেখা গিয়েছিল হরভজনকে ।তিনি টেস্ট খেলেছেন ১০৩টি। পাশাপাশি ওয়ানডে ২৩৬টি, ২৮টি টি২০। ২০০৭ সালে ও ২০১১ সালে টি২০ ওয়ার্লকাপের বিজয়ী দলেও ছিলেন তিনি। টেস্টে মোট ৪১৭টি উইকেট, ২৬৯টি ওয়ানডে উইকেট ও ২৫টি টি২০ উইকেট রয়েছে ভারতীয় এই স্পিনারের।

রোনালদোর রিয়ালে ফেরার গুঞ্জনে জ্বালানি দিলেন জিদান

ওয়াসিংটন, ১৫ মার্চ।। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলো থেকে জুভেন্তাসের বিদায়ের পর ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোকে নিয়ে নানা আলোচনাই শোনা যাচ্ছে। ইতালিয়ান ক্লাব জুভেন্তাস তাকে বিক্রি করে দিতে চায় বলে গুঞ্জন। ওদিকে আবার খবর, রোনালদো নাকি ফের রিয়াল মাদ্রিদে ফিরতে পারেন !এমন গুঞ্জনের আগুনে এবার ঘি ঢাললেন রিয়াল কোচ জিনেদিন জিদান। রোনালদোর রিয়ালে ফেরার গুঞ্জনের প্রশ্নে মুখ খুলেছেন তিনি। দিয়েছেন রহস্যময় উত্তর।

রোনালদো রিয়ালে ফিরতে পারেন, এই বিষয়টি প্রথম সামনে আসে স্প্যানিশ টিভি অনুষ্ঠান এল চিরিঙ্গিতোতে। যেখানে বিখ্যাত সাংবাদিক ইয়োসেপ পেদ্রেরোল বলেন, রোনালদোর এজেন্ট জর্জ মেন্দেস রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে কথা বলছেন ।বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন জিদান। স্কাই ইতালিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমন প্রশ্নে চুপ থাকেননি জিদান।

বলেন, 'এটা হতে পারে। আমরা তাকে চিনি এবং তাকে কোচিং করানোর সৌভাগ্য আমার হয়েছে।'এর সঙ্গে জিদান যোগ করেন, 'সে দুর্দান্ত একজন ফরোয়ার্ড। ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা অবশ্যই আমরা দেখব। সে এখন জুভেন্তাসের খেলোয়াড়।'রোনালদো স্প্যানিশ ক্লাব রিয়ালের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলস্কোরার। ৪৩৮ ম্যাচে ৪৫০ গোল তার। সেই সঙ্গে সতীর্থের গোলে সহায়তা করেছেন ১৩২ বার।

জামালের নেতৃত্বে কলকাতা মোহামেডানের বড় জয়

কলকাতা, ১৫ মার্চ।। ভারতের আই লিগে কলকাতা মোহামেডান বড় জয় তুলে নিল সোমবার। সুপার সিক্সের তৃতীয় ম্যাচে চার্চিল ব্রাদার্সকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিল দলটি। আর এ ম্যাচে কলকাতা মোহামেডানের আর্মব্যান্ড ছিল বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়ার হাতে।

জাতীয় দলের ব্যস্ততার জন্য আই লিগ ছেড়ে চলে আসতে হচ্ছে জামালকে। কলকাতা মোহামেডানের পক্ষে এদিন নিজের শেষ ম্যাচটি খেলতে নামেন তিনি। জামালকে সম্মান জানাতেই এদিন কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি অধিনায়ক করে তাকে ।মাঠে জামাল খেলেছেন দুর্দান্ত। দলের ৪ গোলের দুটিই ছিল তার অ্যাসিস্ট থেকে।

ভারতের মাটিতে ভারতীয় কোনো দলকে নেতৃত্ব দেওয়া বাংলাদেশের তৃতীয় খেলোয়াড় জামাল। ফুটবল অধিনায়ক হিসেবে দ্বিতীয়। নব্বইয়ের দশকে ইস্ট বেঙ্গলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রয়াত মোনেম মুন্না।এ ছাড়া ২০১৫ সালে কপিল দেবের গলফ ফ্র্যাঞ্চাইজি পুনের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশের তারকা গলফার সিদ্দিকুর রহমান।

আই লিগে কলকাতা মোহামেডানের বাকি রয়েছে আর দুই ম্যাচ। কাগজে কলমে এখনো শিরোপার সুযোগ রয়েছে দলটির। তবে সেটা নির্ভর করছে অনেক যদি-কিন্তুর ওপর। নিজের প্রথম আই লিগ অভিযানে জামাল কলকাতা মোহামেডানের হয়ে ১৩ ম্যাচের ১২টিতেই খেলেছেন। একটি ম্যাচ খেলতে পারেননি ইনজুরির কারণে।

সামনের বছরই ১০ দলের আইপিএল, নিলাম মে মাসে

ওয়াসিংটন, ১৫ মার্চ।। আইপিএল ২০২২-এ আরও দুটি দল বাড়ছে। তাতে মোট দল হবে দশটি। নতুন দুই দলের নাম জানা যাবে মে মাসে।ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, মে মাসে নিলাম হবে নতুন ২ দল বেছে নেওয়ার জন্য।

শনিবার বোর্ডের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সৌরভ গাঙ্গুলি, জয় শাহরা। তাদের উপস্থিতিতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মে মাসে হবে নিলাম। আইপিএল ২০২১-এর শেষ পর্ব চলবে সেই সময়।বোর্ডের এক শীর্ষ কর্মকর্তা সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, 'পরের বছর থেকেই ১০ দলের আইপিএল। নিলাম এবং আনুষঙ্গিক সব কাজ মে মাসের মধ্যেই শেষ করা হবে।' পরের আইপিএলের আগে নতুন ২ দল যাতে যথেষ্ট সময় পায়, সেই জন্যই মে মাসের মধ্যে সবকিছু স্থির করতে চাইছে বোর্ড। ১০ দলের আইপিএল আরও আকর্ষণীয় হবে বলেই মনে করছে বিসিসিআই। আরও বেশি সংখ্যক ক্রিকেটার নিজেদের মেলে ধরার সুযোগ পাবে।৯ এপ্রিল থেকে শুরু হবে এ বারের আইপিএল। রোহিত শর্মার মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স এবং বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মধ্যে প্রথম ম্যাচ। ফাইনাল হবে ৩০ মে।

সর্বোচ্চ গোলদাতা মেনে নিয়ে রোনাল্ডোকে অভিনন্দন জানালেন পেলে

রিও দি জেনেরিও, ১৫ মার্চ (হি.স.) : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে সর্বকালের সর্বোচ্চ অফিসিয়াল গোলদাতা হিসেবে মেনে নিয়ে অভিনন্দন জানালেন ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তী পেলে। পেলে একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টে রোনাল্ডোকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন, 'ক্রিশ্চিয়ানো জীবন একটা যুদ্ধের মত। আর সেই লড়াই কি সুন্দর ভাবেই না তুমি চালিয়ে যাচ্ছ। তোমার খেলা দেখতে আমার দারুণ লাগে এবং এটা কারও কাছে গোপন নয়। অভিনন্দন আমার অফিসিয়াল গোলের রেকর্ড ভেঙে দেওয়ার জন্য। আমার আজ একটাই দুঃখ তোমাকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানাতে পারলাম না। ' ফুটবল সম্রাটের এই বার্তার উত্তরে রোনাল্ডো জানান,' গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই খবর আসছিলো পেলের ৭৫৭ গোলের রেকর্ড ভেঙে আমিই সর্বোচ্চ গোলদাতা। তবে আমি এ নিয়ে কিছু বলিনি, তার কারণ এখন বলছি। এডসন অ্যারেন্টস ডু নাসিমিন্টো ভি পেলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা সবসময় ছিলো এবং থাকবে। আমি তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ৭৬৭ গোলকেই অফিসিয়াল ধরেছি। যেখানে তিনি সাও পাওলো স্টেট দলের হয়ে নয় গোল ও ব্রাজিলের মিলিটারি দলের হয়ে এক গোল করেছেন। এখন আমার গোল সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৭০। তাই আমি প্রথম কথাটা পেলেকেই বলছি। বিশ্বে এখন এমন কোনো ফুটবলার নেই যে পেলের গল্প শুনে বড় হয়নি। তাঁর গোল, তাঁর কীর্তি। আমিও ব্যতিক্রম নই। তাই আনন্দের সাথে সাথে গর্বও হচ্ছে অনেক। মেদেইরার ছোট্ট শহর থেকে পেলেকে টপকে সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। '

যদিও গোলসংখ্যা নিয়ে এখনও একটি বিতর্ক রয়েছে। চেক প্রজাতন্ত্র বিশ্বাস করে, তাদের জোসেফ বিকান সরকারি ভাবে সর্বোচ্চ গোলদাতা। তিনি মোট ৮২১টি গোল করেছেন। এই রেকর্ড যদি ঠিক হয়, সে ক্ষেত্রে রোনাল্ডোকে এখনও ৪২টি গোল করতে হবে। তবে সিআর সেভেন যে এখানেই থামছে না তা স্পষ্ট তার বার্তা থেকেই, রোনাল্ডো আরও লিখেছেন, 'এই গল্পটা শেষ হতে এখনও অনেক দেরি। এখনও জুভেন্তাস এবং পর্তুগালের জার্সিতে অনেক কিছু জেতা বাকি রয়ে গিয়েছে।'

গতরাতে রোনাল্ডোর দুরন্ত হ্যাটট্রিকে ক্যাগলিয়ারিকে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়ে বড় জয় পেয়েছে আন্দ্রে পিরলোরা জুভেন্তাস। প্রথমে হেডে, তারপর পেনাল্টি থেকে এবং ডিফেন্ডারকে বোকা বানিয়ে বাঁ পায়ের দুরন্ত শটে নান্দনিক হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন তিনি।

লঙ্কানদের বিপক্ষে যে প্রথমের স্বাদ পেল উইন্ডিজ

ওয়াসিংটন, ১৫ মার্চ।। শ্রীলঙ্কাকে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তাতে একটি প্রথমের স্বাদ পেল দলটি। এই প্রথম ওয়ানডে সিরিজে লঙ্কানদের হোয়াইটওয়াশ করার কীর্তি গড়ল ক্যারিবীয়রা।রবিবার রাতে অ্যান্টিগায় অনুষ্ঠিত ম্যাচটি ৫ উইকেটে জিতে নেয় উইন্ডিজ।

এতে বিশ্বকাপ সুপার লিগে দু'টি সিরিজ খেলে ৬ ম্যাচে অংশ নিয়ে ৩০ পয়েন্ট এখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের। নিজেদের প্রথম সিরিজে বাংলাদেশের কাছে ৩-০ ব্যবধানে হেরেছিল ক্যারিবীয়রা ।টস হেরে ব্যাট করতে নামা শ্রীলঙ্কা ৫০ ওভারে তোলে ৬ উইকেটে ২৭৪ রান। আটে নেমে হাসারাঙ্গা খেলেন লঙ্কান রেকর্ড ৬০ বলে ৮০ রানের দুর্দান্ত ইনিংস।

রান তাড়ায় ক্যারিবিয়ানরা জিতে যায় ৯ বল বাকি রেখে। আগের ম্যাচেই গড়া লঙ্কানদের বিপক্ষে তাদের রান তাড়ার রেকর্ডও এগিয়ে যায় আরেক ধাপ ।ব্রাভোর ব্যাট থেকে আসে ১৩২ বলে ১০২ রান। যা তার চতুর্থ ওয়ানডে সেঞ্চুরি। এবারের আগে তার সবশেষ সেঞ্চুরি ছিল সেই ২০১৬ সালের জুনে!

শেষদিকে, জেসন হোল্ডারকে নিয়ে ১৫ বলে অবিচ্ছিন্ন ২৭ রান যোগ করে ৯ বল হাতে থাকতেই জয় নিশ্চিত করেন কিয়েরন পোলার্ড। ৪২ বলে ৪ চার ও ১ ছক্কায় অপরাজিত ৫৩ রান করেন পোলার্ড। ১০ বলে অপরাজিত ১৪ রান করেন হোল্ডার। ম্যাচ সেরা হয়েছেন ব্রাভো। সিরিজ সেরা হন হোপ ।ওয়ানডের আগে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২১ মার্চ থেকে শুরু হবে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ।

পিএসজির ম্যাচ চলাকালে ডি মারিয়ার বাড়িতে ডাকাতি

ওয়াসিংটন, ১৫ মার্চ।। প্যারিস সেন্ট জার্মেইয়ের (পিএসজি) ম্যাচ চলাকালে দলটির আর্জেন্টাইন তারকা অ্যাঙ্গেল ডি মারিয়ার বাসায় চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘনটায় ম্যাচের মাঝ পথেই মাঠ ছেড়ে যান ডি মারিয়া ।রবিবার রাতে লিগ ওয়ানে নঁতের বিপক্ষে ম্যাচ ছিল পিএসজির। ম্যাচের ৬২ মিনিটে ডি মারিয়াকে তুলে নেন কোচ মউরিসিও পচেত্তিনো। এর আগে ক্লাবের ডিরেক্টর লিওনার্দোর সঙ্গে ফোনে কথা বলতে দেখা গিয়েছিল পোচেত্তিনোকে।

শুধু ডি মারিয়া নয়, দলটির আরেক তারকা মার্কিনিয়োসের বাড়িতেও ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ফরাসি ক্রীড়া বিষয়ক দৈনিক লেকিপের খবর, এ সময় দুজনেরই পরিবারের সকলকে জিম্মি করা হয়েছিল ।পরে এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে পিএসজি কর্তৃপক্ষও ।লেকিপের তথ্যমতে, ডি মারিয়ার বাড়ি থেকে খোয়া যাওয়া ঘড়ি ও অলংকারের মূল্য কমপক্ষে পাঁচ লাখ ইউরো।

ডি মারিয়া-মার্কিনিয়োসদের বিপদের দিনে জেতেনি তাদের দলও। ঘরের মাঠে ম্যাচটি ২-১ গোলে হেরে শিরোপার লড়াইয়ে ৩ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়েছে পিএসজি ।কোচ পচেত্তিনো বলেছেন, 'আমরা সকলে আশঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। এই বিষয়টা খেলার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।' পিএসজি ফুটবলারদের বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা অবশ্য নতুন নয়। এর আগেও সার্জিও রিকো, থিয়াগো সিলভা, এরিক ম্যাক্সিম সুপো মোটিংদের বাড়িতেও ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে ।ডি মারিয়া ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে থাকাকালীন সময়েও ২০১৫ সালে একবার তার বাড়িতে চুরির চেষ্টা করা হয়েছিল।

বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে সোমবার আগরতলায় সিআইটিইউর বিক্ষোভ মিছিল। ছবি নিজস্ব।

বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার ফতোয়া বড়োল্যান্ডের নয়া জঙ্গি সংগঠন এনএলএফবির

গুয়াহাটি, ১৫ মার্চ (হি.স.) : বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিতে ফতোয়া জারি করেছে ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব বড়োল্যান্ড (এনএলএফবি) নামের নয়া এক জঙ্গি সংগঠন। ছত্রভঙ্গ তথা আত্মসমর্পণকারী ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অব বড়োল্যান্ড (এনডিএফবি)-এর নেতা এম বাথার নেতৃত্বে নতুন একটি জঙ্গি সংগঠনের কার্যকলাপ তথা আসন্ন নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এই জঙ্গি সংগঠন একটি ভিডিও প্রকাশ করে জনগণকে বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট প্রদানের অনুরোধ করেছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে এটি একটি 'বড় হুমকি' হিসেবে মনে করা হচ্ছে। ভিডিওতে বলা হয়েছে, 'ভারত সরকার এবং অসম সরকারের উগ্রপন্থী সমস্যা সমাধানের অনাকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য আমাদের অধিকার ও লড়াইয়ের জন্য সংগ্রাম এবং লড়াইয়ের নতুন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে। সুতরাং বর্তমানে নয়া নাম ও স্টাইলে ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব বোরোল্যান্ড নামের সশস্ত্র বিপ্লবী গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে।'

নতুন এই সংগঠন সম্পর্কে জানাতে সংবাদ মাধ্যমে ই-মেলে বিবৃতিও পাঠানো হয়েছে। বিবৃতিতে জঙ্গি সংগঠনটি বলেছে, প্রয়োজনের তাগিদে ও সরকারের দ্বিচারিতার দরুন আবারও উগ্রপন্থা কার্যকলাপ শুরু করা হবে। বড়োল্যান্ডকে একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে এই আন্দোলনকে অগ্রসর করা হবে। এতে আরও বলা হয়েছে, নতুন বড়ো জঙ্গি সংগঠন এম বাথারের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে। সাম্প্রতিক কাউন্সিল নির্বাচনের (বিটিআর নির্বাচন) পর আবার জঙ্গলের রাস্তা অবলম্বন করছেন অস্ত্রধারী উগ্রপন্থীরা।

এ ব্যাপারে স্পেশাল ডিজিপি (টিএপি) এবং বিটিআর-এর ইনচার্জ এডিজিপি এলআর বিষ্ণুই-র মতে, 'এম বাথার তার ৩০ জন বিশ্বস্ত সহযোগীর সাথে ফের জঙ্গলে ফিরেছেন। তাদের হাতে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র মজুত রয়েছে।'

উল্লেখ্য, ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অব বড়োল্যান্ড (এনডিএফবি)-এর বিচ্ছিন্ন চারটি গ্রুপের অন্তত ১,৬০০ সদস্য ছিলেন। বি সাওরাইগ্রা, গোবিন্দ বসুমতারি, রঞ্জন দৈমারি এবং ধীরেন্দ্র বড়োর নেতৃত্বে গত বছর ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে বড়ো জঙ্গি গোষ্ঠী, অসম সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক বড়ো শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার কয়েক দিন পর তারা অস্ত্র সংবরণ করে জাতীয় মূল স্রোতে ফিরে এসেছিল। ১৯৮৬ সালের ৩ অক্টোবর বড়ো সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) নামের সংগঠন গঠিত হয়েছিল। এনডিএফবি-র চারটি দলই ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করার পর নিজেদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়। ১৯৯৪ সালে পুনরায় নতুন করে 'এনডিএফবি' নাম ধারণ করে জঙ্গি কার্যকলাপ শুরু হয়েছিল।

জানুয়ারি মাসের চুক্তি স্বাক্ষরের পর এম বাথা সহ নিষিদ্ধ সংগঠনের অনেক নেতা অন্ধকার জগতে ফিরছে বলে জানা গেছে। একাংশ জঙ্গি নেতা নাকি ওই শান্তি চুক্তিতে 'অসন্তুষ্টি'র জন্য নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে, তাই তারা জঙ্গলে ফিরছেন। এদিকে, বিটিসির প্রাক্তন-প্রধান হাগ্রামা মহিলারি তাৎপর্যপূর্ণভাবে দাবি করেছেন, তাঁর বড়োল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ) দলের সাথে জোটবদ্ধ কর্মীরা ক্ষমতাসীন বিজেপি দলের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছেন।

বাটলা হাউস সংঘর্ষে দোষী সাব্যস্ত জঙ্গি আরিজ খানকে ফাঁসি সাজা শোনাল দিল্লির আদালত

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (হি.স.): বাটলা হাউস সংঘর্ষে দিল্লি পুলিশের আধিকারিক হত্যায় দোষী সাব্যস্ত অভিযুক্ত আরিজ খানকে মৃত্যুদণ্ড দিল দিল্লির একটি আদালত। সোমবার বাটলা হাউস এনকাউন্টারকে বিরলের মধ্যে বিরলতম ঘটনা বলে ব্যাখ্যা করে ঘটনায় নিহত পুলিশ ইনস্পেক্টর মোহন চাঁদ শর্মার হত্যাকাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন'-এর জঙ্গি আরিজ খানকে ফাঁসি সাজা শোনান হয়। গত সপ্তাহেই আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল, সোমবার শাস্তি ঘোষিত হল।

আজ থেকে প্রায় তেরো বছর আগে গোটা দেশে তোলপাড় ফেলে দিয়েছিল বাটলা হাউসের শুট আউটের ঘটনা। ২০০৮-এ ধারাবাহিক বিস্ফোরণের পর দক্ষিণ দিল্লির বাটলা হাউসে আশ্রয় নেয় ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন জঙ্গিরা। সেখানেই পরবর্তীতে জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু হয় পুলিশের। জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ হারান মোহনচাঁদ শর্মা নামে এক পুলিশ আধিকারিক, আরও ২ জন গুরুতর ভাবে আহত হন।

২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তরপ্রদেশের আজমগড়ের বাসিন্দা আরিজ খানকে গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ। তার পর থেকে শুনানি চলছিল। আদালতে পুলিশ দাবি করে, একজন আইনের রক্ষককে এ ভাবে হত্যা করার কারণেই এই মুজাহিদিন জঙ্গির ফাঁসি হওয়া উচিত। তবে আরিজ খানের আইনজীবীর দাবি ছিল, এই হত্যার ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত নয়।

যদিও সে দাবি শুনতে চায়নি আদালত। অতিরিক্তি সেশন বিচারক সন্দীপ যাদব সোমবার জানিয়েছেন, ফাঁসির পাশাপাশি ১১ লক্ষ টাকা জরিমানাও করা হবে আরিজের। যে জরিমানার ১০ লক্ষ টাকা দ্রুত পুলিশ আধিকারিক মোহনচাঁদ শর্মার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাটলা হাউস থেকে ঘটনার দিন আরিজ ছাড়াও পালিয়েছিল শাহজাদ আহমেদ নামে আরও এক জঙ্গি। তাকে ইতিমধ্যে দোষী সাব্যস্ত করে কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। পুলিশ তদন্তে জানতে পেরেছে, দিল্লি ছাড়াও জয়পুর, আমদাবাদে একাধিক বিস্ফোরণের পিছনে আরিজের হাত রয়েছে। মুজফরনগরের বি-টেক আরিজ খান বিস্ফোরক তৈরিতে বিশেষজ্ঞ। নেপাল-সহ ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলিতেও তার একাধিক ডেরা রয়েছে। এই বিস্তৃত জঙ্গি নেটওয়ার্কের উপর নির্ভর করেই ২০০৮ সালে অত বড় হামলা চালায় ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন।

দুই দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সব ইস্যুতে হবে আলোচনা

।। মনির হোসেন।। ঢাকা, মার্চ ১৫।। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একান্ত বৈঠক আগামী ২৭ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে দুই দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সব ইস্যুতে আলোচনা হবে।

সোমবার সকালে রাজধানীতে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।মোদির সফরে ভারতের সঙ্গে তিনটি সমঝোতা স্মারক সই হওয়ার কথা রয়েছে। তিস্তা চুক্তি নিয়ে বাংলাদেশ এখনো আশাবাদী বলেও জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, ভারতের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিন আলোচনা চলছে। আমাদের সচিব পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে। আমাদের বড় ইস্যু হচ্ছে বর্ডার কিলিং, সেটা আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। ক্রিটিকাল সব বিষয় আমরা আলোচনা করেছি।

তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আলোচনার বিষয় মোটামুটি ঠিক হয়েছে। সেগুলো যাতে বলবৎ থাকে এবং প্রয়োগে অসুবিধা না হয়, তাই প্রধানমন্ত্রী সেসব বিষয় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরতে পারেন।

শিলচরে দুজনের মনোনয়ন বাতিল, ময়দানে ১৭ গোটা কাছাড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ৭০ জন প্রার্থী

শিলচর (অসম), ১৫ মার্চ (হি.স.) : কাছাড় জেলার সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার কাজ সোমবার সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে শিলচর বিধানসভা আসনে দাখিলকৃত মোট ১৯টি মনোনয়ন পত্রের দুজনের মনোনয়ন বাতিল হয়ে গেছে। ফলে ভোটের ময়দানে রয়েছেন ১৭ জন প্রার্থী। নির্দল প্রার্থী নজরুল ইসলাম লস্কর এবং রাষ্ট্রীয় সেকুলার কংগ্রেস পার্টির নলীনাক্ষ ভট্টাচার্যের মনোনয়ন পত্র বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন জেলা রিটার্নিং অফিসার।

এছাড়া সোনাই বিধানসভা আসনে দাখিলকৃত ১৪টি মনোনয়ন পত্রের সবকয়টি গৃহীত হয়েছে। ধলাই আসনে ৯-টির মধ্যে সিপিআই-এর লোকনাথ দেবরায়ের মনোনয়ন বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। উধারবন্দ আসনে ৮-এর মধ্যে নির্দল প্রার্থী শশাঙ্ক আচার্যের মনোনয়ন পত্র বাতিল হয়ে গেছে। লক্ষ্মীপুর আসনের মোট ৭-এর মধ্যে নির্দল প্রার্থী মইদুল ইসলাম লস্করের মনোনয়নপত্র বাতিল, বড়খলা আসনে ৭-এর মধ্যে বাঙালি নবনির্মাণ সেনার (বিএনএস) অসীম পালের মনোনয়ন পত্র বাতিল, কাটিগড়ায় ১৬টির মধ্যে বাতিল হয়েছে চারটি।

কাটিগড়ায় যাঁদের মনোনয়ন পত্র বাতিল হয়েছে তাঁরা যথাক্রমে অসম জাতীয় পরিষদ-এর সাধনবাবু সিনহা, পলিটিকাল জাস্টিস পার্টির সায়েদ আহমেদ বড়ভুইয়াঁ, রাষ্ট্রীয় লোক সমতা পার্টির রবিজুল আলি বড়ভুইয়াঁ এবং নির্দল প্রার্থী রঞ্জিত কুমার সিংহ। কাছাড়ের সাতটি আসনের মধ্যে ৮০ জন প্রার্থী মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছিলেন। এর মধ্যে নোট ১০টি বাতিল ঘোষণা করার পর মোট ৭০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

হাফলং আসনের চার প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ

হাফলং (অসম), ১৫ মার্চ (হি.স.) : হাফলং আসনের চার প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন জেলা রিটার্নিং অফিসার। ১৬ নম্বর হাফলং উপজাতি সংরক্ষিত আসনে মোট চার জন প্রার্থী মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছিলেন। এঁদের মধ্যে কংগ্রেসের নির্মল লাংথাসা, বিজেপির নন্দিতা গার্লোসা, জনতা দল ইউনাইটেডের লংকি ইংহি এবং ভারতীয় ট্রাইবাল পার্টির প্রার্থী খান্দান দাওলাগাপু।

আজ সোমবার ছিল মনোনয়ন পত্রগুলি পরীক্ষা করার শেষ দিন। মনোনয়ন পত্রগুলি পরীক্ষার পর ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক তথা রিটার্নিং অফিসার পল বরুয়া চার জন প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ বলে ঘোষণা করার পর তা গৃহীত করা হয়। বর্তমানে হাফলং আসনে ভোটের ময়দানে রয়েছেন চার জন প্রার্থী। তবে আগামী ১৭ মার্চ মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করার শেষ দিন।

উল্লেখ্য, আগামী ১ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় রাজ্যের ৩৯টি বিধানসভা আসনের মধ্যে হাফলং আসনের জন্য ভোট নেওয়া হবে। এদিকে নির্বাচনে যাঁদের ভোটার পরিচয়পত্র নেই সেই সব ভোটাররা ভোটার পরিচয়পত্রের পরিবর্তে আধার কার্ড, মনরেগা, জব কার্ড, প্যানকার্ড, ব্যাঙ্ক পাসবুক, স্বাস্থ্য বিমার স্মার্টকার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট, চাকরির পরিচয় পত্র, আরজিআই এবং এনপিআর কর্তৃক প্রদান করা স্মার্টকার্ড ইত্যাদি নিয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন বলে নির্বাচন কমিশন থেকে ঘোষণা করা হয়েছে।

দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে ঝাড়গ্রামে টানা প্রচার কর্মসুচি করলেন বিমান বসু

ঝাড়গ্রাম, ১৫ মার্চ (হি.স.) : সিপিএমের পলিটব্যুরর সদস্য বর্ষিয়ান সিপিএম নেতা বিমান বসু সোমবার প্রার্থীদের হয়ে টানা প্রচার কর্মসুচি করলেন ঝাড়গ্রামে। এদিন পায়ে হেঁটে মিছিল করলেন, কর্মীদের নিয়ে করলেন সভা।

এদিন প্রথমে ঝাড়গ্রামের এবং গোপীবল্লভপুরের সিপিএম দুই প্রার্থীদের নিয়ে ঝাড়গ্রাম ব্লকের মানিকপড়া অঞ্চলে প্রায় চার কিমি পদ যাত্রা করলেন দলীয় ব্যানরা নিয়ে।সাম্প্রয়াদায়িক শক্তীর বিরুদ্ধ, পেট্রল,ডিজেল,নিত্য প্রয়জনীয় দ্রব্যে মূল্যে বৃদ্ধির প্রতিবাদে বেকার যুবকদের কর্মস্থান,কৃষি পন্যের সঠিক দাম সহ একাধিক ইস্যুতে বিমান বাবু তরুন সমাজের প্রতিনিধি ঝাড়গ্রামের সিপিএম প্রার্থী মধুজা সেনরায় এবং ঝাড়গ্রাম জেলার লড়াকু সিপিএম নেতা গোপীবল্লভপুরের প্রার্থী প্রশান্ত দাসদের নিয়ে মানিকপাড়াতে মিছিলে হাঁটেন।গদিমোড় থেকে স্টেশন পর্যন্ত প্রায় চার কিমি পথ মিছিল হয়।মিছিল শেষে মানিকপাড়াতে দলীয় কার্যালয়ে দলীয় কর্মীদের নিয়ে একটি সভ করেন।

উল্লেখ্য রবিবার রাতে ঝাড়গ্রাম শহরে প্রার্থীদের নিয়ে একটি কর্মী সভা করেছিলেন বিমান বসু।সেখানে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানিয়েছিলন জেলায় কোন বড় সভ হবে না।এদিন সোমবার ঝাড়গ্রাম জেলার বেশ কয়েকটি জায়গায় বিভিন্ন আসনের প্রার্থীদের নিয়ে তিনি মিছিল এবং কর্মী সভা করেন।

উল্লেখ্য গোপীবল্লভপুর আসনের সিপিএম প্রার্থী প্রশান্ত দাস এবং ঝাড়গ্রামের মধুজা ইতিমধ্য বিভিন্ন কর্মসুচি নিয়ে প্রচার শুরু করেছেন।তবে বর্ষিয়ান সিপিএম নেতা বিমান বসুর প্রার্থীদের নিয়ে প্রচার ঘিরে দলের কর্মী,সদস্যদের মধ্যে একটা আলাদা উৎসাহ ছিল।বিভিন্ন এলাকায় এদিন মিছিল ঘিরেও ছিল বেশ উদ্দিপনা।এদিন মানিকপাড়া ছাড়াও বিমান বাবু পড়িহাটিতে পদযাত্রা করেন বলে জানা গিয়েছে দলীয় সূত্রে।

চলতি সপ্তাহেই ফের পূর্ব মেদিনীপুর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, একাধিক কর্মসূচি নন্দীগ্রামে

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি.স.) : এই সপ্তাহে ফের পূর্ব মেদিনীপুর সফরে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাবেন নন্দীগ্রামেও। দু'দিন সেখানে থাকার কথা তৃণমূল নেত্রীর। সূত্রের খবর, নন্দীগ্রামে কর্মিসভা, জনসভা, পথসভা-সহ একাধিক কর্মসূচি রয়েছে তাঁর।

৯ মার্চ নন্দীগ্রাম গিয়েছিলেন মমতা। পরদিন হলদিয়া মহকুমা শাসকের অফিসে মনোনয়ন পত্র জমা দেন। এরপর একাধিক মন্দিরে যান তিনি। ওই দিনই বিরুলিয়া বাজার এলাকায় জখম হন মমতা। পায়ে গুরুতর চোট লাগে। অসুস্থ অবস্থায় ওইদিনই তাঁকে ফিরিয়ে আনা হয় কলকাতা।

তাঁর এবং অনুগামীদের দাবি, এটা 'চক্রান্ত'। দেড়দিন এসএসকেএম হাসপাতালে ভরতি ছিলেন মমতা। এখনও পায়ে প্লাস্টার। চলাফেরার ভরসা বলতে হুইলচেয়ার। এই অসুস্থ শরীরেও প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সোমবার দুটি সভা করেন তিনি। হুইলচেয়ারেই দুর্গাপুরের রাস্তায় জনসংযোগ করতে দেখা যায় তাঁকে। যদিও বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন প্রকাশ্যে দাবি করেছে, নিছক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। চক্রান্তের অভিযোগ ভিত্তিহীন। জানা গিয়েছে, চলতি সপ্তাহেই ফের পূর্ব মেদিনীপুরে যাবেন মমতা। ১৮ মার্চ সম্ভবত এগরায় কর্মসূচি করবেন তিনি। ১৯ ও ২০ মার্চ নন্দীগ্রাম ও সংলগ্ন এলাকায় যাবেন। সেখানে ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। পথ সভা করবেন তৃণমূলনেত্রী। একাধিক মন্দিরে যেতে পারেন তিনি। মোট আটটি কর্মিসভা ও জনসভা করার কথা রয়েছে তাঁর। অর্থাৎ, ভোটের প্রচারে এক বিন্দু খামতি রাখতে রাজি নন মমতা।

নারী সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সাথীর অধিকার নিয়ে বাড়ির হেঁসেলে ঢুকছে দিদি মনিরা

বোলপুর, ১৫ মার্চ (হি.স.) : নারী সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সাথীর অধিকার নিয়ে বাড়ির হেঁসেলে ঢুকছে দিদি মনিরা।শুনছেন আমজনতার মান, অভিমান, নোট নিচ্ছেন সব তথ্য। বাড়ি ফেরার পথে মা বোনেদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ''বাংলা নিজের মেয়ে কেই চায়। '' ভোট মরসুমে জন জাগরনে কেষ্ট গড়ে এবার বাড়ি বাড়ি ঘুরছে তৃণমূলের শিক্ষক সমিতি।

বীরভূম জেলা অনুব্রত গড় বলে সবাই জানে। তবুও এবারের হাই ভোলটেজ নির্বাচনে আগে ইতিমধ্যেই তৃণমূলের সমস্ত শাখা সংগঠনের সঙ্গে পৃথক পৃথক মিটিং করেছে অনুব্রত। সেই মত জেলা প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচচ মাধ্যমিক, কলেজ স্তরে পৃথক পৃথক সংগঠন কে একজোট করে সম্মেলন করেন তিনি। দলের হয়ে ভোট প্রচারের আহ্বান করেননি তিনি।অনুব্রত আহ্বানে সাড়া দিয়ে জেলা সব কটি শিক্ষক সংগঠন একজোট হয়ে ভোটে প্রচার নেমেছে। তৃণমূল পন্থী শিক্ষক সমিতি সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় শিক্ষক দের সব কটি সংগঠন মিলে প্রায় ২১ হাজার সদস্য রযেছেন তাদের। তাদের মধ্যে প্রাথমিক মাধ্যমিক মিলে প্রায় ৮হাজার দিদিমনি রযেছেন। যারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এবার পথে নেমেছে বলে দাবি তৃণমূল শিবিরের। ইতিমধ্যেই জেলা ১১ টি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতি টিতে একটি করে শিক্ষক শিক্ষিকা দের নিযে ২৫ জনের সমিতি করা হয়েছে। যাদের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ভোট প্রচারে নেমেছে দিদি মনি রা।

তৃণমূল পন্থী শিক্ষক সংগঠনের চেয়ারপার্সন প্রলয় নায়ক বলেন, 'দলের পক্ষ থেকে দিদি মনিদের ইতিমধ্যেই একাধিক বিষয়ে ট্রেনিং ও দেওয়া হয়েছে। তারা তিন টি পদ্ধতিতে প্রচারে নেমেছে। যার মধ্যে সর্বাগ্রে রয়েছে বাড়ি বাড়ি প্রচার, দ্বিতীয়ত স্ট্রিট কর্নার, তৃতীয় ধাপে রাখা হয়েছে মিছিল।এখন বাড়ির বাড়ি গিয়ে নিবিড় জন সংযোগ চলছে মূলত মহিলাদের সঙ্গে।'

বীরভূম শেষ দফায় ভোট হলেও ভোট ঘোষনা হবার পর থেকেই দিদিমনিরা নিজ নিজ বিধানসভা এলাকায় টিম করে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছেন। লক্ষ্য প্রত্যন্ত গ্রামের বাড়ির সাধারণ গৃহবধূর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করা। এই কাজে দিদিমনিরা সহজেই বাড়ির হেঁসেলে পৌচছে যাচ্ছেন।বাড়ির মা বৌ রা তাদের সাদরে বরন করছে। কৌশল হিসেবে অবশ্যই বেছে নেওয়া হয়েছে তিন টি বিষয় কে। যাতে সহজে মহিলা দের মন ছোঁযা যায। ভোট প্রচারে নেমে দিদিমনিরা বাড়ির মা বোনের দের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা কথা বলছেন। পাশাপাশি বাড়ির গৃহবধূর নামে যে হেতু স্বাস্থ্য সাথী কার্ড হচ্ছে তাই তার ও খোঁজ নিচ্ছেন দিদিমনিরা। তাতেও মহিলা মহলে একটা প্রভাব লক্ষ্য করেছেন দিদিমনিরা। এছাড়াও কন্যাশ্রী প্রকল্প কতটা উপকৃত তারা ও জানতে চাইছেন। শাসক দলের জনমোহনী এই সব প্রকল্প কে হাতিয়ার করেই নিবিড় জন সংযোগে নেমেছে দিদিমনিরা। বোলপুর শ্রীনন্দা হাই স্কুলের শিক্ষিকা অস্মিতা ঘোষ বলেন, 'এ রাজ্যে মেয়েরা যে সুরক্ষিত তা গ্রামের সাধারণ মা বৌ রা ও স্বীকার করছেন। তাদের সন্তানরা নিশ্চিতে রাতে বাইরে থেকে বাড়ি ফিরতে পারে। ক্ষমতা বদল হলে এরাজ্যে ও উত্তর প্রদেশ মধ্যপ্রদেশের মত অবস্থা হবে। সে কথা বলার চেষ্টা করছি আমরা।'

দিদির দূত হিসেবে কাজ করতে পেরে খুশি দিদিমনিরা ও।তবে কোথাও কোথাও বাড়ি বাড়ি প্রচারে গিযে আমজনতার যে ক্ষোভ তার আঁচ পেযেছেন তারা। তা সযত্নে নোট করে এনে শাসকদলের নেতৃত্ব কে রিপোর্ট ও দিচ্ছেন শিক্ষিকারা। বোলপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা গৌরী টুডু বলেন, 'স্বাস্থ্য সাথী শুধু একটা কার্ড নয়, বাড়ির মহিলার মর্যাদা বা স্বীকৃতি।

নতুন ভাবনায় পথ চলা শুরু
বাংলার সাথে এখন হিন্দি খবর-ও
hindi.jagarantripura.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।